উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 13 March 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 292

পশ্চিমবঙ্গে যুবশক্তির জন্যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি

উদ্যোগপতিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রায় ৫.৩ কোটি মুদ্রা ঋণ

৬.৫ লক্ষেরও বেশি তরুণ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত - গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত প্রায় ৫৩ লক্ষ এমএসএমই, রাজ্যে ৬,৯৫০টিরও বেশি ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্ট আপ ভাবী উদ্যোগপতিদের উৎসাহ যোগাচ্ছে

শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে ৩৩০ কোটি টাকারও বেশি স্কলারশিপ

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিত এমএসএমই রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক

সারা বাংলা জুড়ে উদ্ভাবন ও সুযোগ সৃষ্টি করছে ৩,৫৫০টির বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্ট আপ

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।”
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 01101/13/0041/2526

পর্যটকদের রান্না কীভাবে...

ডুয়ার্সে গ্যাসের সংকটে রিসর্ট, হোটেল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১২ মার্চ : যুদ্ধের আগুনে জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। সেই আঁচ এসে পড়েছে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জ্বালানি বাজারে। ছবিটা মোটেই আলাদা নয় মূর্তি, লাটাগুড়িতে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বাণিজ্যিক গ্যাসের সরবরাহে লাগাম টানা হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্পকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন হোটেল এবং ট্যুরিস্ট রিসর্টে। গ্যাস না পাওয়ায় অনেক জায়গায় রান্না করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আগামীদিনে পর্যটকদের নিয়মিত খাবার সরবরাহ করা সম্ভব হবে কি না, উদ্বেগে রয়েছেন রিসর্ট ও হোটেল মালিকরা।

এদিকে অভিযোগ, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বিভিন্ন জায়গায় চড়া দামে গ্যাসের সিলিন্ডার বিক্রি করছেন। ফলে একদিকে বাড়ছে খরচ। অন্যদিকে, পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবিকাও এখন চরম অনিশ্চয়তায়।

লাটাগুড়ির এক রিসর্টে রান্নায় ব্যস্ত পাচকরা।

মাসখানেক আগে শেষ হয়েছে মাধ্যমিক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও শেষ হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক হল। ফলে ছুটির আমেজে ইতিমধ্যে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি এবং মূর্তিতে পর্যটকদের ভিড় রয়েছে চোখে পড়ার মতো। এর মধ্যে জ্বালানির সংকটে বিপাকে পড়েছে ডুয়ার্সের হোটেল ও রিসর্টগুলি। লাটাগুড়ির রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, তাঁর দুটি রিসর্ট রয়েছে। শুক্রবার ৪০ জন পড়ুয়ার একটি দল আসবে। তার আগে এদিন হন্যে হয়ে ঘুরেও সিলিন্ডার পাননি তিনি। লাটাগুড়ির আরেক বেসরকারি রিসর্টের মালিক অনু গোপ জানান, দেড়শো টাকা বেশি দিয়ে একটি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার এনেছেন। আগামীতে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছোয়, বুঝে উঠতে পারছেন না।

লাটাগুড়িতে কমবেশি ১৫টি খাবার হোটেল রয়েছে। এমনই এক হোটেল মালিক রাজা ভৌমিক বলেন, 'পরিস্থিতি এমন হলে ভবিষ্যতে হোটেল চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে।' এদিকে গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হক বলেন, 'বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে সমস্যার সমাধান না হলে পর্যটন ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে উঠবে।' যদিও ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'গ্যাসের কালোবাজারি যাতে না হয় সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীও উদ্যোগী হয়েছেন। আশা করছি, দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে।'

ফিরে এলেও 'ভবঘুরে'ই রয়ে গেলেন সনাতন

আজাদ

মানিকচক, ১২ মার্চ : একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। দীর্ঘ ১৫ বছর পর বাবা-মা, ভিটেমাটির টানে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাত ধরে বাড়ি ফিরে এসেছেন তিনি। তবে এতদিনে যে সব শেষ! বেশ কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন বাবা-মা। দুই বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে বিক্রি হয়েছে ভিটে সহ মাটির ঘরটি। এখন সেখানে মস্ত অট্টালিকা। এতদিন পর ফিরেও মাথা গোঁজার সামান্য পৈতৃক স্থানটুকুও পেলেন না বছর একান্নর সনাতন গোস্বামী। সেই অট্টালিকার বারান্দার এক কোণে আপাতত ঠাঁই হয়েছে তাঁর। আর তাঁর খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়েছেন পড়শিরা।

সনাতন গোস্বামী

মালদার মানিকচক ব্লকের নাজিরপুর অঞ্চলের লস্করপুর এলাকার বাসিন্দা সনাতন। বিয়ের পরপরই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান। তারপর থেকে সনাতন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিগবিদিক ঘুরে বেড়াতেন। হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ বাবা ক্ষিতীশ গোস্বামী ও মা সুশীলা গোস্বামী দিনরাত একমাত্র পুত্রসন্তানকে খোঁজাখুঁজি করেছেন। কিন্তু পাননি। শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেন। এত বছর বাড়ি না ফেরায় একসময় সকলে ধরে নেন হয়তো বা মৃত্যু হয়েছে সনাতনের। দুই মেয়ের বিয়ে দিতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন ক্ষিতীশ। একসময় বসতবাড়িটুকুও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। ১০ বছর আগে মৃত্যু হয়েছে সনাতনের মায়ের। পাঁচ বছর আগে মারা যান বাবাও।

তবে এত বছরে সনাতন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। একসময় হাজির হন সুদূর মুম্বইয়ে। সেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মনোরোগী হিসেবে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বেশ কিছুটা সুস্থ করে তোলে এবং বাড়ির ঠিকানা জেনে নেয়। বৃহস্পতিবার সকালে সেই সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের হাত ধরে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন সনাতন। কিন্তু কোথায় সেই ঘর, কোথায় বাবা-মা! যেন আকাশ থেকে পড়েন সনাতন। তাঁকে দেখে হতবাক প্রতিবেশীরাও। তাঁরাই সবকিছু খুলে বলেন।

সনাতন থাকবেন কোথায়, খাবেন কী- এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান পড়শিরা। তাঁর বিবাহিত দুই বোনের পরিবারের আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। তাই দাদার দায়ভার বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব না। এই পরিস্থিতিতে সনাতনের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাধেশ্যাম গোস্বামী, গণেশ গোস্বামীর মতো পড়শিরা। এত বছর পরে সনাতনকে দেখে সকলেই খুশি। তাঁরাই তাঁকে দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

রাধেশ্যাম বলেন, 'সনাতন ফিরে আসায় আমরা খুব খুশি। এখন আমরা মিলিতভাবে সনাতনের এই গ্রামে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করব। তবে আমরা চাই সরকার ওর পাশে দাঁড়াক।' সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'গ্রামবাসী সরকারিভাবে সনাতনবাবুকে সাহায্যের জন্য আমার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আমি এবিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

অসহায় মহিলার পাশে পুলিশ

কুমারগঞ্জ, ১২ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে থানার আশপাশে ঘুরে বেড়ানো এক মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, নতুন পোশাক পরিয়ে, খাওয়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসার উদ্যোগ নিল কুমারগঞ্জ থানা।

প্রায় দু'বছর ধরে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা কুমারগঞ্জ থানার আশপাশের এলাকায় ভবঘুরের মতো ঘোরাফেরা করতেন। তিনি ঠিকভাবে কথা বলতে পারতেন না। স্থানীয় বাসিন্দারা মাঝেমধ্যে তাঁকে খাবার দিলেও তাঁর সার্বিক দেখভালের মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি কুমারগঞ্জ থানায় নতুন আইসি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন শীর্ষেন্দু কুণ্ডু। থানায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি ওই মহিলাকে থানার আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। বিষয়টি তাঁর নজরে আসতেই তিনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওই মহিলার পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন এবং থানার সিভিক ভলান্টিয়ার দীপক মণ্ডলকে বিষয়টি দেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

দীপক প্রথমে ওই মহিলার জট লাগা নোংরা চুল কেটে দেন। এরপর মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে তাঁকে ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করানো হয়। দেওয়া হয় নতুন পোশাক। পেট ভরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে থানার কাছেই একটি নিরাপদ জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ওই মহিলার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

ইউটিউবে সংসদের ক্লাস

নাগরাকাটা, ১২ মার্চ : মাধ্যমিকের পর সঠিক বিষয় নির্বাচন এবং কেরিয়ার গড়ার পরামর্শ দিতে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এনিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজেদের ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ সেমিনার করে তারা। সেমিনারের শীর্ষক ছিল, 'স্বপ্নের বিষয়, স্বপ্নের ভবিষ্যৎ'। এতে চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরাও। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-এর সভাপতির দায়িত্ব পেয়েই রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা আধিকারিক ডঃ পার্থ কর্মকার এবিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় ছিলেন সংসদের সচিব ডঃ প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। নয়া সভাপতি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোই আমাদের উদ্দেশ্য।'

অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেন

সংশোধনী

অসংরক্ষিত স্পেশাল ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে **০৩৫৪০/০৩৫৩৯ বরাকর-হাওড়া-বরাকর স্পেশাল, ০৩৫৪৪/০৩৫৪৩ দুর্গাপুর-হাওড়া-দুর্গাপুর স্পেশাল** ও **০৩৫৪৬/০৩৫৪৫ সিউড়ি-হাওড়া-সিউড়ি স্পেশাল ট্রেনগুলির** চলাচলের সূচী নিম্নরূপে সংশোধিত হয়েছেঃ

০৩৫৪০/০৩৫৩৯ বরাকর-হাওড়া-বরাকর স্পেশাল ট্রেন

বরাকর-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪০)(০৩৫৩৯)	হাওড়া-বরাকর স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	তারিখ
১৩.০৩.২৬	–	২২.৫৫	বরাকর	০৩.০০	–	১৫.০৩.২৬
	২৩.৩০	২৩.৩৩	আসানসোল	০০.৪০	০০.৪৩	
১৪.০৩.২৬	০৪.২০	–	হাওড়া	–	২০.৫০	১৪.০৩.২৬

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কুলটি, সীতারামপুর, বরাচক, কালীপাহাড়ী, রাণীগঞ্জ, অন্ডাল এবং বর্ধমান স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ বরাকর থেকে ০৩৫৪০ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৫৩৯ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৫৪৪/০৩৫৪৩ দুর্গাপুর-হাওড়া-দুর্গাপুর স্পেশাল ট্রেন

দুর্গাপুর-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪৪)(০৩৫৪৩)	হাওড়া-দুর্গাপুর স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	তারিখ
১৪.০৩.২৬	–	০৬.০০	দুর্গাপুর	২৩.৩০	–	১৪.০৩.২৬
	০৭.৪১	০৭.৪৩	বর্ধমান	২১.১৫	২১.১৭	
	১০.৩০	–	হাওড়া	–	১৯.১৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে মানকর স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ দুর্গাপুর থেকে ০৩৫৪৪ এবং হাওড়া থেকে ০৩৫৪৩ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)= প্রতিটির জন্য ১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২ = ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

০৩৫৪৬/০৩৫৪৫ সিউড়ি-হাওড়া-সিউড়ি স্পেশাল ট্রেন

সিউড়ি-হাওড়া স্পেশাল			(০৩৫৪৬)(০৩৫৪৫)	হাওড়া-সিউড়ি স্পেশাল		
তারিখ	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	তারিখ
১৩.০৩.২৬	–	২২.০০	সিউড়ি	০৩.৩০	–	১৫.০৩.২৬
	২৩.৩০	২৩.৩২	অন্ডাল	২২.৩০	২২.৩২	১৪.০৩.২৬
১৪.০৩.২৬	০৪.৫০	–	হাওড়া	–	১৯.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে কচুজোড়, চিনপাই, দুবরাজপুর, পাঁচরা, ভীমগড়া, পান্ডবেশ্বর এবং উখড়া স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ সিউড়ি থেকে ০৩৫৪৬ঃ** ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং **হাওড়া থেকে ০৩৫৪৫ঃ** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)=১ ট্রিপ। **গঠনঃ** সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)/স্লিপার শ্রেণী-১৪ এবং এসএলআরডি-২= ১৬ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

Urvent Recruitment. B. Tech/ Diploma in civil & Machanical Engineer with Experience/Fresher. Male/Female Computer operator with Tally. Site Supervisor/ Manager with experience/Fresher. Email : engineers0077@gmail.com (C/121059)

অ্যাফিডেভিট

আমি Elema Bibi, স্বামী Majidul Miah, কিন্তু আমার মেয়ে Mursida Parbin এর জন্ম সংসাপত্রে আমার নাম Ilima Bibi আছে। তুফানগঞ্জ জেএম কোর্টে ৫-১-২৬ এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Elema Bibi ও Ilima Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

•

আমার পুত্র Sajal Dhar -এর ভোটার ID কার্ড নং LZL2369677, PAN কার্ড নং DJZPD9527C, অ্যাডমিট কার্ড REGD নং 01003001-056, ROLL 00321 নং 0063, W.B.B.S.E প্রদত্ত আমার নাম Nripati Dhar লিপিবদ্ধ আছে। গত 05-03-26, C.J. (JR.DIVN). ADDL. কোর্ট, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nitai Dhar এবং Nripati Dhar উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ইছামারী, পো : হাতিদুবা, থানা : পুণ্ডিবাড়ী, জেলা : কোচবিহার, প:ব:, পিন : 736133. (C/120623)

•

I, Imam Hossain, S/O- Ismail, Vill - Parakaram, P.O.- Samsi, P.S- Ratua, Dist - Malda. Vide an affidavit made dated 10/03/2026 before the Executive Magistrate at Chanchal Court that Imam Hossain and Iman Hossain is the same and one identical person. (C/121052)

•

আমি Mijanur Islam, S/o Sabur Mohammad, গ্রাম - মনোহার পাড়া, পো: ধাওয়েল, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা, পিন - 732124, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজি নং 7149/15, Dt 16/06/2015) ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 12/03/26 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Md Ariyan Islam থেকে Ariyan Islam করা হইল। (C/121053)

•

I, MST Jinnatun Nesha, W/o- Anarul Hoque, Vill & P.O.- Karbona, P.S-Ratua, Dist-Malda. vide an affidavit made dated 16/02/2026 before the JM 2nd Court at Chanchal that Mst Jinnatun Nesha and Mst Jinnatun Nesa is the same and one identical woman. (C/121057)

•

আমি তপন শীল, আমার বাবা শম্ভু শীল, কিন্তু জমির কাগজে বাবার নাম গিরীন্দ্র চন্দ্র শীল আছে। তুফানগঞ্জ জেএম কোর্টে ২০-২-২৬-এ অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা শম্ভু শীল ও গিরীন্দ্র চন্দ্র শীল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। (S/A)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার পিতা মৃত মধুসূদন চৌহান (পিতা-মৃত গুরুপদ চৌহান ওরফে ঘুড)-এর ডেথ সার্টিফিকেট (রেজিঃ নং-1067, তাং-2/3/2000) সম্প্রতি হারিয়েছে। কেউ পেলে অনুগ্রহ করে জানান। পিতার মৃত্যু তারিখ-23/3/1993.-বাবু চৌহান, রুনিবাড়ি, নিশিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। M-7908800285. (C/121110)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং - 4621 7736 8132 -এ আমার নাম Mamata Biwi থাকায় গত 12-03-26 নোটারি পাবলিক কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mamtaj Bibi এবং Mamata Biwi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাউদেরবস, থানা - ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার। (C/120622)

•

আমি Sajal Mandal, S/o Bhusan Mandal, সাং-ফুলবাড়ি, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার 12/3/26 তারিখে মাথাভাঙ্গা EM কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, 25/12/2006 তারিখে আমার জন্ম হয়। (C/121110)

•

আমি কুলো পাহান, স্বামী মৃত লিটু পাহান, গ্রাম- মাঝিয়ান, পোঃ পতিরাম, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে - পতিরাম), জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ডে নাম রয়েছে কুলো পাহান। কিন্তু স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পতিরাম শাখার Pass Book এ আমার নাম রয়েছে ফুলো পাহান। A/C No. 30978880397। এমতাবস্থায় 10.3.2026 LD. Judicial Magistrate (1st Class) বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর এর অ্যাফিডেভিট বলে কুলো পাহান ও ফুলো পাহান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। এখন আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যাংক পাস বইতে কুলো পাহান নামটি অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। (C/121051)

Government of West Bengal
Department of Health & Family Welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda
NOTICE INVITING E-TENDER

Malda Medical College & Hospital inviting E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT-04/MLDMCH 25-26 Dated-12/03/2026, MSVP/E-NIT-05/ MLDMCH 25-26 Dated-12/03/2026, MSVP/E-NIT-06/MLDMCH 25-26 Dated-12/03/2026 Out Sourcing of House Keeping Scavenging Service at Malda Medical College & Hospital, Malda. **www.wbhealth.gov.in/ www.maldamedicalcollege.com/ www.malda.gov.in or** Office of the undersigned

MSVP, Malda MCH

AUCTION NOTICE

The auction of unused items valued at ₹4,150,902 (Computers ₹37,56,333/-, SUPW ₹2,33,617/-, Library ₹ 80,473/-, and Furniture ₹ 80,479/-) will be held on March 20, 2026, at 11:00 A.M. Interested registered firms/ individuals may participate by depositing a security deposit of ₹ 500 at the school at 10:45 A.M. Interested firms must be able to submit an e-waste certificate to participate in the bidding process. For more information, visit the school website **(website: https:// bengdubi.kvs.ac.in)**

(Vikas Maan)
Principal
PM Shri Kendriya Vidyalaya Bengdubi

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ছোট ফ্যামিলিতে ২৪ ঘণ্টা থেকে কাজের জন্য (দিনরাত) ভালো রান্না + ঘরের কাজ জানা মহিলা তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। 9832066361. (C/121045)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/121108)

•

শিলিগুড়ি ইসলামপুর জলপাইগুড়ির কোম্পানির জন্য ১০ জন সিকিউরিটি গার্ড চাই, স্পট জয়েন, বেতন - ১২,০০০/- থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M - 9933119446. (C/121056)

অ্যাফিডেভিট

আমি আমিনুর আলি আমার ছেলে Anamul Hoque আমার স্ত্রী ভোটার কার্ডে রূপালী বেগম পিতা ওয়াহাব আলী। কিন্তু ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম আমিনুর হক ও স্ত্রীর নাম রূপালী বিবি আছে। তুফানগঞ্জ জে এম কোর্টে ৭-১-২৬ এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি আমিনুর আলি ও আমিনুর হক এবং আমার স্ত্রী রূপালী বেগম ও রুপালি বিবি পৃথকভাবে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্র নং 645/11 REGD. তাং 07-02-2011 আমার নাম Manifa Bibi লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 21.01.26, J.M. (1st Class), 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Manika Biwi এবং Manifa Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কালিঘাট ঘুঘুমারী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/120620)

PARAMOUNT ACADEMY
Tarapur, Munger (Bihar)
Aff No. 330475, School Code: 65445
Affiliated to CBSE Delhi up to 10+2 level
WALK-IN-INTERVIEW
REQUIRES
Qualified & Experienced Teachers with fluency in English & Computer Literacy.
NTT/PRT/TGT/PGT for all subjects.
★ Dance/Music/Art & Craft Teachers
★ SALARY: Negotiable + Free Fooding & Lodging
Note: Special Preference to Couple Teachers.
Interview Date: 15/03/2026 (Sunday)
Time: 10:00 am to 03:00 pm
Venue: Hotel Saluja, Hill Cart Road, Siliguri
Call-6207674392, 9689491657
Email: paramountacademytrp@gmail.com

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্র Badal Dhar -এর ভোটার ID কার্ড নং LZL2360642 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 24-12-25, J.M., 1st কোর্ট, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nitai Dhar এবং Nripati Mohan Dhar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : ইচ্ছামারী, পো : হাতিডুবা, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প:ব:। (C/120621)

•

আমার কন্যার (Aisa Khatun) জন্ম শংসাপত্রে যার রেজিস্ট্রেশন নং B-2019:19-00788-004635 আমার নাম ও ঠিকানা ভুল থাকায় গত 11.03.2026 তারিখে Additional Chief JM চাঁচল, মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং- 706) বলে Rabbni Ali, R/o - Daubal Daulatpur, Dubol, Harishchandrapur-II, Maldah থেকে Md Rabbnii Ali, R/o- Vill-Bhagabanpur, P.O.- B. Daulatpur, P.S.- H.C.Pur, Dist - Malda করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। (S/T)

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ ও কাল শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
15 16 17 MARCH
জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিতম
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
UNIVERSAL SOLDIER 4
(IN HINDI)
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.
From : 19.3.26 'DHURANDHAR : THE REVENGE'

From 13/3/26 to 22/3/26 at
Dinabandhu Mancha Siliguri
OCD
(Bengali)
Time : 4 P.M. & 7 P.M.

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality invites e-NIT for Water Supply within Mal Municipality, under 15th Finance scheme.
eNIT No. MM/C/DTW/15th FC/03/2025-26(2nd Call)
Tender ID. 2026_MAD_1021804_1 & 2
Last date of bidding (online): 20.03.2026 up to 18:00 Hrs.
Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Chairman, Mal Municipality

TENDER NOTICE

NIT: 113 fund: 15TH FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT : 113 is 17/03/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

Notice Inviting e-Tender

Invited by the Secretary Jalpaiguri Zilla R.M.C. for (1) NIT No. : WBJALZRMC/ 13-SEC/R1/JAL/2025-26 (2nd Call), Dated : 12/03/ 2026. Tender ID- 2026_WBSMB_1021405_1. The Period of Downloading of Bidding document From 12.03.2026, 16-00 Hours (IST) and last date of submission of BID is 27.03.2026, 14-00 Hours (IST). Details may be seen from the website **www.wbtenders.gov.in** from 12/03/2026. For details may contact the Office of the Jalpaiguri Zilla Regulated Market Committee.

Sd/- Secretary
Jalpaiguri Zilla RMC

NOTICE INVITING APPLICATION

Notice No. 01/CBZRMC/2026-26, Dated : 12.03.2026

Office of the Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee is inviting applications from ex-trainees who have undertaken at least one two-week training program conducted by the Agricultural Marketing Department within the last five (05) years and preferably have experience in fruit and vegetable production and processing. The engaged individual would be required to perform activities on required basis of the Community-Level Dehydration Centers at strategic location of Cooch Behar Distirct at Haldibari Krishak Bazar. Individuals are being requested to apply on plain paper to the aforesaid Office of the Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee, District Magistrate office Complex, Pin : 736101 with copy of the certificate of aforesaid training attended by 5 P.M. of 18/03/2026. The original of the submitted documents may be required to be produced on demand by the respective authorities. For further details, please visit the Office of the Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee during office hours.

Sd/- Secretary
Cooch Behar Zilla Regulated Market Committee
Cooch Behar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬১৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

ফিশিং লেপার্ডস দুপুর ১২.৪৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, দুপুর ১২.৪৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.০০ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.১৫ কেল্লোর কীর্তি, রাত ১০.১৫ অন্ধ বিচার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ খলনায়ক, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.৩০ খিলাড়ি, সন্ধে ৪.৩০ সঙ্গী, রাত ১০.৪৫ রহমত আলি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, বেলা ১১.৩০ বউমার বনবাস, দুপুর ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, রাত ১০.৩০ বিরোধ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অবশেষে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০০ বিজয় দ্য মাস্টার্স, দুপুর ২.১৩ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.০৭ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৩০ স্কন্দ, রাত ১০.১৫ এন্টারটেইনমেন্ট
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০০ হাতকড়ি, দুপুর ১.৪৩ মেহরবানিয়াঁ, বিকেল ৪.৩০ জওয়ানি জিন্দাবাদ, সন্ধে ৭.৫০ শোলা অওর শবনম, রাত ১১.৩০ ইজ্জত কি রোটি
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৫৪ দ্য ফ্যামিলি স্টার, দুপুর ১.৪০ চুপ চুপ কে, বিকেল ৫.২৪ শুটআউট অ্যাট লোখন্ডওয়ালা, সন্ধে ৭.৫০ রাউডি রাঠোর, রাত ১০.৩৭ ম্যায় হুঁ না
জি সিনেমা : সকাল ১০.১৩ খট্টা মিঠা, দুপুর ১.১৭ জওয়ান, বিকেল ৪.৪৫ দবং থ্রি, সন্ধে ৭.৫৫ সিকন্দর, রাত ১০.৪৫ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

চুপ চুপ কে দুপুর ১.৪০ স্টার গোল্ড

ডাঁটা সবজি কাতলা এবং শিঙি মাছের দো পেঁয়াজা তৈরি শেখাবেন মিঠু চৌধুরী। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ সারাদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও জিনিস হাতে ফিরে পেয়ে আনন্দ। বৃষ : স্ত্রীর সহযোগিতায় ব্যবসায় বাধা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পুরোনো কোনও রোগকে অবহেলা করবেন না। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে আপনার গুপ্ত শত্রুরা কাজে ঝামেলা পাকানোর সৃষ্টি করতে পারে। বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলার রায় আপনার পক্ষে যেতে পারে। কর্কট : অপ্রয়োজনীয় খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। অন্যের কাছে শেয়ার বা ফাটকায় অর্থ লগ্নি করবেন না। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। সিংহ : আপনার বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার জন্য কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংকঋণ আজ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। কন্যা : আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। বহুদিনের বকেয়া অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। তুলা : অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সংসারে সামান্য অশান্তি হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার দ্বারা প্রশংসিত হবেন। বৃশ্চিক : সম্পত্তি কেনাবেচায় অর্থ ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ আজ শুরু করলে সাফল্য নিশ্চিত। ধনু : একাধিক উপায়ে আয়ের রাস্তা খুলবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসার কাজ নিয়ে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। পড়াশোনায় বিশেষ সাফল্য। মকর : বন্ধুবান্ধবদের তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। পথেঘাটে আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : আজ সংসারে চুপ করে থাকাই আপনার পক্ষে ভালো হবে। কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। মীন : দুপুরের পর সুখবর পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাড়িতে অতিথির আগমনে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২২ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ ২০২৬, ২৮ ফাগুন, সংবৎ ১০ চৈত্র বদি, ২৩ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৪ অঃ ৫।৪১। শুক্রবার, দশমী অহোরাত্র। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।২৭। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৯।২২। বণিজকরণ অপরাহ্ণ ৫।২১ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে - ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১।২৭ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১।২৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৫০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।৪৭ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৫।২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম - দিবা ১১।৪৭ গতে অপরাহ্ণ ৫।২১ মধ্যে দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) - দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫৬ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৪।১০ গতে ৫।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ৩।৮ গতে ৩।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ - রাত্রি ১০।২৮ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৪ গতে ৫।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,০৩৪.৪২ (-৮২৯.২৯)

নিফটি : ২৩,৬৩৯.১৫ (-২২৭.৭০)

ভোট ঘোষণা হতে পারে ১৬ মার্চ ৫

শিলিগুড়ি ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 13 March 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 292

কোপ অনলাইন অর্ডার, মেনুতেও

সাগর বাগচী ও রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : শহরের রাস্তা থেকে অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের ভিড় কার্যত উধাও। আর হবে নাই বা কেন! বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের তীব্র সংকটে বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও হোটেল রীতিমতো ব্যাকফুটে। অনেকেই পরিষেবা আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। রান্নার গ্যাসের অভাবে এসএফ রোডের ব্যবসায়ী নির্মল সাহা তাঁর রেস্তোরাঁয় তালা ঝুলিয়েছেন। শুধুমাত্র কয়লার ভাটিতে তৈরি তন্দুরি পদগুলো অনলাইনে বিক্রির ব্যবস্থা রেখেছেন। এসএফ রোডের

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

ব্যবসায়ী শুভঙ্কর দাসও পরিস্থিতির চাপে হোটেল বন্ধ রেখেছেন। রেস্তোরাঁগুলোর কাজকর্ম স্তিমিত হওয়ায় অনলাইন খাবার ডেলিভারি পরিষেবায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পর্যাপ্ত অর্ডারের অভাবে ডেলিভারি কর্মীরা রাস্তায় বের হওয়া কমিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, সংকটের জেরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাবারের দাম ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়ীদের দাবি, চড়া দামে গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে বাধ্য হওয়ায় তাঁরা খাবারের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। শিলিগুড়ি রেস্তোরাঁ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল আগরওয়াল বলেন, 'সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটারই হাত তুলে নিয়েছেন। কেউই বাণিজ্যিক গ্যাস পাচ্ছেন না। কয়লা বা ডিজেল দিয়ে রেস্তোরাঁতে রান্না করা সম্ভব নয়। তাই সমস্ত রেস্তোরাঁ, হোটেল আপাতত বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।' পরিস্থিতির মোকাবিলায় নবান্ন তৎপর হয়েছে। রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে প্রত্যেক ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে কত সিলিন্ডার মজুত রয়েছে, সেই তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজ্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

জ্বালানি নিয়ে ইরানের সঙ্গে দৌত্য ভারতের

এল জাহাজ, সংকটে স্বস্তি

সৌদি আরব থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে মুম্বই বন্দরে জাহাজ 'শেনলং'। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের এজেন্সিগুলির অফিসের সামনে লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। মোবাইল নম্বরে বুকিং করতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার অভিযোগ দেশের প্রায় সব প্রান্ত থেকে উঠছে। ভয়ে মানুষ রান্নার বিকল্প ব্যবস্থা করতে পাগলের মতো ইনডাকশন কুকার বা কেরোসিন কুকার কিনছেন। কোনও কোনও শহরে ওই পণ্যগুলির মজুতও তলানিতে।

কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু দাবি করছে, কোনও সংকট নেই। বৃহস্পতিবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানি ক্ষেত্রে অস্থিরতা তৈরি হলেও ভারতে সাপ্লাই চেন মসৃণভাবে এগোচ্ছে।

তাহলে এত হাহাকার কেন দেশজুড়ে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাফাই, 'মানুষ অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে গ্যাস বুক করতে শুরু করায় সমস্যা হচ্ছে। বাস্তবে বুকিংয়ের আড়াই দিনের মধ্যে গ্রাহকের বাড়িতে সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।' গত পাঁচদিনে এলপিজি উৎপাদন বেড়েছে বলেও হরদীপের দাবি। যদিও প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর বক্তব্য, 'সংকট যদি নাই থাকে, তাহলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন জারি করা হল কেন? কেন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল?'

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের জোগানে টান পড়ায় এই সংকটে কিছুটা স্বস্তির আভাস মিলেছে সৌদি আরবের রাস তানুরা বন্দর থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী একটি তেলের ট্যাংকার হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে বুধবার মুম্বই বন্দরে পৌঁছানোয়। বৃহস্পতিবার সকালেও শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার দুটি ট্যাংকার নিরাপদে হরমুজ জলপথ পার হয়েছে।

- অপরিশোধিত তেল নিয়ে একটি ট্যাংকার বুধবার মুম্বইয়ে পৌঁছোয়
- বৃহস্পতিবার দুটি ট্যাংকার হরমুজ প্রণালী পার হতে পেরেছে
- জ্বালানির জোগানে অচলাবস্থা কাটাতে ইরান ও ভারতের তিন দফায় আলোচনা

তবে সিলিন্ডারের সংকট তৈরি হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী। এজন্য অবশ্য মজুতদারি এবং কালোবাজারিকে দায়ী করেন তিনি। বাস্তবে কোথাও কোথাও চার হাজার টাকা দিয়েও সিলিন্ডার কিনছেন অনেকে। হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতে চোরাগোপ্তা গেরস্থালিতে ব্যবহৃত সিলিন্ডার কাজে লাগানোয় সমস্যা বাড়ছে।

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, ভারতের সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় তেলবাহী জাহাজ আসতে আরম্ভ করেছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচির অন্তত তিনবারের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বৃহস্পতিবার দাবি করেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'সর্বশেষ আলোচনায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়।'

জয়শংকর-আরাঘাচি বৈঠকের পর হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী ভারতীয় ট্যাংকারগুলিকে ইরান চলাচলের অনুমতি দিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও ইরানের অপর একটি সূত্র সেরকম কোনও অনুমতির কথা অস্বীকার করেছে। বুধবার যে জাহাজটি মুম্বই পৌঁছেছে, তার ক্যাপ্টেন একজন ভারতীয়। ইরানের সবুজ সংকেত পাওয়ার পর জাহাজটি হরমুজ প্রণালী পার হয়।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রীর ব্যাখ্যায় অবশ্য সন্তুষ্ট হতে পারেনি বিরোধী শিবির। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার লোকসভায় দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতি একটি বড় সংকটের সূচনা মাত্র।

এরপর ছয়ের পাতায়

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে অসন্তোষ, খোঁজ গৌতমের

'বিরক্ত হয়ে' অন্য আসনে আগ্রহী স্বপ্না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : স্বপ্নাকে নিয়ে কি চিন্তায় তৃণমূল কংগ্রেস? ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে স্বপ্না বর্মনকে জেতানো নিয়ে কি রাজ্যের শাসকদল উদ্বিগ্ন? গৌতম দেবের তৎপরতায় এমনটাই মনে হচ্ছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নেতৃত্বকে ডেকে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট নিয়েছেন। স্বপ্নাকে জেতাতে সবরকমভাবে সচেষ্ট হতে তিনি বার্তাও দিয়েছেন। সূত্রের খবর, চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত তারা দেখে নেবে বলে এলাকার নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে বিধানসভার অধীনে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডের বিষয়টি গৌতম যাতে নিজে দেখেন সেজন্য তাঁকে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বপ্নাও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির পরিস্থিতি বুঝে এখন অন্য আসন চাইছেন বলে তৃণমূলেরই একটি সূত্রের খবর।

বৃহস্পতিবারও অবশ্য স্বপ্না বলেছেন, 'দলকে আমার পছন্দ বলেছি। বাকিটা পুরোপুরি দলে ওপরে ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে আদৌ প্রার্থী করা হবে কি না, প্রার্থী করলে কোন আসন দেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব নেবে। এখানে আমার আর কিছু বলার নেই।' গৌতম বলেছেন, 'স্বপ্না ময়দানে রয়েছেন। প্রার্থী নিয়ে সিদ্ধান্ত দল নেবে। আমিও এলাকার পরিস্থিতি জানতে ব্লক সভাপতিকে ডেকে কথা বলেছি। দেখা যাক কী হয়!'

- গৌতম দেব দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ব্লক নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেছেন সম্প্রতি
- চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত তারা দেখবে, বিনিময়ে ১৪টি সংযোজিত ওয়ার্ড যাতে গৌতম দেখেন- সেই শর্ত দেওয়া হয়েছে
- পরিস্থিতি বুঝে স্বপ্নাও এখন অন্য আসন চাইছেন বলে তৃণমূলেরই একটি সূত্রের খবর

এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। পরদিন কলকাতা থেকে ফিরেই তিনি সরাসরি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় পা দেন। কানকাটা মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে তাঁকে সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সরাসরি তাঁকে এই আসনের প্রার্থী হিসাবে না বললেও গৌতম দেবও বুঝিয়ে দেন যে স্বপ্নাই এখান থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

স্বপ্নার এই আসনে প্রার্থী ঘোষণা শুধু সময়ের অপেক্ষা তা তাঁকে নিয়ে গৌতমের বিভিন্ন পদক্ষেপে দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নেতা-নেত্রীরাও বুঝে গিয়েছেন। আর এতেই এখানকার প্রার্থীপদের দাবিদার প্রায় হাফ ডজন নেতা-নেত্রী হতাশ। প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও তাঁরা ভিতরে ভিতরে গর্জাচ্ছেন। স্বপ্নাকে এখানে এনে আসনটি বিজেপিকে 'ওয়াক ওভার' দেওয়া হল এমন মন্তব্যও দলের নেতা-নেত্রীরাই সমাজমাধ্যমে করেছেন।

কয়েকদিন এই এলাকায় ঘুরে, পরিস্থিতি নিজেও বুঝে নিতে স্বপ্না চেষ্টা করেছেন। সবটা বুঝেই তিনিও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসন নিয়ে দু'বার ভাবছেন, দলীয় সূত্রে এমনই খবর। স্বপ্না স্বীকার না করলেও তিনি ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ির মতো আসন পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে খবর।

এরপর ছয়ের পাতায়

উত্তরের খোঁজ

দুই গায়ক মন্ত্রীর গপ্পো ও তৃণমূলের ভুল অঙ্ক

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

আপনি কি তাহলে তৃণমূলের প্রথম একাদশে থাকতেই পারলেন না?

একেবারে ন্যায্য এবং সংগত প্রশ্ন ছিল সাংবাদিকের। কেননা সামনের ভদ্রলোক নিজেই তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রথম দলে খেলার কথা বলেছিলেন। তবু প্রশ্নটা শুনে সদ্য রাজ্যসভা সাংসদ হওয়া বাবুল সুপ্রিয় এত খেপে গিয়েছিলেন কেন, তা বুঝতে পারছি।

সত্যিই তিনি তৃণমূলের প্রথম একাদশ থেকে ছিটকে গিয়েছেন।

রাজ্যের মন্ত্রী থেকে রাজ্যসভা সাংসদ, শুনলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে প্রোমোশন। কিন্তু এ তো একেবারে, প্রবল ফুটবল ভক্ত বাবুলকে মাঠ থেকে তুলে এনে রিজার্ভ বেঞ্চে বসিয়ে দেওয়া। এখানে দিল্লিতে পাঠানো মানে নির্বাসনে পাঠানো। নির্বাচনের মুখে বুঝিয়ে দেওয়া, ভাই তোমার ওপর কোনও আস্থা নেই। কিছুই করোনি। তাই বালিগঞ্জ আসনটাও আর দিতে পারলাম না।

বাবুল বোধহয় আশা করেননি, এমন কিছু হবে। দু'দিন আগে নবান্ন বা কোথাও তিনি দলের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী, *এরপর ছয়ের পাতায়*

শিলিগুড়িতে ‘গুন্ডা ট্যাক্স’ চেয়ে ভাঙচুর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : বেশ কয়েক দশক আগে বিহার-উত্তরপ্রদেশের বোলচালের ভাষায় একে বলা হত ‘রংদারি ট্যাক্স’। পড়শি রাজ্যে সেই দৌরাত্ম্য এখন প্রায় নেই বললেই চলে। এবার নাম বদলে ‘তোলা’ আদায়ের সেই কালচার দেখা গেল খোদ শহর শিলিগুড়িতে!

মাটিগাড়া থানা এলাকায় নতুন করে ‘গুন্ডা ট্যাক্স’ আদায়ের অভিযোগ উঠল। দাবিমতো টাকা দিতে না পারায় তিনটি ডাম্পার ভাঙচুরের ঘটনা সামনে এল গোঁসাইপুর মোড়ের বাঁকের অংশে। ডাম্পার মালিক অজিতকুমার মিশ্রের অভিযোগ, ‘বুধবার রাতে রঙ্গিয়া থেকে আমার চারটি ডাম্পার তারাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। তখনই গোঁসাইপুরের টার্নিংয়ের কাছে হঠাৎ জনাকয়েক তরুণ গাড়িগুলির পথ আটকে দাঁড়ান। ডাম্পার প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা তোলা দাবি করেন তাঁরা। এমনকি, দাবি না মানায় প্রায় দেড় ঘণ্টা ডাম্পার আটকে রাখা হয়। তাতেও দাবিমতো টাকা না পাওয়ায় পাথর দিয়ে ভাঙা হয় তিনটে ডাম্পারের কাচ।’ মাটিগাড়া থানায় দায়ের করা অভিযোগপত্রে অজিত জানিয়েছেন, ‘জনৈক বাপ্পু রায় ওই এলাকার একটি মুরগির ফার্মে কাজ করেন। এলাকায় নেশার আসরও বসান তিনি। বাপ্পুই সদলবলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন।’ এদিকে, ঘটনায় রাজনৈতিক যোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অজিতের বক্তব্য, ‘পেছনে কোনও বড় শক্তির হাত না থাকলে এমন ঘটানো যায় না।’

পাশাপাশি, ডাম্পার আটকে তোলা আদায়ের একাধিক ঘটনা সামনে আসায় পুলিশের নজরদারিও প্রশ্নের মুখে। মাসকয়েক আগে মাটিগাড়া থানা এলাকায় একটি ডাম্পার চালকের থেকে এভাবে ‘গুন্ডা ট্যাক্স’ চাওয়া নিয়ে বচসা, মারধরের ঘটনা ঘটেছিল। মাল আনলোডকে কেন্দ্র করে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে ডাম্পার ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল মাস আটেক আগে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের

ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, ‘পুলিশের তরফে নজরদারি চালানো হচ্ছে। বুধবারের রাতের ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।’

বুধবার রাতের ঘটনার সূত্রপাত রাত ৮টা থেকে। ভাঙচুরের খবর পেয়ে পুলিশকে ফোন করার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পুলিশের ভ্যান ওই এলাকায় পৌঁছোয় বলে অভিযোগ করেছেন ডাম্পার মালিক অজিত। তিনি বলেন, ‘বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু প্রশ্ন, দেড় ঘণ্টা ধরে ডাম্পার আটকে রেখে হুজ্জতি চালানো হল। অথচ পুলিশের কাছে কেন কোনও খবর গেল না?’

গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশের পদস্থ কর্তাদের তরফে জানানো হয়েছে।

আতশবাজি হাব

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সবুজ আতশবাজি মজুত ও বিক্রির জন্য ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকরিতে রাজ্য সরকার আতশবাজির হাব তৈরি করছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র উন্নয়ন দপ্তর আতশবাজি হাবের পরিকাঠামো উন্নয়ন করবে। বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা জায়গাটি পরিদর্শন করেন। এদিন সেখানে বোর্ডও লাগানো হয়। রাজ্যের ছোট শিল্প উন্নয়ন নিগমের তত্ত্বাবধানে ১১টি দোকান ও ১১টি গোডাউন তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে আতশবাজির পাইকারি ব্যবসায়ীরা সামগ্রী মজুত রেখে ব্যবসা করতে পারবেন। সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি বাবলা রায় এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা ছিলেন। বাবলা রায় বলছেন, ‘টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। রাজ্যে এটাই প্রথম আতশবাজি হাব হচ্ছে।’

এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : শালুগাড়ার একটি আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরির ঘটনায় এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার একরাশ হতাশা প্রকাশ করেন ওই ফ্ল্যাটের মালিক নগেন্দ্রমোহন প্রসাদ। তাঁর কথায়, ‘চলতি মাসের ৭ তারিখ অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ভক্তিনগর থানার তদন্তকারী পুলিশকর্মীরা আসেন। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সহ বিভিন্ন জিনিস খতিয়ে দেখেন। তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।’

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, ‘আমরা ঘটনার তদন্ত করছি। দোষীরা দ্রুত ধরা পড়বে।’

শালুগাড়ার ওই আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা চলতি মাসের গত ৬ তারিখের। চুরির ঘটনা শুনে ওইদিনই ফ্ল্যাটের মালিক নগেন্দ্রমোহন প্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী হাজির হন। এরপর ভক্তিনগর থানায় যান। নগেন্দ্রমোহন জানিয়েছেন, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দুজন এসে এই যাবতীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে। স্থানীয় মানুষজনের কথায়, ‘পুলিশ প্রশাসনের উচিত আরও নজরদারি বাড়ানো। সেইসঙ্গে ওই দুই চোরকে পাকড়াও করা।’ এলাকায় পর্যাপ্ত নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে।

বাংলাদেশি ধৃত

চোপড়া, ১২ মার্চ : মোবাইল ফোন চুরির চেষ্টায় এক বাংলাদেশি তরুণ গ্রেপ্তার হল। বৃহস্পতিবার চোপড়া থানার কালাগছ এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম মহম্মদ সামিম। বাড়ি বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া থানার কানকাটা এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, সম্প্রতি সামিম চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ সীমান্তের মহানন্দা নদী দিয়ে অবৈধভাবে এপারে ঢুকেছেন। এদিন তিনি কালাগছ এলাকায় একটি জুতোর দোকান থেকে এক ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোন চুরির চেষ্টা করেন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই তরুণকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতের বিরুদ্ধে চোপড়া থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে। শুক্রবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে এদিন বিকেলে চোপড়া গুদরি বাজার এলাকায় সাইকেল চুরির অভিযোগে এক তরুণকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গেট মিটিং

নকশালবাড়ি, ১২ মার্চ : বৃহস্পতিবার ১১ দফা দাবি নিয়ে সিপিএমের গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হল চা বাগানে। নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত মেরিভিউ চা বাগানে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা এই গেট মিটিং করেন। ন্যূনতম মজুরি চালু, জমির অধিকার সুনিশ্চিত করা, ১০০ দিনের কাজ চালু, শ্রমকোড বাতিল, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগে এই গেট মিটিং করা হয়। এদিন মেরিভিউ চা বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করা হয়। তারপরেই গেট মিটিং হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা মাধব সরকার, তুফান মল্লিক সহ অন্যরা।

অন্যদিকে, এদিন শ্রমিকদের তরফে বকেয়া মজুরি দ্রুত দেওয়া, শ্রমিক আবাসানগুলি দ্রুত মেরামত সহ একাধিক দাবি নিয়ে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত অটল চা বাগানের ম্যানেজারকে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়। এদিন অটল চা বাগানের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বাগানের আইএনটিটিইউসির সংগঠন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
খোশমেজাজে।। কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।

রাজনীতির অন্তরালে

‘ব্যাক বেঞ্চার’ হয়ে অভিমানে স্বেচ্ছাবসর

একসময় রাজনীতির ময়দানে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। এখনও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে সমীহ করেন বিরোধীরা। কিন্তু বর্তমানে তিনি ভোট রাজনীতি থেকে অনেক দূরে।

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১২ মার্চ : একসময় রাজনীতির ময়দান কাঁপানো নেতা ছিলেন তিনি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছিল তাঁর গ্রহণযোগ্যতা। তাঁর সাহায্য ও পরামর্শের জন্য ভিড় জমাতেন সাধারণ মানুষ। এখনও তাঁকে ভোলেননি রাজনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ, কিন্তু সেই চেনা ভিড়টা খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে রাজনীতির ময়দান থেকে ‘স্বেচ্ছাবসর’ নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই ব্যস্ত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা উত্তম মণ্ডল।

রাজনীতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় পারিবারিক সূত্রেই। বাবা ছিলেন কংগ্রেস আমলের এলাকার একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ। বাবার উত্তরসূরি হিসেবে ১৯৭৮ সালে ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি উত্তমের। দাপিয়ে করেছেন ছাত্র পরিষদ। পরবর্তীতে সামলেছেন কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়ি যৌথ ব্লকের যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদ। ব্লক সভাপতির গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। ১৯৮৫ সালে কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি হতেই এলাকায় তাঁর রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়। বাম জমানাতেও ফাঁসিদেওয়াকে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করেন। যে কারণেই ১৯৯০-’৯৫ সাল পর্যন্ত তাঁর কাঁধে ছিল জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু স্রোতে গা ভাসিয়ে তিনিও উঠে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের নৌকায়। ২০০২-এ তৎকালীন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তপন ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে এসে তিনি তুলে নেন ঘাসফুল পতাকা। নিজের সাংগঠনিক দক্ষতায় টানা সাত বছর ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়ি এলাকার কনভেনার হিসেবে সংগঠনের হাল ধরেছিলেন। কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিতেও শুরু করে ঘাসফুল ফোটা। কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতায় ২০১১-তে তৃণমূল আসার কিছুদিনের মধ্যেই উত্তমের মোহভঙ্গ ঘটে তৃণমূল সম্পর্কে। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয় তৃণমূলে ‘বেনোজল’ ঢোকা। কিছুটা ক্ষুব্ধ হন রাজনীতির সংগঠক উত্তম। আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নেন রাজনীতির ময়দান থেকে। তাঁর কথায়, ‘অন্যান্য দল থেকে আসা সুবিধাবাদীরা ফ্রন্ট বেঞ্চে চলে আসায় আমরা ব্যাক বেঞ্চার হয়ে গেলাম। তাই সম্মানের সঙ্গে সরে আসাই শ্রেয় মনে করেছি।’

বর্তমানে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও, রাজনীতির ময়দানে তাঁর জনপ্রিয়তা অটুট। স্থানীয় বিজেপি

ফাঁসিদেওয়ার উত্তম মণ্ডল।

নেতা রাজেশ ডোম বলেন, ‘উত্তমবাবু দলনির্বিশেষে মানুষের হয়ে কাজ করতেন। তাঁর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক সংকীর্ণতা বা হিংসা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ।’ তৃণমূলের ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল সভাপতি চন্দনকুমার রায় তাঁর অভাব অনুভব করে বলেন, ‘উত্তমবাবু আমাদের দলের দক্ষ সংগঠক ছিলেন। দল তাঁকে কোনওদিন সরায়নি, তিনি স্বেচ্ছায় বসে গিয়েছেন। তিনি ফিরে এলে সংগঠনেরই লাভ হবে। আমরা তাঁকে ফেরার জন্য উৎসাহিত করব।’

সংসদীয় গণতন্ত্রের চেয়ে পরিষদীয় রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই নেতা এখন রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও, ফাঁসিদেওয়ার সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায় আজও রয়ে গিয়েছেন। যদিও, দীর্ঘ কয়েকবছর থেকে এলাকায় মিছিল, রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা হাতে কিংবা সভায় উত্তমের দেখা মেলে না।

উপভোক্তাদের নোটিশ

চোপড়া, ১২ মার্চ : বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাংশ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ডাবল টাকা ঢুকে যায়। এরপর সেই অতিরিক্ত টাকা ফেরত চেয়ে উপভোক্তাদের নোটিশ পাঠাল চোপড়া ব্লক প্রশাসন।

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় পর্বে ৩২১৯ জন উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পাবেন। তার মধ্যে ৯০ জনের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ডাবল টাকা ঢুকেছে। উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা (৬০ হাজার টাকা) জমা পড়ে। তবে পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, প্রথমে ‘পেমেন্ট ফেল’ দেখানোর পর পুনরায় পেমেন্ট রিলিজ হওয়ায় তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির অর্থ দ্বিতীয়বার জমা হয়েছে বলে দাবি। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত জমা হওয়া অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সরিফাত আলি নামে এক উপভোক্তা বলছেন, ‘দ্বিতীয়বার যে আবার টাকা ঢুকেছে, খেয়াল করিনি। নোটিশ পেয়ে ব্যাংকে গিয়ে চেক করে দেখলাম, সত্যিই অতিরিক্ত টাকা জমা পড়েছে।’ পঞ্চায়েতের প্রধান মনসুর আলম বলছেন, ‘প্রায় ৯০ জন উপভোক্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। অধিকাংশ উপভোক্তাই ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা ফেরত দিয়েছেন।’

শিবির

চোপড়া, ১২ মার্চ : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা প্রকল্পের অধীনে উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রে বৃহস্পতিবার কৃষক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা প্রকল্পের প্রিন্সিপাল নোডাল অফিসার প্রফেসর শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানী সুরজিৎ সরকার, মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মাহফুজ আহমেদ।

পাহাড়ে দলীয় প্রার্থীর ভাবনা পদ্মের

বিমল-অজয়ের বৈঠকে জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : অজয় এডওয়ার্ডের সঙ্গে বিমল গুরুংয়ের গোপন বৈঠক। আর এই বৈঠক নিয়েই পাহাড়ের রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। সূত্রের খবর, অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) এবং বিজেপি থেকে সমদূরত্ব রেখে তৃতীয় বিকল্প হিসাবে প্রার্থী দেওয়া যায় কি না, তা নিয়েই এই দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনও সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা কিছু হয়নি। এই খবর পেয়ে বিজেপিও নতুন করে পাহাড় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, পাহাড়ের তিনটি আসনে দলীয় প্রতীক দেওয়া হবে, নাকি শরিক দলের প্রার্থীদের সমর্থন করা হবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বিজেপি।

এরই মধ্যে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির আচমকা দিল্লি যাওয়ায় কৌতূহল আরও বেড়েছে। রোশন অবশ্য দিল্লি যাওয়ার কথা স্বীকার করেননি। তিনি বৃহস্পতিবার বলেছেন, ‘ভোটে জোট হবে কি হবে না, এসব নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সময়মতো দল কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেবে।’

২০২১ সালের বিধানসভা ভোট বাদ দিলে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকেই সমর্থন দিয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এমনকি পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোটেও বিজেপির জোটেই ছিলেন বিমলরা। দীর্ঘদিন এই জোটে থাকলেও বিমল মনে করছেন, বিজেপি পাহাড়ের জন্য কিছুই করছে না। শুধু পৃথক রাজ্যের আশ্বাস দেওয়া ছাড়া এত বছরে বিজেপি পাহাড়বাসীকে অন্য কিছুই দেয়নি বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ফের বিজেপিকে সমর্থন করলে পাহাড়ের মানুষের প্রশ্নের

- পাহাড়ে তৃতীয় বিকল্প হিসাবে প্রার্থী দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে অজয়ের সঙ্গে বিমলের আলোচনা
- সূত্রের খবর, দার্জিলিং অজয় এডওয়ার্ড, কালিম্পং বিমল গুরুংকে ছাড়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দাবি বিজেপির
- কার্সিয়াং থেকে বিজেপি নিজের প্রতীকে প্রার্থী দিতে পারে অথবা জিএনএলএফকে সমর্থন করতে পারে

মুখে পড়তে হতে পারে। পাশাপাশি বছরের পর বছর অন্য পার্টিকে সমর্থন করায় নির্বাচন কমিশন দলের স্বীকৃতি বাতিল করে দিতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে মোর্চার অন্দরে। কেননা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করেছে জিএনএলএফ। নিজেরা প্রার্থী দেয়নি। যার জেরে নির্বাচন কমিশন জিএনএলএফের স্বীকৃতি বাতিল করে দিয়েছে। এই ঘটনাও ভাবাচ্ছে বিমল, রোশনদের।

সূত্রের খবর, এবারের নির্বাচনে তাই আঞ্চলিক দলগুলিকে বিজেপি সমর্থন করুক, এমনটাই চেয়েছিল মোর্চা, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ), জিএনএলএফ, সিপিআরএমের মতো জোটসঙ্গী দলগুলি। কিন্তু নির্বাচন ঘনিয়ে এলেও বিজেপি এখনও জোটসঙ্গীদের কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতির মধ্যেই দু’দিন আগে দার্জিলিংয়ে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং এবং আইজিজেএফ-এর আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকের নির্যাস প্রকাশ্যে না এলেও এই দুজন আলাদাভাবে বিধানসভা ভোট নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন বলে খবর। বিমল-অজয়ের বৈঠকের খবর পৌঁছেছে বিজেপির কাছেও। এরপরেই বিজেপি নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, দার্জিলিং অজয় এডওয়ার্ড, কালিম্পং বিমল গুরুংকে ছাড়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কার্সিয়াং থেকে বিজেপি নিজের প্রতীকে প্রার্থী দিতে পারে অথবা জিএনএলএফ-কে সমর্থন করতে পারে। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা বলছেন, ‘অনেক কিছুই হতে পারে। প্রার্থী নিয়ে আলোচনা চলছে।’

সিলিন্ডার নিতে লাইন। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিউজ ব্যুরো

১২ মার্চ : গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন। গত কয়েকদিন ধরে এমন পরিস্থিতিই লক্ষ করা যাচ্ছে ইসলামপুর শহরের নিউটাউন রোড সংলগ্ন একটি গ্যাসের দোকানে।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে অলি শীল নামে এক গৃহবধূ বলেন, ‘বাড়িতে গ্যাস নেই। ফলে গত কয়েকদিন ধরে উনুনে রান্না করতে হচ্ছে। কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছি হেঁশেল চালাতে গিয়ে।’

এদিনই গ্যাস বুকিং নিয়ে হয়রানির অভিযোগে বাগডোগরায় বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের তরফে এদিন বাগডোগরায় বিহার মোড় সংলগ্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিতাভ সরকার বলছেন, ‘গ্যাসের কৃত্রিম ক্রাইসিস সৃষ্টি করে কালোবাজারি করা হচ্ছে। গ্রাহকদের হয়রান করা হচ্ছে। আগামী দুইদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বাগডোগরার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে তালা লাগিয়ে দেব।’ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে ছুটে আসতে হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে গ্রাহকদের গ্যাস দেওয়া হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ইসলামপুরের কানাই সরকার বলছিলেন, ‘বাড়িতে গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। দুইদিন ধরে হোটেল থেকে খাবার নিয়ে যেতে হচ্ছে। যা পরিস্থিতি তাতে ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে বুঝে উঠতে পারছি না।’

বাগডোগরার এক গ্যাস ডিলার নবীন চৌধুরী বলছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। সবাই গ্যাস মজুত করার জন্য বুকিং করছেন। ফলে সার্ভার ডাউন হয়ে রয়েছে। এর ফলে বুকিং হচ্ছে না। ডেলিভারি সার্ভিস কনফার্মেশন নম্বর পাচ্ছে না। এটাও একটা বড় সমস্যা। তবু আমরা আজকে ম্যানুয়ালি ৩৪০ জন গ্রাহককে গ্যাস দিয়েছি। গ্যাসের কোনও ঘাটতি নেই। বেশি দামে গ্যাস বিক্রির অভিযোগ ভিত্তিহীন।’

ইসকন শিলিগুড়ির তরফে রান্না করা পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে শতাধিক মানুষের কাছে। এই উদ্যোগে শামিল হয়েছেন শহরের সমাজসেবী রামঅবতার বেরেলিয়া।

ছক বানচাল

খড়িবাড়ি, ১২ মার্চ : বাংলা-বিহার সীমানা এলাকায় গোরু পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে খড়িবাড়ি চক্করমারি চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক থেকে ২৩টি গোরু উদ্ধার করার পাশাপাশি ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত সর্বিন্দকুমার সিং বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

খড়িবাড়ির বিহার সীমানা ঘেঁষা চক্করমারি চেকপোস্টে নাকা তল্লাশি চলছিল। সে সময় দ্রুতগতিতে বিহারের দিক থেকে আসা একটি ট্রাক আটক করলে চালকের কথায় সন্দেহ হয় পুলিশের। ট্রাকটিতে তল্লাশি চালালে ২৩টি গোরু উদ্ধার হয়। লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার কোনও নথি না থাকায় ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, গোরুগুলি বিহার থেকে খড়িবাড়ি হয়ে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

৭ দফা দাবি

খড়িবাড়ি, ১২ মার্চ : এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রান করার প্রতিবাদে এবং যোগ্য ভোটারদের নাম সংশোধিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি সহ ৭ দফা দাবিতে খড়িবাড়ির বিডিওকে স্মারকলিপি দিল সিপিএম। সিপিএমের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ এরিয়া সম্পাদক বাদল সরকার বলছেন, ‘যোগ্য ভোটারদের নাম কোনওভাবে বাদ দেওয়া যাবে না।’ খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। বৃহস্পতিবারের এই কর্মসূচিতে ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ, জেলা কমিটির সদস্য রামকুমার ছেত্রী প্রমুখ।

গ্রেপ্তার তরুণী

নকশালবাড়ি, ১২ মার্চ : নকশালবাড়িতে ব্রাউন সুগার সহ এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ প্রেমনগর এলাকা থেকে স্বপ্না বেগম (২৭) নামে ওই তরুণীকে আটক করে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

চোপড়া, ১২ মার্চ : বুধবার রাতে চোপড়া থানার ফ্যাক্টরি মোড় এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ মহম্মদ মুক্তার আলম নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি চোপড়া থানা এলাকায়। ধৃতের বাইকের সিটের তলা থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সরকারি জায়গায় অবৈধ দোকান হাতিঘিসায়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ মার্চ : নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনেই নালার মতো একফালি জায়গায় গজিয়ে উঠেছে বেশ কিছু দোকানপাট। ফলে বর্ষায় আশপাশের জনবসতি ডুবতে পারে বলে আশঙ্কায় ভুগছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, ওই নালার মতো অংশ দিয়েই বৃষ্টির জল প্রবাহিত হয়। কিন্তু নালা বুজে যাওয়ায় গতবারও আশপাশের এলাকায় বর্ষায় জল জমে গিয়েছিল। এবারও তেমনটা হতে পারে আশঙ্কা থেকে স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ওই এলাকা থেকে দখলদারদের সরাতে হবে এবং নালাটিকে সংস্কার করতে হবে। তবে ওটিকে আদৌ নালা বলতেই নারাজ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। আর দখলদার নিয়ে সব দায় পঞ্চায়েত সমিতির ওপর চাপিয়েছেন প্রধান।

এদিকে, সেখানে গজিয়ে ওঠা দোকানদারদের দাবি, তাঁদের পুনর্বাসন দিতে হবে। যদিও ২০১৫ সালে এশিয়ান হাইওয়ে টু নির্মাণের সময় ওই দোকানদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তবে দোকানগুলি সরিয়ে দিলেও বেশকিছু পিলার পরিত্যক্ত অবস্থায় থেকে যায়। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ওই নিকাশিনালার ওপর পরিত্যক্ত পিলারের ওপরই ফের অবৈধ দোকানপাট গজিয়ে উঠছে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনের দিকে কিছুটা এলাকা ফাঁকা অবস্থায় পড়েছিল। ফলে খুব সহজেই এলাকার জল এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাচীরের সামনের নালার মতো অংশ দিয়ে বেরিয়ে যেত। এখন সেই নালার সামনে একের পর এক দোকান গজিয়ে উঠেছে। অবৈধ দোকান গজিয়ে ওঠার পিছনে আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। কারণ সরকারি কার্যালয় ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় সেই নির্মাণের সামনেই অবস্থিত। প্রতিদিন সেই তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসেই নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের আনাগোনা চলে।

নালার মধ্যে অবৈধ নির্মাণ। হাতিঘিসায়।

২০১৫ সালে এশিয়ান হাইওয়ে টু নির্মাণের সময় ক্ষতিপূরণ দিয়ে এগুলির উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু পেটের দায়ে ফের সেখানে বসতে হচ্ছে বলে জানান দোকানদাররা। হাতিঘিসায় পূর্ত দপ্তরের জায়গাতেই এলাকার ব্যবসায়ীদের জন্য হাটশেড ও শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা চওড়া হওয়াতে সেগুলি ভেঙে ফেলা হয়। এখন অনেকেই এই রাস্তার ধারে অস্থায়ী শেড তৈরি করে দোকান চালাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তাছাড়া শৌচাগার তৈরির দাবিও তুলেছেন। স্থানীয় দোকানদার জয় দেবনাথ বলছেন, ‘চায়ের দোকান করেই সংসার চালাতে হয়। গত ২০ বছর ধরে এই চায়ের দোকান করি। আমাদের জায়গার ব্যবস্থা করে দিলে বেঁচে যাব।’

আনন্দ টিগ্গা নামে এক দোকানদার বলছেন, ‘হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের আশপাশেই প্রচুর সরকারি জমি রয়েছে। যেগুলি মাফিয়ারা দখল করে বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছেন। সেখানেই হাতিঘিসা বাজারের অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের জন্য পুনর্বাসন করা হলে ভালো হবে।’

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী বলছেন, ‘পঞ্চায়েত অফিসের চোখের সামনে কীভাবে এই সব কাজ চলছে, তা আমাদের মাথায় ঢুকছে না। অভিযোগ জানালে প্রধান শুধু বলছেন, দেখছি।’

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাথরিন তামাং বলছেন, ‘আমরা অভিযোগ পেয়েই এসব নির্মাণকাজ বন্ধ করতে বলেছি। তবে সরকারি নালা হিসেবে কোথাও রেকর্ড না থাকায় আমরা কিছুই করতে পারিনি।’ তিনি বলেন, ‘এসব নির্মাণকাজের অনুমতি পঞ্চায়েত সমিতি দেয়। তাই তারাই বিষয়টি জানবে।’ তবে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তৃণমূলের সজনী সুব্বা বলছেন, ‘হাতিঘিসার পঞ্চায়েত অফিসের আশপাশে কোনও নির্মাণ হয়েছে কি না, আমার জানা নেই।’

মেজাজটাই আসল রাজা... *বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ দর্শন। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।*

বারান্দা, গাছতলায় মিড-ডে মিল

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১২ মার্চ : কোথাও ধুলোবালি ভর্তি বারান্দায় সার দিয়ে বসে মিড-ডে মিল খাচ্ছে খুদেরা। আবার কোথাও গাছতলাতে বসেই মিড-ডে মিল খেতে হচ্ছে। চাকুলিয়া সার্কেলের সিংহভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ছবিটা এরকমই। চাকুলিয়া সার্কেলে মোট ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৪টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। সেখানে প্রায় ১৫ হাজারেরও বেশি শিশু মিড-ডে মিলের সুবিধা পায়। কিন্তু এর মধ্যে লালগঞ্জ, ভাগলপুর সহ মাত্র পাঁচটি স্কুলেই ডাইনিং হল এবং শেডের সুবিধা রয়েছে। বলঞ্চা, তেলিয়াবাড়ি, গোদাশিমুল, কারিয়াত, শকুন্তলা, গোবিন্দপুর, কাজিভিটা, শসারকোল ও ঘোরধাপ্পা, পদমধারা সহ ১২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬৪টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে এমন কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই মিড-ডে মিল খেতে হয় শিশুদের, যা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এ নিয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক অভিভাবক সুব্রত দাস বলছেন, 'আমার ছেলে স্কুলে যায়। কিন্তু খাবার খেয়ে প্রায়ই পেটের সমস্যায় ভোগে। ধুলোবালির মধ্যে খাবার দিলে কীভাবে সুস্থ থাকবে?'

এই অব্যবস্থার ফলে শিশুদের মধ্যে পেটের অসুখ, ত্বকের সমস্যা এবং অন্য রোগের প্রকোপ বেড়েছে বলে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা জানাচ্ছেন। যদিও গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রণব দাসের কথায়, 'স্কুলের জায়গা আছে। ডাইনিং হল তৈরির জন্য প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে

প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সবুজ সংকেত মেলেনি। ফলে সমস্যার মধ্যে মিড-ডে মিল পরিবেশন করতে হয়।'

চাকুলিয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাওসিন বেক বলছেন, 'স্বাস্থ্যবিধি মেনে মিড-ডে মিল পরিবেশন করতে প্রত্যেক স্কুলের কাছে নির্দেশিকা রয়েছে। ডাইনিং হল ও শেডের ব্যবস্থার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিছু কিছু স্কুলে কাজ শুরু হয়েছে।'

এদিকে, উরপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক অভিভাবক নরেশচন্দ্র সিংহ বলছেন, 'স্কুলের চত্বরে আবর্জনা থাকে। তার মধ্যে মিড-ডে মিল পরিবেশন করা হয়। কিন্তু বারবার বলার পরেও কোনও পরিবর্তন হয়নি।' সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে স্কুলের এক সহকারী শিক্ষক মহম্মদ খলিলের কথায়, 'স্কুলে ডাইনিং হলের ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচে মিড-ডে মিল পরিবেশন করতে হয়। যতটা পারা যায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার চেষ্টা করা হয়।'

এ নিয়ে গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও সুজয় ধরকে মঙ্গলবার বিকেল ৪টে ৫৫ মিনিট, ৪টে ৫৬ মিনিট ও ৭টা ৪০ মিনিটে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করলেও উত্তর মেলেনি।

তবে উত্তর দিনাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন বলছেন, 'মিড-ডে মিলের পুরো বিভাগ দেখাশোনা করে ব্লক প্রশাসন। তবুও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি।'

৩ সপ্তাহে ৪ 'খুন', স্টোনম্যানের আতঙ্ক মালদায়

মালদা, ১২ মার্চ : আটের দশকের একেবারে শেষের দিকে কলকাতা ও লাগোয়া এলাকায় ধারাবাহিক খুন নিয়ে ত্রাস তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মে শহর কেঁপে উঠেছিল অজানা এক স্টোনম্যানের আতঙ্কে। একের পর এক ফুটপাথবাসীর মাথা থেঁতলে খুন করছিল কোনও আততায়ী। সম্প্রতি মালদা জেলার মিল্কি ফাঁড়ি এলাকায় পরপর ৪টি খুনের ঘটনায় ওয়াকিবহাল মহলে ঘুরেফিরে উঠে আসছে সেই স্টোনম্যানের আতঙ্ক।

কেন? কারণ, সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ৪টি ঘটনায় মৃতদের মাথায় আঘাত করা হয়েছে পাথর বা ভারী কিছু দিয়ে। বারবার একই ধরনের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। একাধিক ঘটনার জেরে ওই এলাকার ১০-১৫টি গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সন্ধে নামতেই এলাকায় ২৫টি নাকা চেকিং বসছে। একাধিক জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় পুলিশের ৫টি মোটরবাইক ইউনিট রাতভর টহল দিচ্ছে। স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে ১৫টি আরজি পার্টিও। পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গুরুত্ব সহকারে তদন্ত চালানো হচ্ছে।'

সবার শেষে যে মহিলার মৃত্যুর বিষয়টি সামনে এসেছে, তাঁর নাম অনীতা সরকার (৫১)। বাড়ি ইংরেজবাজারের গোঁসাইপুর এলাকায়। গত ৪ মার্চ ওই এলাকায় একটি বিয়ে ছিল। সেই রাতে নিজের ঘরে একাই ঘুমোচ্ছিলেন অনীতা। অভিযোগ, সেই সময় কেউ বা কারা ঘুমন্ত অবস্থায় পাথর বা ভারী কিছু দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে। আর কানের সোনার দুল ছিনিয়ে পালিয়ে যায়। রাত দেড়টা নাগাদ অনীতার স্বামী বাড়ি ফিরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে কলকাতায় রেফার করে দেন। ৬ মার্চ মাথায় অস্ত্রোপচারের পর ১১ তারিখ পরিবারের লোকজন তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনছিলেন। পথেই ফের অনীতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। পরিবারের লোকজন তাঁকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অনীতার ছেলে গৌতম সরকার বলেন, 'গ্রামে এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। বাবা-মা সেখানে গিয়েছিলেন। রাত এগারোটা নাগাদ মাকে বাড়িতে রেখে ফের বিয়েবাড়ি চলে যান বাবা। রাত দেড়টা নাগাদ বাবা বাড়ি ফিরে দেখে শোয়ার ঘরে মা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।'

অনীতার এই ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সাম্প্রতিক অতীতের আরও ৩টি ঘটনার। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ইংরেজবাজারের খাসখোল এলাকায় খুন হন দয়া চৌধুরী (৪৭)। গত ৩ মার্চ মধ্যরাতে পারুল মণ্ডল (৪৮) নামে এক

- এলাকার ১০-১৫টি গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, সন্ধে নামতেই পুলিশের ২৫টি নাকা চেকিং বসছে
- একাধিক জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে
- ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় পুলিশের ৫টি মোটরবাইক ইউনিট রাতভর টহল দিচ্ছে

মহিলার ওপর হামলা চালানো হয়। তাঁরও মৃত্যু হয়। গত ৭ মার্চ মধ্যরাতে ইংরেজবাজারের আনন্দ মোহনপুর এলাকায় সাথি মণ্ডলকে (৪৬) একই কায়দায় খুন করা হয়। সাথিরও কানের দুল ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর গলায় সোনার মঙ্গলসূত্র থাকলেও তা কিন্তু নেয়নি দুষ্কৃতীরা।

অনীতার ছেলে গৌতমও বাকি ঘটনাগুলির কথা শুনেছেন। সব শুনে আতঙ্কিত তিনি। বললেন, 'শুনতে পেলাম কয়েকদিনের মধ্যে এধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি।'

দোকানে আগুন

খড়িবাড়ি, ১২ মার্চ : বৃষ্টির মধ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে একটি বন্ধ দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গণ্ডগোলজোত এলাকায় ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে সারিবদ্ধ বেশ কিছু দোকান রয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় সেখানেই একটি বাইকের পার্টসের দোকানে আগুন লাগে। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও পাশের দোকানগুলির কোনও ক্ষতি হয়নি। দমকলের প্রাথমিক ধারণা শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২

যুদ্ধে বিদ্রোহ দমন!

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে ইরান এবং ইজরায়েলের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত সম্প্রতি নতুন এবং বিপজ্জনক মোড় নিয়েছে। এই সংঘাত কেবল দুটি দেশের সামরিক শক্তির প্রদর্শন নয়, বরং এর গভীরে লুকিয়ে আছে এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক সমীকরণ। ইজরায়েলের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর টিকে থাকার অন্যতম কৌশল হিসেবেও কাজ করছে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে এই সম্মুখসমরের সঙ্গে ইরানে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রশমনের সরাসরি কোনও সম্পর্ক আছে কি? আরও সহজভাবে বলা যায়, ওই বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ কি কোনও অস্ত্র হয়ে উঠল তেহরানের? কিংবা ইরানি শাসক গোষ্ঠীর সেই কৌশলে ডোনাল্ড ট্রাম্প কি আসলে সহায়কের ভূমিকা পালন করলেন।

গত কয়েক বছর ধরে ইরান অভূতপূর্ব অভ্যন্তরীণ সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। বিদ্রোহী তরুণী মাহসা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নারীর জীবন, স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন, কঠোর পোশাকবিধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্দশা- সব মিলিয়ে ইরানের সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছেন বারবার।

সরকারের বিরুদ্ধে দফায় দফায় গণবিক্ষোভ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সর্বশেষ সেই বিক্ষোভে দেশের বণিক সম্প্রদায় যুক্ত হয়ে পড়ায় সিঁদুরে মেঘ দেখেছিল আয়াতোল্লা খামেনেই-এর প্রশাসন। মাস দেড়েক আগেও শাসকের নির্মম দমনপীড়নে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও পড়ে আছে ব্যাগবন্দি বেশকিছু লাশ।

ঠিক এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ ইরানের শাসক গোষ্ঠীর জন্য 'সেফটি ভালভ' বা চাপ কমানোর উপায় হিসেবে কাজ করছে। বিদ্রোহী জনগণের ওপর অত্যাচার হলে ওয়াশিংটন চুপ করে বসে থাকবে না বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হুমকি দিয়েছিলেন। বাস্তবে ট্রাম্প কতটা ইরানের বিদ্রোহী জনতার পাশে দাঁড়ালেন- সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

ইরানে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ- এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং কৌশলগত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যাও আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'র‍্যালি অ্যারাউন্ড দ্য ফ্ল্যাগ' বা জাতীয় ঐক্যের তত্ত্ব। যখন কোনও দেশ বাইরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় বা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে থাকে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে।

ভারতে পুলওয়ামার ঘটনা তার বড় প্রমাণ। যার ওপর ভিত্তি করে ২০১৯-এ ভারতে বিপুল জয় পেয়েছিল বিজেপি। ইরানের সরকারও যুদ্ধের আবহে দেশ আক্রান্ত বলে জাতীয়তাবাদী আবেগ উসকে দিয়ে অভ্যন্তরীণ বিভেদে কার্যত রাশ টানতে সফল হয়েছে। সাধারণভাবে আর ইরান সরকার নয়, ইরানি জনতার সামনে ইজরায়েলকে 'সাধারণ শত্রু' হিসেবে দাঁড় করানো গিয়েছে।

যুদ্ধের ডামাডোল অনেক সময় দেশের অভ্যন্তরে দমনপীড়নকে পরোক্ষভাবে বৈধতাও দেয়। 'জাতীয় নিরাপত্তা'র দোহাই দিয়ে সরকার যে কোনও সরকার বিরোধী আন্দোলন, ধর্মঘট বা প্রতিবাদকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' বা 'বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্র' বলে জনতার সামনে দেগে দিতে পারে। তখন সেসব দমন করা সহজ হয়। সামরিক উত্তেজনা জিইয়ে থাকলে মানবাধিকার আন্দোলন এবং বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। সংবাদমাধ্যমের মনোযোগও তখন ঘুরে যায় সীমান্তের দিকে।

যুদ্ধ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা থেকেও মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেয়। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার জেরে ইরানের ভঙ্গুর অর্থনীতি, আকাশছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব নিয়ে সৃষ্ট তীব্র ক্ষোভ ইতিমধ্যে যুদ্ধের দামামায় অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছে। যদিও এই সংঘাত হয়তো সাময়িকভাবে ইরানের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহকে স্তিমিত করতে পারবে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান করতে পারবে না।

মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দাবি কখনও চিরতরে মুছে ফেলা যায় না। অভ্যন্তরীণ সংকটের মূল কারণগুলোর সমাধান না হলে যুদ্ধের ধোঁয়াশা কেটে গেলেই ক্ষোভের আগুন আবার জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

নীতীশের বিদায়, 'সুশাসনবাবুর'-র পরে কে?

দশবার মুখ্যমন্ত্রী থাকার পর নীতীশ কুমারের আকস্মিক ইস্তফা বিহারের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করল।

চিরঞ্জীব রায়

পদক্ষেপটা ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অভূতপূর্বও বটে। কর্তৃত্বের সমীকরণ নিষ্কণ্টক ছিল। জনসমর্থন আদৌ টলোমলো নয়। আগামী পাঁচ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় তাঁর শীর্ষে থাকা নিয়ে এক নশ্বর নিন্দুকেরও সংশয় ছিল না। সেই নীতীশ কুমার, এক-দুই নয়, দশ-দশবার গদি দখল করার পরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন! অথচ এই মানুষটিই 'জঙ্গলরাজ' অপবাদ ঘুচিয়ে বিহারে বাসযোগ্য পরিস্থিতি ফিরিয়ে এনে জনগণের শ্রদ্ধার 'সুশাসনবাবু'র শিরোপা পেয়েছিলেন। গ্রহণযোগ্যতা এতটাই যে, তাঁর ইস্তফা মানতে নারাজ রাজ্যবাসী বিক্ষোভে শামিল হয়েছিল।

নব্বইয়ের দশক এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বিহারে আইনের শাসন জনতার ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল না। পর্দার 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর'-কে রাজ্যে বাস্তবায়িত করে রাজনীতিকদের মদতে মাত্রাছাড়া গুন্ডারাজ, খুন-জখম- অপহরণ-তোলাবাজি, যথেচ্ছ প্রশাসনিক দুর্নীতিই স্বাভাবিক ছিল। ফলে অর্থনীতি গোল্লায় যায়। থমকে যায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিষেবা। বিহার সরকার বাকি ভারতের কাছে 'জঙ্গলরাজ' তকমা পেয়েছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে নেতা-মাফিয়া অপরাধচক্র ভেঙে, আমলাতান্ত্রিক আঁতাত দূর করে, পুলিশকে মনোবল এবং ক্ষমতা জুগিয়ে, বিচার ব্যবস্থা দ্রুত করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, বিহারবাসীকে সামাজিক নিরাপত্তায় আশ্বস্ত করা এবং জঙ্গলরাজ অপবাদ মুছে 'সুশাসনবাবু' শিরোপা আদায় করে নেওয়া আদৌ জলবৎ তরলং ছিল না।

জনপ্রিয়তা, দক্ষতা ও ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাজনীতিক হাসিমুখে সরে দাঁড়াবেন, ভারতে এমন রেওয়াজ তো নেই!

যিনি রাজ্যটার রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক খোলনলচেটাই বদলে দিয়েছিলেন, কে হবেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি? এই প্রশ্নটার পাশাপাশি, নীতীশ কুমারের ইস্তফা জরুরি হল কেন, সেই জিজ্ঞাসাও ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে। প্রশ্নটা সহজ হলেও যথাযথ উত্তরটা কঠিন। নীতীশের ঘনিষ্ঠ মহল, বিশেষ করে জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডি(ইউ)-র বক্তব্য, ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকা স্বাস্থ্য আর মুখ্যমন্ত্রীর চব্বিশ ঘণ্টার শারীরিক ও মানসিক চাপ সামলানোর উপযুক্ত ছিল না। গত দফার দায়িত্ব পালনের সময়ই তাঁর শারীরিক দুর্বলতা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর শ্রান্তি, ক্লান্তি চোখে পড়তে থাকে। বিহারের ক্ষমতার অলিন্দে বেশ কিছুকাল ধরেই, বিশেষ করে গত ১ মার্চ তাঁর জন্মদিনের পর থেকে সিদ্ধান্ত দানা বাঁধতে থাকে, ৭৫ বছর বয়সি নীতীশকে রাজ্যে সামলানোর গুরুভার থেকে অব্যাহতি দিয়ে কম চাপের রাজনৈতিক পদে আসীন করার সময় হয়েছে।

তবে বয়স বা স্বাস্থ্য ইস্তফার গোটা গল্পের কেবল অর্ধেকটাই বলে। বাকিটা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের জটিল হিসেবনিকেশ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নীতীশের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাপূরণের ফলশ্রুতি। তাঁর লক্ষ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রিত্বের দরুন সর্বক্ষণের নিষ্পেষণ থেকে রেহাই অথচ জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে নিজের প্রভাব এবং মর্যাদা অটুট রাখতে। অতএব আপাতত তিনি রাজ্যসভায় মনোনয়ন চাইলেন। অর্থাৎ, তিনি অবসর নেননি। বরং কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নিজের প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকারের খাসমহলে শরিক হতে চাইছেন। এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জায়গা করে নেওয়াটাই তাঁর পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা। সময়কালটিও নীতীশের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে এনডিএ-র প্রাক-নির্বাচনি জোট গড়ার সময় হয়ে এসেছে। জনমুখী প্রকল্প এবং মদে নিষেধাজ্ঞার পদক্ষেপে বলীয়ান সুশাসনবাবু অতি অনগ্রসর জাতি (ইবিসি) এবং মহিলাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা এনডিএ অবশ্যই কাজে লাগাতে চাইবে এবং নীতীশের কাছে সেটা হবে কেন্দ্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার হাতিয়ার।

একদিকে, নীতীশের কাছে রাজধানীর রাজনীতিতে পা রাখার সুযোগ। অন্যদিকে, জেডি(ইউ)-র থেকে কম নয়, বরং চারটি বেশি। তা সত্ত্বেও বিজেপি নীতীশের দীর্ঘকালের জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী মেনে নিয়ে উইংসের পিছনে অপেক্ষায় থেকেছে। তবে, মহারাষ্ট্রের মতোই বিহারে এযাবৎ অধরা গদিটি থেকে তাদের দৃষ্টি সরেনি। কিন্তু তারা তাড়াহুড়ো করেনি বা বিরোধে যায়নি। কারণ, বিজেপি আঁচ পেয়েছিল, ধীরে হলেও জেডি(ইউ)-র মধ্যে মতামতে চিড় ধরছে। মুখ্যমন্ত্রী বরাবর রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের বিরোধী। তাই পেশায় ইঞ্জিনিয়ার পুত্র নিশান্তকে তিনি উত্তরসূরি হিসেবে তৈরি করেননি। কিন্তু তাঁর শরীরের কথা মাথায় রেখেই দলে পরবর্তী প্রজন্মের অভিষেকের প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে। এই চিন্তাধারায় বিজেপি সিনহার। দুজনেই দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া রাজনীতিক। গদির দৌড়ে আরও আছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তথা তেলি সম্প্রদায়ের নেতা দিলীপ জয়সওয়াল, কুশওয়াহাদের প্রতিনিধি সঞ্জীব চৌরাসিয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। দুই উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ সম্ভবত যাবে জেডি(ইউ)-র ভাগে, নিশান্ত কুমার এবং নীতীশ-ঘনিষ্ঠ বিজয়কুমার চৌধুরীর কাছে।

জাতপাত ও রাজনীতির হিসেবনিকেশ বিহারে সমার্থক। বিরোধী পক্ষের প্রতি উচ্চবর্ণের সমর্থনের কথা মাথায় রেখে তাই মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য সম্রাট চৌধুরী বা দিলীপ জয়সওয়ালের কথা ভাবা হতে পারে। রাজনৈতিক, বিশেষ করে সরকার পরিচালনায় বিচক্ষণতার বিচারে এগিয়ে রয়েছেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহা। অন্যদিকে, নিত্যানন্দ রাইয়ের সম্বল তাঁর দিল্লি-ঘনিষ্ঠতা। তবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিহারে সরকারের স্টিয়ারিং শক্ত হাতে ধরে থাকতে হলে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা খুব জরুরি : নির্ভুলভাবে জাতপাতের অঙ্ক কষে বিহারের বহুবর্ণ ভোটব্যাংককে সন্তুষ্ট রাখা; জোটের ভারসাম্য বজায় রেখে জেডি(ইউ)-কে বিচ্ছিন্ন হতে না দেওয়া এবং রাজনৈতিক-প্রশাসনিক মেলবন্ধন মসৃণ রেখে নীতীশ কুমারের 'সুশাসন'-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

এবং বিহারের মতো রাজ্যে এই তিনটি শর্তের মধ্যে বলা বাহুল্য শেষেরটি পালন করাই সবথেকে দুরূহ। আইনশৃঙ্খলার নিরিখে বিহারের ছবিটাই বদলে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর আমলে অভূতপূর্ব পরিকাঠামোগত বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়ন হয়েছে। একটি উদাহরণ : ২০০৫ সালে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সময় রাজ্যে রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৪,৫০০ কিলোমিটার। মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথম দশকেই তিনি রাজ্যজুড়ে ৬৬,০০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করান এবং কয়েক হাজার ব্রিজ। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে নারীশিক্ষায় সম্ভবত সর্বপ্রথম বিহারে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহানগরের হাসপাতাল থেকে শুরু করে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খোলনলচে বদলে যায়। বিহারে মদে নিষেধাজ্ঞা তাঁর শাসনকালের একটি মাইলফলক। বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ এই 'সুশাসন' জারি রাখা। নাহলে শুধু বিহারে নয়, গোটা ভারতেই বিজেপির ভাবমূর্তি খারাপ হবে।

দীর্ঘ দুই দশকের 'সুশাসন' পর্বের অবসান ঘটিয়ে নীতীশ কুমারের বিদায় বিহারের রাজনীতিতে বড়সড়ো শূন্যতা তৈরি করেছে। জঙ্গলরাজ মুক্ত করে পরিকাঠামো, নারীশিক্ষা, মদে নিষেধাজ্ঞার মতো সাহসী পদক্ষেপে তিনি যে মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, তা বজায় রাখাই এখন বিজেপির প্রধান চ্যালেঞ্জ। একদিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নীতীশের নতুন ইনিংসের সম্ভাবনা, অন্যদিকে বিহারে যোগ্য উত্তরসূরি নির্বাচনের জটিল অঙ্ক— সব মিলিয়ে রাজ্যটির প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং জাতপাতের সমীকরণ মিলিয়ে চলা আগামীর নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক কঠিন পরীক্ষা হতে চলেছে।

বিজেপি ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এই প্রথমবার বিহার শাসনের অধিকার পাবে। তাহলে কি নীতীশের ইস্তফার পিছনে বিজেপির চাপ ছিল? প্রত্যক্ষভাবে কলকাঠি নাড়ার কোনও আভাস ইঙ্গিত নেই। কিন্তু এই পটপরিবর্তনের ওপর বিজেপির সার্বিক নজরদারি এবং সূক্ষ্ম ইন্ধন নিশ্চয় ছিল। কারণ, নীতীশের ভূমিকা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত এবং রাজ্যসভায় আসনপ্রাপ্তির চেষ্টা মোদি-শা'র সঙ্গে আলোচনা করেই হয়েছে, এটা সক্রিয় রাজনীতি থেকে শতেক যোজন দূরে থাকা ব্যক্তিটিও বলে দিতে পারে।

২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় এনডিএ-র অগ্রজের আসনসংখ্যা ৮৯। কোনও বিপদসংকেত দেখেনি। কারণ, দলের পক্ষ থেকে রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ নিশান্তকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবেই ভাবা হয়েছে। রাজ্যের সর্বোচ্চ গদিটির জন্য যাঁদের নাম উঠে এসেছে তাঁরা সকলেই বিজেপির। এবং, আজ অথবা কাল নীতীশ সরে দাঁড়ালে মুখ্যমন্ত্রী মোদির দল থেকেই হবেন সেটা জোট বা বিরোধীপক্ষ এবং জনগণ সকলেরই জানা ছিল। তাই এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যের অবকাশ ছিল না।

তবে মুখ্যমন্ত্রী হবেন কে, সে প্রশ্নটা এখনও অমীমাংসিত। স্বাভাবিকভাবেই পাল্লা সবথেকে ভারী বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রভাবশালী কোয়েরি নেতা সম্রাট চৌধুরী এবং ভূমিহারাদের প্রতিভূ বিজয়কুমার

তাই নীতীশের পরে কে? এটাই এখন মূল প্রশ্ন।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮৯২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কুস্তিগির গোবর গোহ।

২০০৪

উস্তাদ বিলায়েত খাঁ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

সংসদ কড়া নিয়মে পরিচালিত হয়। কোনও সাংসদেরই যে কোনও সময়, যে কোনও বিষয়ে কথা বলার বিশেষ অধিকার নেই। স্পিকারের আসন কোনও ব্যক্তির নয়। বরং এটা সংসদের মর্যাদার প্রতীক। কোনও সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক না হোক, লোকসভা নির্ধারিত নিয়মে চলবে।

- ওম বিড়লা

ভাইরাল/১

প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভের 'ভাইরাল গার্ল' মোনালিসা ভোঁসলে আবারও সমাজমাধ্যমের সেনসেশনে। নেটিজেনদের তাক লাগিয়ে তিরুবনন্তপুরমের মন্দিরে প্রেমিক ফারমান খানকে হিন্দু মতে বিয়ে সারলেন মধ্যপ্রদেশের ওই তরুণী। মালাবদলের পর পুরোহিতকে প্রণাম করতেও তাঁদের দেখা যায়।

ভাইরাল/২

বিহারের রোহতাসে নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন এক পরীক্ষার্থী। ১৫ মার্চ পরীক্ষা। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতেই চক্ষু চড়কগাছ। সব ঠিক থাকলেও ছবির জায়গায় পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে গোল্ডেন রিট্রিভারের ছবি।

জনমন জনমত

দুর্ঘটনা রোধে কড়া ট্রাফিক ব্যবস্থা চাই

শিলিগুড়িতে পথ দুর্ঘটনা দিন-দিন বেড়ে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের ব্যস্ত রাস্তা, অতিরিক্ত যানবাহন, বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং ট্রাফিক নিয়ম ঠিকভাবে না মানার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

অনেক সময় দেখা যায় কোনও চারচাকা গাড়ি পথচারী বা অন্য গাড়িকে ধাক্কা মেরে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে আহত ব্যক্তিরা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হয় এবং মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শিলিগুড়ির ট্রাফিক নিয়ম আরও কঠোর হতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও ব্যস্ত রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ানো, ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো এবং নিয়ম ভাঙলে কঠোর জরিমানার ব্যবস্থা করা দরকার।

পাশাপাশি গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ, জেব্রা ক্রসিংয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু

-এআই

প্রশাসনের ওপর দায় চাপালে চলবে না, সাধারণ মানুষকেও ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। হেলমেট ব্যবহার, সিটবেল্ট বাঁধা এবং নির্ধারিত গতিতে গাড়ি চালানো প্রত্যেকের দায়িত্ব। এতে শিলিগুড়ি শহরে দুর্ঘটনা কমবে এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

বেহাল রাস্তায় দুর্ভোগ

আজকাল রাস্তায় বের হতেই বড্ড ভয় করে। কী জানি সুস্থ-অক্ষত শরীরে ফিরে আসতে পারব তো? রাস্তার দু'পাশ খুঁড়ে ইলেক্ট্রিক কেবল মাটির নীচ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে মডার্ন শহর বানানো হচ্ছে। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পর সেগুলোর আর পুনর্নির্মাণ হচ্ছে না। এদিকে স্কুল ছুটির পর একদিকে স্কুলবাস, অপরদিকে পথচারীদের, ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি ফেরার তাগিদ। আর ঠিক তখনই বড় বড় ডাম্পার, ট্রাক রাস্তার একদিক আটকে দু'পাশে পড়ে থাকা সেইসব বালি-বজরি তুলতে বা ফাঁকা জমিতে পড়ে থাকা আবর্জনা তুলতে ভিড় করে। ব্যাস, একদিকে লাগে তীব্র যানজট অন্যদিকে দূষণ। ফলে চারদিক ধোঁয়া-ধুলোতে ঢেকে যায়। এছাড়া সমতল রাস্তাঘাট আজ হয়ে গিয়েছে অসমতল। অবিলম্বে এইসব রাস্তাঘাটের সংস্কার আবশ্যক।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিপন্ন শৈশব ও এক শিশুহীন ভোর

বিশ্বজুড়ে চলা যুদ্ধের কোলাহলে হারিয়ে যাওয়া শৈশব এবং আগামীর এক অপরাধবোধে ভরা নীরবতার দর্পণ।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ কোরিয়ার কবি কিম হাইসুন-এর একটা কবিতা আছে...'...নিকষ কালো রাতে, রাতের পাখিও যখন ঘুমে কাদা/ বাচ্চারা সব বেরিয়ে আসছে, সুটকেস টানতে টানতে।/সবাই ঘুমন্ত, শুধু বাচ্চারা বাদে।/পশ্চিমের জেটিঘাট থেকে চুপিচুপি একটা ফেরি ছাড়ল /সারা বছরের নামে, সেই একই বিদায়ী শিশুর দল,/এক ফেরি, একই মেঘ, এক আকাশ...'

প্রায়ই এক অদ্ভুত স্বপ্ন আমাদের সময়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যায়। গভীর রাতে, যখন শহরের সব বাড়ি ঘুমে ডুবে থাকে, তখন সিঁড়ি বেয়ে, লিফট দিয়ে, দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শিশুরা। তারা নিঃশব্দে ব্যাগ গুছিয়ে নেয়, সুটকেস টেনে টেনে এগিয়ে যায় রেলস্টেশন, ফেরিঘাট কিংবা বিমানবন্দরের দিকে। ঘুমন্ত পৃথিবীর ভেতর দিয়ে যেন একটি বিদায়ি মিছিল। পিচরাস্তায় চাকাওয়ালা ব্যাগের ঘরঘর শব্দ— আর তার সঙ্গে চলে যায় শৈশব। ভোর হলে শহর জেগে উঠবে, কিন্তু সেখানে থাকবে না একটিও শিশু। থাকবে শুধু বড়রা এবং তাদের নীরবতা।

দক্ষিণ কোরিয়ার কবি কিম হাইসুন তাঁর কবিতায় এমনই এক দৃশ্য কল্পনা করেছিলেন। নিকষ কালো রাতে, যখন রাতের পাখিও ঘুমে কাদা, তখন বাচ্চারা সুটকেস টানতে টানতে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পশ্চিমের জেটিঘাট থেকে চুপিচুপি একটি ফেরি ছাড়ে - সারা বছরের নামে। সেই ফেরিতে ওঠে বিদায়ি শিশুর দল। এক আকাশ, এক মেঘ, আর এক অদ্ভুত প্রস্থান। এই কবিতার দৃশ্য নিছক কল্পনা নয়; বরং আমাদের সময়ের নির্মম বাস্তবতার এক গভীর প্রতীক।

বেথলেহেমে ব্রিটিশ স্ট্রিট আর্টিস্ট ব্যাঙ্কসির আঁকার পাশে।

আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে শৈশব ক্রমশ বিপন্ন। গাজার ধ্বংসস্তূপ, সিরিয়ার ভাঙা শহর, আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকা কিংবা কাশ্মীরের অস্থির ভূখণ্ড- সব জায়গাতেই শিশুরা ইতিহাসের ভার বইতে বাধ্য হচ্ছে। যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন প্রথম ভেঙে পড়ে কেবল ঘরবাড়ি নয়; ভেঙে পড়ে শৈশবের নির্দোষিতা। খেলনা হয়ে ওঠে ধ্বংসাবশেষের ইট, আর স্কুলের মাঠ পরিণত হয় উদ্বাস্তু শিবিরে। ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে ছোটদের কী পরিস্থিতি তা তো সবাই জানেন।

রাষ্ট্রের ভাষায় শিশুদের উপস্থিতি খুবই ক্ষীণ। যুদ্ধের পরিসংখ্যানে তারা কেবল সংখ্যা- কতজন নিহত, কতজন আহত, কতজন বাস্তুচ্যুত। কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার পেছনে আছে একটি অসমাপ্ত গল্প, একটি অর্ধেক লেখা খাতা, একটি অপূর্ণ আঁকা ছবি। তাই কবিতার কল্পনায় আমরা দেখি, রাতের অন্ধকারে শিশুরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে—যেন তারা পৃথিবী থেকে তাদের শৈশব উদ্ধার করতে চাইছে।

এই দৃশ্যের বিপরীতে আরেকটি কল্পনা দাঁড়ায়- যেখানে শিশুরাই সৈন্যদের তল্লাশি করছে। গ্রাফিতিশিল্পী ব্যাঙ্কসি-র রাজনৈতিক চিত্রভাষার মতোই এই কল্পনা ক্ষমতার সমীকরণ উলটে দেয়। সেখানে অস্ত্রধারীরা হাত তুলে দাঁড়ায়, আর শিশুরা বলে- অস্ত্র ফেলে তবেই শহরে ঢোকা যাবে।

এই দৃশ্য কেবল নৈতিক উলট-পালট নয়; এটি মানবতার এক গভীর দাবি। কারণ একটি সভ্যতার প্রকৃত পরিমাপ তার সামরিক শক্তি নয়, তার শিশুদের নিরাপত্তা। যে পৃথিবীতে বাচ্চারা রাতের অন্ধকারে সুটকেস টেনে পালায়, সেই পৃথিবী আসলে নিজের ভবিষ্যৎকেই নির্বাসনে পাঠায়।

আজকের প্রশ্ন তাই নির্মমভাবে স্পষ্ট : আমরা কি এমন এক পৃথিবী গড়ে তুলছি, যেখানে ভোরে শহর জেগে উঠবে শিশুদের হাসিতে? নাকি এমন এক ভোরের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে থাকবে শুধু বড়রা আর তাদের অপরাধবোধে ভরা এক শিশুহীন নীরবতা?

(লেখক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। উত্তম, খুবই উপভোগ্য ৩। পথ বা উপায় ৫। মাতগুড় বা চিটাগুড় ৬। শ্রীরাধিকার জনৈক সখী, বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নদীবিশেষ ৮। জমি ১০। বিন্ধ্য পর্বত থেকে উৎপন্ন নদীবিশেষ ১২। নয় ফোঁটাযুক্ত খেলার তাস ১৪। সপ্তাহের একটি বার, একটি গ্রহ ১৫। চক্রান্ত, গুপ্ত পরামর্শ ১৬। বর্ষার ভাবযুক্ত সংগীতের রাত্রিকালীন রাগবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। জয়পতাকা ২। ধনুক-এর আরেক নাম ৪। মাছজাতীয় হিংস্র জলজ প্রাণী ৭। পত্নী ৯। দৈবজ্ঞ, জীবন ১০। অতিশয় নীচ বা হীনলোক ১১। শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের নাম, নদীবিশেষ ১৩। হর্ষ-এর কোমল রূপ।

সমাধান ■ ৪৩৯১

পাশাপাশি : ১। ভুটান ৩। ভুষ্টিনাশ ৪। গন্ডার ৫। ভুসিমাল ৭। জতু ১০। চখা ১২। মালখানা ১৪। কবন্ধ ১৫। পাততাড়ি ১৬। ক'দিন।

উপর-নীচ : ১। ভূরিভোজ ২। নগণ্য ৩। ভুরভুর ৬। মারীচ ৮। তুমুল ৯। কানাকড়ি ১১। খানদান ১৩। বন্ধক।

বিন্দুবিসর্গ

বসন্তে বৃষ্টি

বসন্তের বিকালেও বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা ও শহরতলির বিস্তীর্ণ অংশ। রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়তে পারে তাপমাত্রাও।

অভয়ার বাড়িতে

বৃহস্পতিবার আরজি করের নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তবে এই নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা উড়িয়ে দিল তাঁর পরিবার। সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

অভিযুক্ত সিভিক

কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। বাড়ি থেকে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অফিসে তাণ্ডব

খনি থেকে কয়লা চুরিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চুরুলিয়ার হাটতলায় তৃণমূলের অঞ্চল অফিসে তাণ্ডবের অভিযোগ উঠল। আক্রান্ত হয়েছেন খোলামুখ কয়লাখনিতে কর্মরত এক আধিকারিক ও তৃণমূল নেতা।

ডিএম-দের প্রতি আশ্বাস

ভয় পাবেন না : মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মার্চ : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার তাল ঠোকাঠুকি ক্রমশ বাড়ছে প্রশাসনের অলিন্দে। গত সোমবার নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের যে ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, এদিন যেন তার পালটা 'সুরক্ষাকবচ' নিয়ে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা-দিল্লির নির্দেশে ভয় পাওয়ার কারণ নেই, নিয়ম মেনে কাজ করলে রাজ্য সরকার সব সময় পাশে আছে। নবান্ন সূত্রে খবর, কমিশনের কড়া মেজাজ নিয়ে আপত্তি তুলে জেলা শাসকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'ওরা আসবে, ধমকাবে, ভয় দেখাবে। ওটা ওদের কাজ। কিন্তু আপনারা আপনাদের রুটিন কাজ নির্ভয়ে করে যান।'

ভোটের আগে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে আধিকারিকদের বদলি করা কমিশনের দস্তুর। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এক নজিরবিহীন চাল চাললেন। তিনি জানান, যে সমস্ত দক্ষ আধিকারিককে কমিশন ব্র্যাকেটবন্দি করবে বা সরিয়ে দেবে, তাঁদের ভয়ের কিছু নেই। বরং সরকার তাঁদের সেই 'শাস্তি'কে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করবে এবং নির্বাচনের পর তাঁদের বিশেষ পদোন্নতি দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত আমলাতন্ত্রকে বুঝিয়ে দিলেন- 'বস' হিসেবে নবান্নই শেষ কথা বলবে।

এবারের লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুরুপের তাস 'বহিরাগত' ইস্যু। এদিন তাই জেলাশাসকদের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নজরদারি আরও কয়েকগুণ বাড়াতে হবে। হোটেল, লজ এবং ধর্মশালাগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালাতে হবে। নাকা চেকিং যেন স্রেফ লোক দেখানো না হয়, প্রতিটি সন্দেহভাজন গতিবিধি রিপোর্ট করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ভোট লুট করার জন্য ভিনরাজ্য থেকে লোক ঢোকানোর পরিকল্পনা চলছে, যা রুখতে প্রশাসনকে 'আক্রমণাত্মক' হতে হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী এদিন ২০২১-এর নন্দীগ্রামের ফলাফল নিয়ে পরোক্ষভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জেলা শাসকদের সতর্ক করে জানান, ইভিএম সিলিং থেকে শুরু করে গণনাকেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে যেন কঠোর স্বচ্ছতা থাকে। কোনওভাবেই যাতে যান্ত্রিক বা প্রশাসনিক কারচুপির সুযোগ না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই অবস্থান আসলে নির্বাচন কমিশনকে একটি স্পষ্ট বার্তা।

এদিকে এসআইআর নিয়ে টানা ধর্না-আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে এবার পুরোদমে প্রচারের রাস্তায় নামতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, প্রচার ও নিবিড় জনসংযোগে যেন কোনওভাবেই খামতি না থাকে। আর এই মহারণে ঘাসফুল শিবিরের ব্লু-প্রিন্ট বাস্তবায়নের মূল সেনাপতি হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধেই গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছেন নেত্রী।

> ওরা আসবে, ধমকাবে, ভয় দেখাবে। ওটা ওদের কাজ। কিন্তু আপনারা আপনাদের রুটিন কাজ নির্ভয়ে করে যান।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রিম কোর্ট ট্রাইবিউনাল গঠনের যে নির্দেশ দিয়েছে, সেই রায়কেই ভোটের ময়দানে বিজেপির বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার করতে চাইছে তারা। মমতার কড়া নির্দেশ, সংশোধিত তালিকায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম অন্যায়ভাবে বাদ পড়লে তড়িঘড়ি ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে হবে। এই গোটা প্রক্রিয়ার তদারকির ভার দেওয়া হয়েছে অভিষেকের কাঁধে। ইতিমধ্যেই আইপ্যাক-কে এই কো-অর্ডিনেশনের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক, যাতে নীচুতলার একজন ভোটারের অধিকারও ক্ষুণ্ণ না হয় এবং শেষরক্ষা করতে দলকেই পথে নামতে হয়। কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই ময়দান দখল করতে চাইছেন মমতা।

১৬ মার্চ কি ভোট ঘোষণা

এপ্রিলের মাঝামাঝি জল্পনায় দু'দফার নির্ঘণ্ট

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ মার্চ : শিয়রে নির্বাচন! সম্ভবত আগামী ১৬ মার্চ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে। ভোট হতে পারে দু'দফায়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে তেমনই ইঙ্গিত। সেই সঙ্গেই ঘোষণা হতে পারে তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরির ভোটের নির্ঘণ্টও। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েই শুরু হতে পারে প্রথম দফার ভোট এবং মাসের শেষেই মিলতে পারে ভোটের ফল।

সম্প্রতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ বঙ্গ সফর সেরে দিল্লি ফিরেছে। রাজ্যের বিরোধী শিবির, বিশেষ করে বাম ও বিজেপি কমিশনের কাছে স্পষ্ট দাবি জানিয়েছে যে, এক বা দু'দফায় ভোট হলেই রক্তপাত ও অশান্তি এড়ানো সম্ভব। এই প্রস্তাবকে মাথায় রেখেই ১ থেকে ৩ দফার মধ্যে বাংলার ভোটপর্ব মেটানোর একটা জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কমিশনের ফুল বেঞ্চ দিল্লি ফিরে যাওয়ার পর রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় ২৫টি নোডাল এজেন্সির কর্তাদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে সিইও দপ্তর। সূত্রের খবর, সেখানে তিন দফায় ভোট ধরে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের ভোটের দফার বিষয়ে জ্ঞানেশ জানিয়েছিলেন, এটি নির্ভর করবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির তরফে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত রিপোর্ট দিল্লি পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পরেই ভোটের দিন ও দফা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে কমিশন।

তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ লক্ষ 'বিবেচনাধীন' ভোটারের ভবিষ্যৎ! এসআইআর-এ তথ্যগত অসঙ্গতির (লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি) গেরোয় আটকে থাকা এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ভাগ্য এখনও সুতোয় ঝুলছে। ২৫-এর ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ভোট করার ব্যাপারে তৃণমূলের দাবি, সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে, জুডিশিয়াল অফিসাররা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নথি যাচাইয়ের কাজ করছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ যেন না করা হয়। বিচারাধীন তালিকার শুনানিতে প্রায় ৭০০ জন জুডিশিয়াল অফিসার ও বিচারপতি কাজ করছেন এবং ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি নথির নিষ্পত্তি হয়েছে।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এদিন অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে

- পুলিশ, প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সির সঙ্গে কর্মশালায় তিন দফায় ভোট ধরে প্রশিক্ষণ
- ২৯৪টি বিধানসভায় রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করল কমিশন
- ট্রাইবিউনাল গঠন, তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করবেন প্রধান বিচারপতি

বৈঠক করেন কমিশনের স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত, সিইও মনোজ আগরওয়াল ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজিপি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারও। বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে নিষ্পত্তি না হওয়ার সংখ্যা সবথেকে বেশি। ইতিমধ্যেই সেখানে ৩৪০ জন জুডিশিয়াল অফিসার নিষ্পত্তির কাজ করছেন। প্রয়োজনে সেখানে আরও অফিসার পাঠানো হবে বলে কমিশনকে আশ্বস্ত করেছেন প্রধান বিচারপতি। বৈঠকের শেষে সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কোন পদ্ধতিতে বেরোবে, তারপর অযোগ্যরা কতদিন পরে আবেদন করতে পারবেন, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তালিকা প্রকাশ ও ট্রাইবিউনাল গঠন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান বিচারপতি।'

এদিকে ভোটের দিন ঘোষণা হলেও বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষের নিষ্পত্তি কতটা সম্পূর্ণ করা যাবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে কমিশনেরও। ট্রাইবিউনালে গিয়ে এই লক্ষাধিক নামের নিষ্পত্তির আগেই রাজ্যের ভোট চুকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে '২৬-এর বিধানসভায় ভোট দেওয়া থেকে বাদ পড়তে পারেন কয়েক লক্ষ মানুষ।

শপথগ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নতুন রাজ্যপাল। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

রবির শপথে সৌহার্দ্যের ছবি

কলকাতা, ১২ মার্চ : সি ভি আনন্দ বোসের আচমকা ইস্তফা এবং রবীন্দ্র নারায়ণ রবির এন্ট্রি ঘিরে যখন নবান্ন বনাম লোকভবন সংঘাতের নয়া বারুদ জমছে বলে মনে করছিল রাজনৈতিক মহল, ঠিক তখনই লোকভবনের অন্দরে দেখা গেল এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। চরম সৌজন্য, দীর্ঘ প্রোটোকলের ক্লান্তি এবং বঙ্গ-আবেগে সুড়সুড়ি— সব মিলিয়ে একেবারে জমজমাট এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা।

তবে এদিন সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল কেন্দ্রের চাপিয়ে দেওয়া এক নয়া প্রোটোকল। অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং শেষে টানা বাজানো হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন'। একবার নয়, দু-দু'বার! মুখ্যমন্ত্রী, স্পিকার থেকে শুরু করে দুঁদে আমলা, ভিনদেশি কূটনীতিক এবং বর্ষীয়ান রাজনীতিকরা- টানা প্রায় আট মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন সবাই। তবে প্রোটোকলের এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পর্বের মাঝেই লোকভবনের রং বদলে দিল মমতার জোড়া মাস্টারস্ট্রোক। প্রথম চমক প্রবীণ বাম নেতা বিমান বসুকে দর্শকাসনের তৃতীয় সারি থেকে হাত ধরে নিয়ে এসে একেবারে প্রথম সারিতে বসানো। দ্বিতীয় চমক, খোদ রাজ্যপালের পরিবারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সমীকরণ। শপথের আগেই রবির স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে দেখে এগিয়ে গিয়ে খোশগল্প জুড়ে দেন তিনি। রাজ্যপালকে বলেন, 'যাঁরা বাংলাকে ভালোবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে।' এরপর চা-চক্রে খোদ রাজ্যপালের স্ত্রীকে 'বৌদি' সম্বোধন করে টানা দশ মিনিট আড্ডা দেন এবং তাঁদের দু'জনকেই বিশ্ববাংলা'র উত্তরীয় পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অভাবনীয় সৌজন্যে কার্যত আপ্লুত রবি-পরিবার।

অন্যদিকে, রবিও শপথ নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দেওয়া বার্তায় তিনি বাংলাকে ভারতের 'আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক রাজধানী' বলে উল্লেখ করেন। বেদ থেকে শুরু করে শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম সযত্নে ছুঁয়ে গিয়েছেন তিনি। বার্তার শেষে রবির সংযোজন-'মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এই রাজ্যের মানুষের পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করার শক্তি দেন।' তবে এই সৌজন্য আর স্তুতির আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য এক রাজনৈতিক অঙ্ক। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল থাকাকালীন এম কে স্ট্যালিন সরকারের সঙ্গে রবির সংঘাত ছিল সর্বজনবিদিত। সেই রবিকেই ছাব্বিশের মহারণের আগে বাংলায় পাঠানো কেন্দ্রের বিশেষ কৌশল বলেই মনে করছে ঘাসফুল শিবির। তাই প্রথম দিন থেকেই 'বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি'কে ঢাল করে লোকভবনের মাটিতে নিজের জমি শক্ত করে রাখতে চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-সহ প্রশাসনের তাবড় কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে, বৃহস্পতিবার লোকভবন বুঝিয়ে দিল, ওপর-ওপর সৌজন্যের মোড়ক থাকলেও, আড়ালে এদিন কার্যত আসন্ন ভোটের মেগা-যুদ্ধের এক চূড়ান্ত মহড়াই হয়ে গেল!

প্রার্থী বাছাইয়ে তরুণ ব্রিগেডে আস্থা সিপিএমের

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ মার্চ : গতানুগতিক রাজনীতির ছক ভেঙে এবার কি তবে 'ইউথ ব্রিগেডে'ই আস্থা বামেদের? একুশের নির্বাচনে একঝাঁক তরুণ মুখকে সামনে এনেছিল আলিমুদ্দিন। ছাব্বিশের ভোটে সেই রণকৌশলকে আরও এক কদম এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সিপিএম। এবার শুধু রাজনীতির চেনা আঙিনা নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লড়াকু মুখদের সামনে আনছে লাল শিবির।

এবারের চমক এভারেস্টজয়ী পিয়ালী বসাক। পাহাড়জয়ী এই লড়াকু মুখকে ইদানীং বামেদের প্রায় সব কর্মসূচিতেই দেখা যাচ্ছে। লড়াকু হিসেবে তাঁর ইমেজকে কাজে লাগিয়ে উত্তরবঙ্গের কোনও কেন্দ্রে কি প্রার্থী করবে দল? পিয়ালীর স্পষ্ট জবাব, 'দল দায়িত্ব দিলে আমি সব কিছুতেই রাজি।' শুধু পিয়ালী নন, এসআইআর মামলার অন্যতম মুখ মোস্তারি বেগম এবং দিল্লির নির্বাচন কমিশনের সামনে রুখে দাঁড়ানো আফরিন বেগমদেরও এবার প্রার্থী তালিকায় দেখা যেতে পারে।

রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে প্রার্থী করা নিয়ে জল্পনা চলছে। তিনি কি নিজে লড়বেন, না কি রাজ্যজুড়ে প্রচার সামলাবেন? দলের একাংশের দাবি, সেলিম প্রার্থী না হয়ে সর্বক্ষণ প্রচারকের ভূমিকায় থাকুন। যদিও সেলিম বিষয়টি খোলসা না করে বলেন, 'প্রার্থী হওয়াটা গুরুত্ব বুঝে সিদ্ধান্ত হবে। তবে সিপিএমই একমাত্র দল যারা নতুন প্রজন্মকে সুযোগ দিতে জানে।' একই সুরে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'নতুনদের এবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য বা দীপ্সিতা ধরদের মতো চেনা মুখের বাইরে সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে গেলে যে স্রেফ রাজনীতির বাইরেও 'লড়াকু ইমেজ' প্রয়োজন, তা হাড়হাড়ে টের পাচ্ছে আলিমুদ্দিন। তাই পক্ষপাতিত্বের তকমা ঝেড়ে ফেলে যোগ্য এবং শিক্ষিত তরুণ সমাজকে ব্যালটে টেনে আনাই এখন লক্ষ্য বামেদের। অভিজ্ঞতার ঝুলি না তারুণ্যের তেজ, কোন ম্যাজিকে লাল নিশান উড়বে, তার উত্তর দেবে ২৬-এর রেজাল্ট।

হাতিয়ার মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য

ফের মেরুকরণ অস্ত্রেই বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ মার্চ : ভোটের মুখে জ্বালানি সংকট থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিভাজনের রাজনীতিতে সুর চড়াতে চাইছে বিজেপি। সম্প্রতি ধর্মতলার ধর্নায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমি না থাকলে এক মিনিটে সম্প্রদায় আর একটা সম্প্রদায়কে ঘিরে ফেলবে।' ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে ইন্ধন দিতেই, এমনটাই দাবি করছে বিজেপি। জ্বালানি সংকটের জেরে কোণঠাসা বিজেপিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বাড়তি অক্সিজেন জোগাল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

'২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন জিততে ধর্মীয় মেরুকরণকে অস্ত্র করেছিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে পদ্মাপারের রাজনীতিকে সীমানার এপারে এনে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান-সামশেরগঞ্জে বিভাজনের রাজনীতির সলতে পাকানো শুরু হয়। পরে রাজ্যজুড়ে পরিবর্তন যাত্রায় হিন্দু ঐক্যের ডাক দিয়ে হিন্দু ভোট একজোট করার বার্তা দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির হিন্দুত্বের পোস্টার বয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরিবর্তন যাত্রার লাভ-লোকসান কষতে গিয়ে দেখা গিয়েছে কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নের প্রশ্নেই বাংলার মানুষের আগ্রহ বেশি। ১৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সমাবেশের কর্মসংস্থানকে হাতিয়ার করে একগুচ্ছ প্রচার মডিউল ছড়িয়ে দেওয়া শুরু করেছিল দলের সমাজমাধ্যম। রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে সরকারি সব শূন্যপদে চলতি বছরের মধ্যেই নিয়োগ সম্পূর্ণ করবে বিজেপি। এই মর্মে বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনের প্রায় দেড় লক্ষের মতো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তা প্রচার করা হচ্ছিল। এসআইআর আবহে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভে মলম লাগাতে রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম পে কমিশন করে মহার্ঘভাতার দাবি চুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া অমিত শা'র সেই বক্তব্য ছিল বিজেপির প্রচারের অঙ্গ। কিন্তু এরই মধ্যে আচমকা জ্বালানি সংকটের গেরোয় কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায় বিজেপি। ঠিক সেইসময় মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কার্যত লুফে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা আক্রমণ করার রসদ পেয়ে গেল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নিকৃষ্টতম উদাহরণ বলে মন্তব্য করে বিজেপির রাজ্যসভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এক মিনিট নয় মানুষের এক সেকেন্ড লাগবে একটা বোতাম টিপে ভোট দিয়ে সরকার বদলাতে।'

> এক মিনিট নয় মানুষের এক সেকেন্ড লাগবে একটা বোতাম টিপে ভোট দিয়ে সরকার বদলাতে।
>
> -শমীক ভট্টাচার্য

দল মনে করে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ভোটের মুখে বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিকেই তা নিশ্চিতভাবেই অক্সিজেন জোগাবে। সেই লক্ষ্যেই আসন্ন ব্রিগেড সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পালটা আক্রামণ শানানোর পরিকল্পনা করছে বিজেপি। একই সঙ্গে রাজনীতির ময়দানে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আচমকা কেন মুখ্যমন্ত্রী এ ধরনের মন্তব্য করলেন তা এখনও স্পষ্ট নয় বিজেপির কাছে। দু-পক্ষই মনে করছে এতে ভোট রাজনীতিতে তাদের পাল্লাই ভারী হবে।

বঙ্গে ভ্রুকুটি কালবৈশাখীর

কলকাতা, ১২ মার্চ : বসন্তের খামখেয়ালি মেজাজের মাঝেই এবার রাজ্যে জোরালো কালবৈশাখীর ভ্রুকুটি! বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃহস্পতিবার উত্তর থেকে দক্ষিণ— গোটা রাজ্যেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আর সেই পূর্বাভাস অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধে নামতেই একপশলা স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল তিলোত্তমা!

হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, সাগর থেকে ধেয়ে আসা প্রচুর জলীয় বাষ্পের জেরেই আবহাওয়ার এই মারাত্মক ভোলবদল। উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে সমতলের জলপাইগুড়ি বা কোচবিহারে যেমন বৃষ্টির দাপট চলবে, তেমনই রেহাই পাবে না দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিও। বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। ফলে আগামী কয়েকদিন ছাতা ছাড়া বাইরে পা না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ!

ব্রিগেডে মোদির মঞ্চে বঙ্গ-সংস্কৃতি

কলকাতা, ১২ মার্চ: তৃণমূলের ছোঁড়া 'বাঙালি-বিরোধী' বা 'বহিরাগত' তকমা ঘোচাতে এবার খাস ব্রিগেডের ময়দানকেই হাতিয়ার করছে পদ্মশিবির! আগামী শনিবার কলকাতায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তাঁর এই হাই-ভোল্টেজ মেগা-সমাবেশের মঞ্চ এবার সেজে উঠছে আদ্যোপান্ত নিখাদ বাঙালিয়ানার মোড়কে। বাঙালি অস্মিতায় সরাসরি শান দিতে মূল মঞ্চের ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখা হচ্ছে ভবতারিণীর দক্ষিণেশ্বর মন্দির। শুধু কলকাতাই নয়, মঞ্চের আনাচে-কানাচে ফুটে উঠছে গোটা বাংলার ঐতিহ্য। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত টেরাকোটা শিল্প, গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের হাতির প্রতিচ্ছবি— সবই থাকছে মোদির এই মেগা-মঞ্চে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গবাসীকে 'আমি তোমাদেরই লোক' বার্তা দিতেই বিজেপির এই সুপরিকল্পিত কৌশল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে, বিজেপি বাংলার সংস্কৃতি ও বাঙালিদের সম্মান করে না। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনা এবং ভিনরাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্থার অভিযোগকে হাতিয়ার করে ঘাসফুল শিবিরের এই লাগাতার প্রচারের জবাব দিতেই মোদির মঞ্চে এই বঙ্গ-আবেগের ছড়াছড়ি।

গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে নবান্নের ১০ দফা

কলকাতা, ১২ মার্চ : আমজনতার হেঁশেলে যাতে কোনওভাবেই আগুন না লাগে, তার জন্য এবার রীতিমতো কোমর বেঁধে ময়দানে নামল রাজ্য সরকার। বুধবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর জরুরি বৈঠকের পর, বৃহস্পতিবারই গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে নবান্নের তরফে জারি করা হল কড়া ১০ দফার নির্দেশিকা বা এসওপি।

নবান্নের কড়া নির্দেশ, যুদ্ধের দোহাই দিয়ে রাজ্যে কৃত্রিম অভাব বা হাহাকার তৈরি করা চলবে না। সবার আগে প্রাধান্য পাবে সাধারণ গৃহস্থের রান্নাঘর, স্কুলের মিড-ডে মিল, অঙ্গনওয়াড়ি, সরকারি হস্টেল এবং হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতো জরুরি পরিষেবা। এই জায়গাগুলিতে যেন এক মুহূর্তের জন্যও রান্নার গ্যাসের জোগান বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলিকে। যাঁদের বাড়িতে মাত্র একটি সিলিন্ডার রয়েছে, সরবরাহের ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত হোটেল বা রেস্তোরাঁয় বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে কড়া রাশ টানল প্রশাসন।

পরিস্থিতির ওপর প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালাতে নবান্নে খোলা হয়েছে ২৪ ঘণ্টার স্পেশাল কন্ট্রোল রুম। এখান থেকেই তেল সংস্থা এবং জেলাগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা হবে। গোটা পরিস্থিতির রাশ নিজেদের হাতে রাখতে খোদ মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে একটি 'হাই-পাওয়ারড মনিটরিং কমিটি'। যেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা), কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের শীর্ষ আমলারা রয়েছেন। পেট্রোল, ডিজেল থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস রাজ্যে ঠিক কতটা মজুত আছে এবং কোথায় কালোবাজারি হচ্ছে, তার হিসেব রাখবে এই নজরদারি কমিটি।

গ্যাসের লাইনে একটু জিরিয়ে নেওয়া। কলকাতায় বৃহস্পতিবার। -পিটিআই।

সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কাটাতে এবং গ্যাস অমিল বা কালোবাজারির অভিযোগ সরাসরি নবান্নে জানাতে চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর। কোনও সমস্যায় পড়লে গ্রাহকরা ফোন করতে পারবেন টোল ফ্রি নম্বর ১০৭০, ল্যান্ডলাইন ০৩৩-২২১৪ ৩৫২৬ অথবা মোবাইল নম্বর ৮৬৯৭৯৮১০৭০-তে। নবান্নের তরফে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, অযথা আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত গ্যাস মজুত করবেন না। এছাড়াও ইতিমধ্যেই লালবাজারের তরফে শহরের প্রত্যেক থানাকে কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ব্যারাকগুলিকে ইন্ডাকশন, মাইক্রোওভেন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের অফিসের বাইরে রীতিমতো বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিকে আরজি কর মেডিকেল কলেজ, এসএসকেএম, সিউড়ি হাসপাতাল সহ বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে রান্নার গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ভোগ রান্নার পদেও কাটছাঁট করা হয়েছে। এমনকি ঐতিহ্যবাহী হিন্দু হস্টেলের আবাসিকরা বাধ্য হচ্ছেন বাইরে থেকে খাবার কিনে আনতে।

গ্যাস নিয়ে কালোবাজারি রুখতে এদিন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা বর্ধমান শহর সহ জেলার ২০টি জায়গায় অভিযান চালান। তবে একধাক্কায় লাভের মুখ দেখছেন ইন্ডাকশন বিক্রেতারা। এলগিন রোডের ইলেক্ট্রনিক গৃহস্থালি সরঞ্জামের দোকানের মালিক সুমিত রানা বলেন, 'আগে একটাও ইন্ডাকশন বিক্রি হত না। আর এখন জোগান দিয়ে উঠতে পারছি না।'

পৃথিবীর পাঠশালা

লাল কাঁকড়ার দখলদারি

রাস্তায় জ্যাম হলে আমরা বিরক্ত হই। কিন্তু সেই জ্যাম যদি গাড়ির বদলে কোটি কোটি কাঁকড়ার জন্য হয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিসমাস আইল্যান্ডে প্রতি বছর বর্ষার শুরুতে এমন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। জঙ্গলের ভেতর থেকে প্রায় পাঁচ কোটি লাল কাঁকড়া একযোগে সমুদ্রের দিকে রওনা দেয় ডিম পাড়ার জন্য। রাস্তাঘাট, বাড়ির উঠোন, এমনকি অফিস-কাছারির মেঝে— সব কিছুই এই লাল গালিচায় ঢেকে যায়। এই সময় কাঁকড়াদের রাস্তা পার হওয়ার সুবিধার জন্য প্রশাসন অনেক রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তাদের জন্য বিশেষ ব্রিজ এবং মাটির তলার সুড়ঙ্গও তৈরি করা হয়েছে। এক সপ্তাহের এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তারা পুরো দ্বীপের দখল নিয়ে নেয়।

মাটির তলার মাটির সৈন্য

মাটি খুঁড়ে জল বা খনিজ পাওয়া যায়। কিন্তু আস্ত এক সেনাবাহিনী যদি মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে আসে। ১৯৭৪ সালে চিনের জিয়ান প্রদেশে কয়েকজন কৃষক কুয়ো খোঁড়ার সময় মাটির তৈরি একটি অদ্ভুত মানুষের মাথা খুঁজে পান। খবর পেয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এসে খনন শুরু করতেই চোখ কপালে ওঠে সবার। মাটির নীচে সারি দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে প্রায় আট হাজার প্রমাণ মাপের সেনার মূর্তি। সঙ্গে আছে মাটির তৈরি ঘোড়া এবং রথ। এটি ছিল চিনের প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াং-এর সমাধি। সম্রাট বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পর পরকালেও তাঁর সুরক্ষার জন্য বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হবে। তাই প্রায় দুই হাজার বছর আগে তিনি এই টেরাকোটা আর্মি তৈরি করিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, আট হাজার সেনার প্রত্যেকের মুখের আদল আলাদা।

সমুদ্র যখন নীল আলোয় ভাসে

সমুদ্রের জল তো সাধারণত নীল বা সবুজ হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই জল যদি নিয়ন আলোর মতো জ্বলতে শুরু করে। মালদ্বীপের ভাধু দ্বীপে গেলে এমনই এক জাদুকরি দৃশ্যের সাক্ষী হতে পারবেন আপনি। রাতেরবেলা সমুদ্রের ঢেউ যখন বালিতে আছড়ে পড়ে, তখন মনে হয় যেন জলে লক্ষ লক্ষ নীল রঙের এলইডি বাতি জ্বলছে। এই জাদুকরি আলোর আসল কারণ হল জলে মিশে থাকা এক বিশেষ ধরনের আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা বা ফাইটোপ্লাঙ্কটন। বাইরের কোনও বাধা বা ঢেউয়ের ধাক্কা পেলেই এদের শরীর থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই নীল আলোর সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে বায়োলুমিনেসেন্স। অন্ধকার রাতে সৈকতে হাঁটলে পায়ের ছাপগুলোও নীল আলোয় জ্বলজ্বল করে ওঠে।

পাখির কাছে সেনার হার

যুদ্ধে সাধারণত এক দেশের সেনার সঙ্গে অন্য দেশের সেনার লড়াই হয়। কিন্তু ১৯৩২ সালে

অস্ট্রেলিয়া সরকার রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল একদল পাখির বিরুদ্ধে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কৃষকদের ফসল বাঁচাতে এই এমুর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। হাজার হাজার বিশাল আকৃতির এমু পাখি ফসলের খেত নষ্ট করছিল। কৃষকদের ডাকে সাড়া দিয়ে অস্ট্রেলীয় সেনা মেশিনগান নিয়ে মাঠে নামে। তারা ভেবেছিল এটা স্রেফ একটা শিকারের খেলা হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অন্য চিত্র। এমু পাখিগুলো এত দ্রুত দৌড়াতে পারত এবং এত সুশৃঙ্খলভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেত যে, মেশিনগানের গুলি তাদের গায়েই লাগত না। কয়েক হাজার রাউন্ড গুলি খরচ করে মাত্র কয়েকটি পাখি মারা সম্ভব হয়। শেষমেশ চরম অপদস্থ হয়ে সেনাপতি তাঁর বাহিনী গুটিয়ে নেন।

সংকটে স্বস্তি

প্রথম পাতার পর

সরকারের ভুল জ্বালানি নীতির কারণে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'ভারত কোন দেশ থেকে কতটা জ্বালানি আমদানি করবে, সে বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কেন থাকবে?'

এপস্টাইন ফাইল প্রসঙ্গে পেট্রোলিয়ামমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন রাহুল। বিরোধী বেঞ্চ থেকে বারবার 'এপস্টাইন, এপস্টাইন' স্লোগান ওঠে। বিরোধী দলনেতা বলেন, 'জ্বালানি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রতিটি রাষ্ট্রের ভিত্তি। আমরা কার থেকে তেল, গ্যাস কিনব, রাশিয়ার থেকে কিনব কি কিনব না সেসব ঠিক করার ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন তেল সরবরাহকারী দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে সেটা আমরাই ঠিক করব।'

সাধারণ মানুষের মনে তৈরি উদ্বেগ প্রশমিত করতে এবং জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন বা কালোবাজারি রুখতে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। কমিটিতে বিদেশমন্ত্রী এবং পেট্রোলিয়ামমন্ত্রীও আছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হলেও দেশে জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা এই কমিটির লক্ষ্য।

সংসদে এদিন 'সিলিন্ডার গায়েব, পিএম গায়েব' স্লোগান তোলেন বিরোধী সাংসদরা। তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা স্টিলের হাতা, খুন্তি, কড়াই ও প্যান হাতে বিক্ষোভ দেখান।

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংসদের বাইরে বলেন, 'আমাদের বিদেশনীতি, তেল নীতি বলে কিছুই নেই। সবই আমেরিকা ঠিক করছে।' অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গে কৃত্রিম ক্রাইসিস তৈরি করছে তৃণমূল।'

আগ্রহী স্বপ্না

প্রথম পাতার পর

এরই মধ্যে স্বপ্নাকে দলে নেওয়ার অন্যতম কারিগর গৌতম দেব দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ব্লক সভাপতি দিলীপ রায় সহ অন্যদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। তিনি এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি, স্বপ্নাকে নিয়ে কার কী ভাবনা, কে কী বলছেন পুরো রিপোর্ট নিয়েছেন। দিলীপ বলেন, 'গৌতমবাবু আমাদের ডেকেছিলেন। স্বপ্নাকে জেতাতে হবে বলে জানিয়েছেন। আমরা এই বিধানসভার মধ্যে থাকা চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বপ্নাকে লিড দেব। পুরনিগমের অধীনে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডের বিষয়টি সেখানকার নেতৃত্ব দেখবে।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীনে থাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডই তৃণমূলের দখলে রয়েছে। তারপরও এই ১৪টি ওয়ার্ডই তৃণমূলের সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। এই ১৪টি ওয়ার্ডে গত বিধানসভা নির্বাচনে ২১ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। লোকসভা ভোটেও এখান থেকে বিজেপিই লিড পেয়েছে। ফলে তৃণমূল এই ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যেই ছিল। তার ওপরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা থেকে এখানকার একাধিক কাউন্সিলার প্রার্থীপদের দাবিদার। স্বপ্নার প্রার্থী হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত ধরে নিয়ে এই দাবিদাররাও কার্যত নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। ফলে এই ১৪টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কতটা ভোট টানতে পারবে সেদিকেই সংশ্লিষ্ট মহলের নজর।

লাফিয়ে দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে চাষি, ব্যবসায়ীরা

যুদ্ধের আঁচ আলুর বস্তায়

সপ্তর্ষি সরকার ও ভাস্কর শর্মা

ধূপগুড়ি ও ফালাকাটা, ১২ মার্চ : যুদ্ধের ছায়া আলুতেও। অবাক লাগতে পারে। মনে হতে পারে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের প্রভাব আলুতে কেন পড়বে। আসলে আলুতে নয়, আলু ভরার ব্যাগে যুদ্ধের আঁচ। যে ব্যাগ তৈরির অন্যতম উপাদান কার্বন বাইপ্রোডাক্ট। যা আসে পেট্রোলিয়াম পণ্য (মূলত অপরিশোধিত তেল) থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ফলে টান পড়েছে সেই পণ্যের জোগানে।

গোদের ওপর বিষফোড়া হল, গত বছর আলুর বাজার মন্দা থাকায় আগাম ব্যাগ মজুত করেননি অনেক ব্যবসায়ী। ফলে মরশুম শুরু হতেই এখন আলুর ব্যাগের হাহাকার। সেই সুযোগে চড়চড় করে বাড়ছে ব্যাগের দাম। ধূপগুড়িতে আলু ব্যাগের কারবারি রাজীব দাস জানালেন, গত বছর এই সময় ১০ থেকে ১৩ টাকায় ব্যাগ বিক্রি হয়েছিল। এবার এক সপ্তাহ আগেও দাম ছিল ১২ থেকে ১৪ টাকা। কিন্তু গত এক সপ্তাহে সেই দাম বেড়ে ১৮ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।

ধূপগুড়ির চেয়েও বেশি দামে ব্যাগ বিক্রি হচ্ছে ইসলামপুর সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। আলুর ব্যাগ বিক্রির ব্যবসা অনেকটাই ধূপগুড়ির একচেটিয়া। এখান থেকে অন্য জায়গায় ব্যাগ যায়। রাজীবের কথায়, 'কোম্পানিতে যোগাযোগ করেও ব্যাগ মিলছে না। কাঁচামালের জোগানের অভাবে এই হঠাৎ দাম বৃদ্ধি।' সমস্যাটা আরও বেড়েছে আরও দাম বৃদ্ধির আতঙ্কে কেউ কেউ বেশি ব্যাগ কিনে মজুত করে রাখছেন বলে।

ধূপগুড়ি গাদং এলাকার আলুচাষি শংকর মণ্ডলের কথায়, 'চলতি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আলু তোলা শুরু করব। তখন প্যাকেট না পেলে মাথায় হাত পড়বে। ইতিমধ্যে আলু তোলার শ্রমিকদের বায়না করা হয়ে গিয়েছে। হিমঘরের দিনক্ষণও পেয়ে গিয়েছি। তাই ঝুঁকি না নিয়ে ২০ টাকা দরেই প্যাকেট কিনলাম। দিনদশেক আগে এই প্যাকেট ১৩ টাকা দাম করে গিয়েছিলাম।'

ফালাকাটায় আবার দিন কয়েক ধরে আলুর প্যাকেট নিয়ে কালোবাজারি শুরু হয়েছে। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী আলুর প্যাকেটের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

ধূপগুড়িতে এক দোকানে ব্যাগ কিনতে ভিড় আলুচাষিদের।

প্রতিবাদে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। ফালাকাটা ব্লক কৃষি আধিকারিক সুপ্রিয় বিশ্বাস আলুর ফলন ভালো হয়েছে জানালেও ব্যাগের দামবৃদ্ধির বিষয় জানেন না বলে জানিয়েছেন।

ব্যাগের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় এক গাড়িবোঝাই অর্থাৎ ২০০ প্যাকেট আলু ভরার খরচ বেড়েছে ১৬০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত। এদিকে, আলুর বাজার তলানিতে। চরম সংকটের মুখে দাঁড়ানো কৃষকদের কাছে ঘাড়ে চাপছে ব্যাগের অতিরিক্ত দাম। চলতি মরশুমে যে পরিমাণ আলুর ফলন হওয়ার কথা, তাতে শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় দু'কোটির বেশি ব্যাগ দরকার হবে।

লেনো ব্যাগ নামে আলু ভরার বস্তাগুলি পরিচিত। গোটা উত্তরবঙ্গের হিসেব কষলে আলুর জন্য এবার প্রয়োজন হবে নয় কোটিরও বেশি লেনো ব্যাগ। ফালাকাটায় ৮৬৫০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। কিন্তু ফলন, ঘরে আলু তোলার আনন্দ ছাপিয়ে এখন কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ প্যাকেটের দাম নিয়ে। কৃষকদের অভিযোগ, প্যাকেটের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। একদল অসাধু ব্যবসায়ী কম দামে প্যাকেট কিনে আগেই গুদামে ঢুকিয়ে রেখেছেন।

অন্যান্য বছর ব্যাগ প্রতি দু'টাকা লাভ করলেও ব্যবসায়ীদের আয় হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। সেই আয় এবার রকেট গতিতে ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু ব্যবসায়ীরা চেয়েও পর্যাপ্ত ব্যাগ পাচ্ছেন না প্রস্তুতকারকদের কাছে। ফালাকাটা ব্লকের রাইচেঙ্গার কৃষক সুধীর রায়ের কথায়, 'সার, বীজ এবং শ্রমিকের মজুরিতে বিঘাপ্রতি খরচ অনেক। অথচ এবার আলুর দাম শুরু থেকেই কম। তার ওপর প্যাকেটের দামও দ্বিগুণ।'

মূলত ওড়িশা সহ অন্য রাজ্য থেকে আমদানি হলেও দক্ষিণবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন বিহারের বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টরি থেকে নিয়মিত বাজারে ব্যাগ আসে। সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মোটা অঙ্কের টাকা লগ্নি করে আগাম কয়েক লাখ লেনো ব্যাগ মজুত করেন অনেক ব্যবসায়ী।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ধাক্কায় এখন বেদম সমস্যায় আলুচাষি, মজুতদার ও ব্যবসায়ীরা। রাজ্য সরকার এই সমস্যার প্রতিকারে এখনও কোনও পদক্ষেপ না করায় আশঙ্কা আরও বাড়ছে উত্তরবঙ্গের কৃষিবলয়ে।

বসন্তের দুপুরে বাদামওয়ারি গার্ডেনে। শ্রীনগরে বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

বিধানসভাভিত্তিক ফর্ম জমার দাবি পদ্ম শিবিরের

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : জেলা সদর দার্জিলিং নয়, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ভোটাররা যাতে বিধানসভাভিত্তিক আবেদন করতে পারেন সেই দাবি তুলল বিজেপি। এই দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদল এবং তার মাধ্যমে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে দাবিপত্র পাঠানো হয় বিজেপির তরফে। বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের নতুন করে আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে কমিশন। জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে আবেদন করতে হচ্ছে অফলাইনে। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমার ভোটাররা। কেননা, আবেদনের ক্ষেত্রে তাঁদের ছুটতে হচ্ছে দার্জিলিং। শংকর বলেন, 'ভৌগোলিকগত কারণে খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ির মতো এলাকার ভোটারদের দার্জিলিং গিয়ে ফর্ম জমা করা কঠিন। সে কারণে আমরা নির্বাচন কমিশনের অফিসে বিধানসভাভিত্তিক ফর্ম জমা নেওয়ার আবেদন করেছি। পাশাপাশি নাম বাদ পড়া ভোটারদের অনেকে অনলাইন বা অফলাইনে ফর্ম ফিলআপ করেননি। তাঁদের জন্য যাতে নির্বাচন কমিশন বাড়তি সময় দেয় তারও আবেদন জানিয়েছি। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট গাইডলাইন চাইছি।'

বিচারাধীন ভোটারদের নামও উঠতে শুরু করেছে ভোটার তালিকায়। কিন্তু অনলাইন ব্যবস্থায় তা দেখতে পারছেন না অনেক ভোটার। তাঁদের জন্য যাতে দ্রুত অফলাইন ব্যবস্থা করা হয়, সেই দাবিও এদিন তোলা হয় বিজেপির তরফে। নাম বিচারাধীন বা বাদ পড়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা অন্তর্ঘাত করে থাকতে পারেন বলেও এদিন আশঙ্কা প্রকাশ করেন শংকর। বিজেপি সূত্রে খবর, সমতলের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রতিনিধিরা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে নাম বাদ পড়া ভোটারদের ফর্ম জমা করবেন। নাম বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে বিজেপির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের দপ্তরে যাচ্ছেন। ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'কার্সিয়াং, মিরিক, দার্জিলিং সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এলাকার নেতারা ভোটারদের ফর্ম নিয়ে যাবেন। এই এলাকাগুলির অনেক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।'

জ্বালানি সমস্যা রুখতে সতর্কতা

কিশনগঞ্জ, ১২ মার্চ : কিশনগঞ্জে এখনও পর্যন্ত জ্বালানি গ্যাসের কোনও ধরনের সমস্যা না হলেও বৃহস্পতিবার জেলা শাসক বিশাল রাজ, পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার ও মহকুমা শাসক অনিকেত কুমারের নেতৃত্বে শহরে ও জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় গ্যাস ডিলারদের অফিস ও গুদামে অভিযান চালানো হয়। তবে অভিযানে কোনও ধরনের গড়মিল পাওয়া যায়নি। জেলা শাসক বলেন, 'বর্তমানে জ্বালানি গ্যাসের চাহিদা বেড়েছে। এই অবস্থায় যাতে কালোবাজারি শুরু না হয় তার জন্যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।' স্থানীয় গ্যাস ডিলার আনোয়ার ইউসুফ জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, বিহারের ডিজিপি বিনয় কুমারের নির্দেশে রাজ্যের সব জেলায় জ্বালানি গ্যাসের কালোবাজারি রোধে ও সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশনামা জারি হয়েছে। এই মর্মে কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার জানান, জেলায় এই ধরনের কোনও অবৈধ কাজের খবর নেই। পুলিশ এর জন্যে বিশেষ পদক্ষেপ করছে। এইদিন সন্ধ্যায় রাজ্য পুলিশের প্রধান দপ্তর থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়।

কোপ অনলাইন

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি পুলিশের সব থানাকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের সমস্যার বিষয়ে ফেরা যাক। টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা অরিজিৎ পাল এমনই এক সংস্থায় কাজ করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুটার নিয়ে তিনি বর্ধমান রোডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কথায় কথায় মন খারাপের বিষয়টি পরিষ্কার, '১৯০০ টাকার কমার্সিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার কালোবাজারে ৪০০০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই দামে কুলোতে না পেরে বেশ কয়েকটি ফাস্ট ফুডের দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ রেস্তোরাঁ ঠিকঠাক অর্ডার নিচ্ছে না। আর তাই আমাদের কাছেও সেভাবে অর্ডার আসছে না।' সেবক রোডের বাসিন্দা তরুণ কুমারও এমনই এক সংস্থায় কাজ করেন। তাঁর কথায়, 'যত বেশি ডেলিভারি, আমাদের ততই রোজগার। কিন্তু গত দু'দিনে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই অর্ডার কমেছে।' গ্যাস সিলিন্ডারের কারণে যদি ঠিকমতো অর্ডার না মেলে তবে অন্য কাজ দেখতে বাধ্য হবেন বলে তিনি জানালেন। হিসেব কষে অরিজিৎরা জানিয়েছেন, আগে যেখানে দিনে ২০টি অর্ডার আসত, যুদ্ধের বাজারে সিলিন্ডার সমস্যার কারণে সেই সংখ্যা অর্ধেকে নেমে গিয়েছে। সিলিন্ডারের অকালে বেশ কয়েকটি ক্লাউড কিচেনের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে। হোম ডেলিভারির কাজে যুক্ত এমন অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন।

হায়দরপাড়া সংলগ্ন স্বামীজি মোড়ের একটি ছোট রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম ১০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফুলেশ্বরী রেলগেটের কাছে একটি মিষ্টির দোকানে শিঙাড়ার পাশাপাশি মিষ্টির দামও বেড়ে গিয়েছে। এসএফ রোডের রেস্তোরাঁ মালিক নির্মল বললেন, 'কয়লাতে তন্দুর করাই, সেটি চালু রেখেছি। বাকি সব বন্ধ। হোটেল রুমে অতিথিরা থাকায় শুধু তাঁদের জন্য রান্না করা খাবার চালু রাখা হয়েছে।'

এদিকে, শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় রান্নার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারদের অফিসের সামনে লম্বা লাইন পড়ছে। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার সংগ্রহে রীতিমতো মারমার কাটকাট অবস্থা। পরিস্থিতি যাতে আয়ত্তের বাইরে না চলে যায় সেদিকে প্রশাসন কড়া নজর রেখেছে। শহরের বিভিন্ন থানার পুলিশকর্মীদের একেবারে ডিস্ট্রিবিউটারের গুদাম পর্যন্ত গিয়ে দেখে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত এক

করণদিঘি, ১২ মার্চ : বৃহস্পতিবার বিয়েবাড়ি থেকে টোটো করে ফেরার পথে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গ্রামীণ চিকিৎসকের। গুরুতর জখম পরিবারের চারজন সদস্য। মৃত গ্রামীণ চিকিৎসকের নাম হারুন আলি (৪৯)। বাড়ি করণদিঘি থানার কোয়াশপুর সংলগ্ন আলতাপুর গ্রামে। আহতদের নাম নাম হায়দার আলি, হানিশা পারভিন, বক্কর আলি এবং নাসিবুল আলি। এদিন রাত ৯.১৫ নাগাদ আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোতলবাড়ির সংলগ্ন বড়ুয়া পেট্রোল পাম্পের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক হারুনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই প্রসঙ্গে মৃতের ভাইপো ওমর ফারুক বলেন, 'বিহারের বলরামপুর থানার কালিয়াডাঙ্গি এলাকা থেকে ফেরার সময় রাজ্য সড়কের উপরে টোটোর সঙ্গে ধানবোঝাই লরির সংঘর্ষের ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।' পুলিশ লরি এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটোটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে।

মজুরি বৃদ্ধির আশ্বাসে গেট মিটিং তৃণমূলের

নাগরাকাটা, ১২ মার্চ : ভোটমুখী অসম এবং কেরলে মজুরি বৃদ্ধি হল চা শ্রমিকদের। দৈনিক ৪৮ টাকা বৃদ্ধিতে কেরলের চা শ্রমিকরা ১ এপ্রিল থেকে পাবেন ৫৪৬ টাকা। অন্যদিকে, ৩০ টাকা বৃদ্ধি হওয়ায় অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শ্রমিকরা নতুন অর্থবর্ষ থেকে পাবেন ২৮০ টাকা এবং বরাক ভ্যালির শ্রমিকরা ২৫৮ টাকা। ২০২৩ সালের ১ জুন শেষবারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে ১৮ টাকা মজুরি বেড়েছিল উত্তরবঙ্গে। এখন এখানকার শ্রমিকরা পান দৈনিক ২৫০ টাকা। অসম ও কেরলের মতো এরাজ্যেও নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। শ্রমিকদের মজুরির প্রসঙ্গকে নির্বাচনি প্রচারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বিরোধীরা। ভোট বাজারে এবার শ্রমিকদের দুয়ারে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসও। আগামী ১৬ ও ১৭ মার্চ দু'দিন আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলা মিলিয়ে প্রায় দেড়শো চা বাগানে গেট মিটিংয়ের ডাক দিল শাসকদলের চা শ্রমিক সংগঠন। নির্বাচনের পরই মজুরি ৫০ টাকা বাড়বে জানিয়ে শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতেই এমন পদক্ষেপ বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যদিও তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলছেন, 'দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পরই উত্তরবঙ্গের চা বাগানে ৫০ টাকা মজুরি বাড়ানো হবে। সে কথা শ্রমিকরা জানেন। গেট মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য বাগানগুলিতে শ্রমিকদের যে সমস্ত দাবিদাওয়া রয়েছে তা তুলে ধরা। সমস্ত দাবি যাতে নতুন অর্থবর্ষে পূরণ হয়, সেকথা মালিকপক্ষকে আবার জানিয়ে দেওয়া হবে। বকেয়া গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পদোন্নতি, শূন্যপদে নিয়োগের মতো নানা দাবি রয়েছে।'

জ্যান্ত পুড়িয়ে 'খুন' নার্সকে

কোচবিহার, ১২ মার্চ : 'পুড়িয়েই মারা হয়েছে আমাদের বাড়ির মেয়েকে।' পুলিশের কাছে এমনটাই অভিযোগ করলেন মৃত নার্সিং কর্মীর পরিবারের লোকজন। বৃহস্পতিবার মৃতা ছন্দা রায়ের (৩৫) দুই দাদা বাগডোগরা থেকে কোচবিহারে এসে পৌঁছান। এদিন দুপুরে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছন্দার ময়নাতদন্ত করা হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর তাঁরা বোনের মৃতদেহ নিয়ে বিকেলে বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা হন। অভিযুক্ত নিজেও আংশিক দগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

ছন্দার দাদা চন্দন রায় জানান, মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাঁর বোন রঞ্জিত রায়কে ভালোবেসে বিয়ে করেন। ইটাহারের শ্বশুরবাড়িতে থেকেই পরবর্তীতে বোন পড়াশোনা করেন এবং নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে সরকারি চাকরি পান। বোন এবং ভগ্নীপতির মধ্যে প্রায়শই মতবিরোধ লেগেই থাকত। বোনকে মারধর করার অভিযোগও করেন তিনি।

ট্রেনের উদ্বোধন

আলিপুরদুয়ার, ১২ মার্চ : শুক্রবার কামাখ্যা-চারাপল্লা অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেসের কোকরাঝাড় থেকে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে কোকরাঝাড়, গোঁসাইগাঁও হাট, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ১৪ মার্চ অমৃত ভারত প্রকল্পে কামাখ্যাগুড়ির নতুন স্টেশন উদ্বোধনের কথা রয়েছে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর।

দুই গায়ক মন্ত্রীর গপ্পো ও তৃণমূলের ভুল অঙ্ক

প্রথম পাতার পর

দলীয় মুখপত্রের সম্পাদক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গই করেছিলেন বালিগঞ্জে বেশি যাতায়াত করছেন বলে।

সদ্য বঙ্গবিভূষণ হওয়া বাবুলের নির্বাসনের পেছনে তাঁর সহযোগী গায়ক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের সূক্ষ্ম ভূমিকা থাকলে অবাক হব না। একদা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নিয়মিত ঘোরাঘুরি করা ইন্দ্রনীল এবং বাজপেয়ী-মোদির উচ্চকিত ভক্ত বাবুলের প্রকাশ্য গণ্ডগোল নবান্ন অফিসারদের কাছে চরম হাসির খোরাক ছিল। একদিকে দূরের বলাকা, অন্যদিকে কহো না প্যায়ার হ্যায়।

মন্ত্রী হিসেবে দুজনেই চূড়ান্ত ব্যর্থ বললেও কম বলা হয়। ইন্দ্রনীল বেশি বুদ্ধিমান। তিনি বুঝেছেন মমতা গান এবং অভিনয় নিয়ে খুবই আবেগতাড়িত। এটা মুখ্যমন্ত্রীর দুর্বলতম জায়গা, রাজনীতি বাদ দিলে। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি শুধু গানবাজনায় সময় দিয়েই নিজস্ব নম্বর বাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছেন 'কাছের বলাকা' হয়ে। যাকে বলে কাজী নজরুল ইসলামের কথায়, সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়া গেলে। গানের কথা বলো, আর নম্বর বাড়াও।

তৃণমূলের দুই গায়ক নেতা রাজনীতির চক্করে তাঁদের গানের জীবনটাকে নষ্ট করে দিলেন কার্যত। বিশেষ করে বাবুল সুপ্রিয়, কেননা তিনি জাতীয় স্তরের অতি পরিচিত নাম। ইন্দ্রনীলের না হয় বৃত্ত অতি ছোট ছিল, বাবুলের তো বড় ছিল। ছাব্বিশ বছর আগে হৃত্বিক রোশনের অভিষেক ফিল্মে তাঁর গান 'দিল নে দিলকো পুকারা' শুনেছিল কাশ্মীর থেকে কুমারিকা। এবং তারপর হাঙ্গামার 'পরী পরী', হাম তুমে 'হাম তুম', ফানার 'চান্দা চমকে' মাতিয়েছিল পুরো দেশ। অমিতাভ-জিতেন্দ্র থেকে আশা ভোঁসলে, সবার সঙ্গে শো করছেন গোটা দেশ ঘুরে।

সেই বাবুল যে কোন বুদ্ধিভ্রমে রাজনীতিতে এলেন তিনিই জানেন। রাজনীতিতে প্রচুর বিতর্কিত কথা বলেছেন এবং বিপদে পড়েছেন। পাঁচ বছর আগে বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হয়ে হেরে তিনি বলেছিলেন, তৃণমূলের জয় বাঙালির পক্ষে ঐতিহাসিক ভুল। তারপর সেই টুইট ডিলিট করতে হয়েছিল দ্রুত।

চালাক ইন্দ্রনীল কখনও এমন বিতর্কিত বলেননি। যা করেছেন চুপচাপ। সাংবাদিকদের সমালোচনা শুনে শুধু হাসতেন, 'পিঁপড়ে' দিয়েছ বলে! মানে পিঁপড়ের কামড়। ওরকম চুপচাপই নিজের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছেন গান মেলার অন্দরে, ওরকম চুপচাপই দখল করে নিয়েছেন গায়কদের সংগঠন অ্যাপ।

দুই গায়ক মন্ত্রীকেই পর্যটনমন্ত্রী হিসেবে দেখেছে বাংলা। রাজ্যের পর্যটনের সেরা অংশ উত্তরবঙ্গ অবশ্য দুজনকে কার্যত দেখতেই পায়নি। কীসের পর্যটনমন্ত্রী কে জানে ভাই!

দুই গায়ক মন্ত্রীর বেসুরো কাজকর্ম নিয়ে কথা অনেক হল। আসলে বাবুলকে নতুন রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে দেখে দুটো-তিনটে কথা মনে পড়ছে।

তৃণমূল ইদানীং রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে যাঁদের আনছে, অধিকাংশই ফ্লপ। অধিকাংশই তৃণমূলের সুরে বাজে না। হয় মাঝপথে সরে যান, না হয় পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। পার্টির কোনও লাভ হয় না। তার মানে নির্বাচনেই পুরো গলদ রয়েছে। এবারও তাই হলে অবাক হব না। নির্বাচিতদের সবাই কতটা মনেমনে তৃণমূল বা কতটা আসল কাজের, সন্দেহ থাকল। প্রবল সন্দেহ থাকল।

এক নম্বর উদাহরণ মিঠুন চক্রবর্তী। যাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতার রেশ নেই। মাঝে মাঝে কলকাতা এলেই মমতার নামে যা খুশি বলেন। অথচ মমতা তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন। এই যে নির্বাচন আসছে, আবার ডিস্কো ড্যান্সার মারবো এখানে... সংলাপ নিয়ে দেখা দেবেন!

এরপরেও তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্যরা পার্টিকে পরে বিব্রতই করে গেছেন। হয় উলটো সুরে গেয়েছেন, না হয় কিছুই করেননি কাজের কাজ।

উদাহরণ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ ত্রিবেদী, মৌসম নুর, জহর সরকার, লুই এডওয়ার্ডো ফেলেইরো। এঁরা দলকে বিপদে ফেলে কার্যত পালিয়ে গিয়েছেন। মৌসম তো অকাজের খনি, মালদাতেও একক গুরুত্ব তৈরি করতে পারেননি-- তৃণমূল বুঝতেই পারেনি এত বছরেও।

তাত্ত্বিক সুখেন্দুশেখর রায় মাঝে বিদ্রোহীসুলভ কথাবার্তা বলে, দলকে বিদ্রোহে ফেলে কাগজে প্রথম পাতায় জায়গা নিয়ে, আবার এখন শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে। শান্তা ছেত্রী, শান্তনু সেন, কেডি সিং, আবির বিশ্বাস, প্রকাশ চিকবড়াইক কোনও কাজেই লাগেননি পার্টির।

জহর সরকারের মতো বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ কেন গেলেন, কেন ফিরলেন, কেউ জানেন না। আরজি করের ঘটনার ধাঁধা তিনি ভালো করে না বুঝেই বিদ্রোহী হয়ে এখন নিশ্চিতভাবে হাত কামড়ান। বোঝেন, ওই প্রতিক্রিয়া একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। তিনিও তো সবার মতো চুপ। সুখেন্দুশেখর যেমন আরজি কর নিয়ে ভালো করে না জেনেই স্রোতে গা ভাসিয়ে বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

যোগেন চৌধুরী বা অর্পিতা ঘোষ কিছুই করেননি। সাকেত গোখলে বা সাগরিকা ঘোষকে দিয়েই বা কী লাভ হয়েছে তৃণমূলের? সুস্মিতা দেব— বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাতেই তিনি জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেননি বাবা সন্তোষমোহন দেবের চমকপ্রদ উত্তরাধিকার পেয়েও। বরাকে, এমনকি শিলচরেও সুস্মিতার প্রভাব শূন্য। কেন তিনি অসমে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারলেন না?

তৃণমূল দলটা বাংলা বাংলা করে, অথচ রাজ্যসভা নির্বাচনের সময় গোয়া থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফেলেইরোকে পর্যন্ত টেনে আনে। তখন লিয়েন্ডার পেজকে পতাকা তুলে দিয়ে প্রবল হইচই হল। এখন কোথায় লিয়েন্ডার পেজ, কালীঘাট-ক্যামাক স্ট্রিট-তৃণমূল ভবন জানে না। কাদের কথায় তারা মাঝে গোয়া, ত্রিপুরা, মেঘালয় বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছিল জানা নেই। সেখানে শুধুই টাকা নষ্ট করে, মুখ পুড়িয়ে, লোক হাসিয়ে ফিরে আসে শূন্য হাতে।

'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে— ফিরি হে দ্বারে দ্বারে। চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে।' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ব্রহ্মসংগীত। বাবুল সুপ্রিয় রেকর্ড করতে পারেন। ইন্দ্রনীল সেন পিয়ানোয় সুর তুলতে পারেন মুখ্যমন্ত্রীকে শোনানোর জন্য।

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র অভয় দাস পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে।

বন্যপ্রাণের ছবির প্রদর্শনী, আসছেন সব্যসাচী

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : অপ্টোপিকের উদ্যোগে আগামী ১৪-১৫ মার্চ রামকিঙ্কর হলে হবে দু'দিনের প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ ছবির প্রদর্শনী। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১৭০ জন ফোটোগ্রাফারের পাঠানো প্রায় ১১০টি ছবি প্রদর্শিত হবে এই প্রদর্শনীতে। সব্যসাচী চক্রবর্তীর তোলা ছবিও থাকবে প্রদর্শনীতে।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন অপ্টোপিকের সভাপতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তী, সম্পাদক সন্তু দত্ত সহ অন্যরা। দীপজ্যোতি বলেন, 'আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সব্যসাচী চক্রবর্তী। এ বছরও তাঁর তোলা ছবি প্রদর্শিত হবে প্রদর্শনীতে। ১৪ তারিখ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব। থাকবেন প্রধান অতিথি সব্যসাচী চক্রবর্তীও। ১৫ তারিখ বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি একটি প্যানেল আলোচনাও রয়েছে। বন্যপ্রাণের বাসস্থান সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেখানে। এছাড়াও কয়েকজন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, ফরেস্ট গার্ড এবং জলপাইগুড়ির পরিবেশপ্রেমী সংগঠনকে সংবর্ধনাও দেওয়া হবে এই অনুষ্ঠান থেকে। গতবছর বহু দৃষ্টিহীন পড়ুয়া প্রদর্শনীতে এসে অন্যের দৃষ্টিতে ছবি দেখে প্রশংসা করেছিল। আশা রাখছি এ বছরও ভালো সাড়া ফেলবে এই প্রদর্শনী।

ডাকাতির চেষ্টায় ধৃত ৩

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে বুধবার রাতে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে প্রদীপ দাস টিকিয়াপাড়া, নান্নু তিরকি বাগরাকোট এবং দীপক পাসোয়ান ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা। বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশ খবর পায় পিএনটি গলিতে কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। এরপর ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ডাকাতির উদ্দেশ্যেই অভিযুক্তরা ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : একাধিক দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার দুপুরে পথে নামেন এসএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। এদিন সংগঠনের সদস্যরা জংশন থেকে মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান। যদিও মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে মিছিল আসতেই পুলিশি বাধার মুখে পড়েন সংগঠনের সদস্যরা। পরে সংগঠনের তরফে মহকুমা শাসকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। এসএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক অঙ্কিত দে বলেন, 'বেশকিছু স্কুলে পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। এছাড়া বেশকিছু স্কুলের তরফে বাড়তি ফি নেওয়া হলেও তা এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। শীঘ্র পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে ড্রপআউট রুখতে চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ চালু করার দাবিও জানানো হয়েছে।'

শহরে মিছিল

ইসলামপুর, ১২ মার্চ : ১৩ মার্চ ধর্মঘটের সমর্থনে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর শহরে মিছিল করল রাজ্য সরকারি কর্মীদের যৌথ মঞ্চ। যৌথ মঞ্চ ও অন্য কর্মী সংগঠনের ডাকে রাজ্যের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তারই সমর্থনে এদিন মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে। পিডব্লিউডি মোড় থেকে শুরু হয়ে চৌরঙ্গি মোড় ঘুরে বাস টার্মিনাস পর্যন্ত এসে মিছিলটি শেষ হয়।

ধৃত এক

ইসলামপুর, ১২ মার্চ : ভুয়ো আইনজীবী সেজে মোটা টাকার বিনিময়ে অ্যাফিডেভিট করাতে গিয়ে বৃহস্পতিবার ধরা পড়লেন এক তরুণ। ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন, 'ওই তরুণকে আমরা হাতেনাতে ধরেছি। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' সৌমেন্দুর আরও সংযোজন, দীর্ঘদিন ধরেই এমন অভিযোগ আসছিল। তাতে আইনজীবীদের বদনাম হচ্ছিল। এদিন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

কাকভেজা মন শহর জল থইথই...

(১) দীনবন্ধু মঞ্চের সামনে। (২) হায়দরপাড়া মেইন রোড। (৩) হাসপাতাল রোড। (৪) জাবরাভিটা আন্ডারপাস। ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর ও সঞ্জীব সূত্রধর।

শোচনীয় নিকাশি ব্যবস্থা, বসন্তেই অশনিসংকেত

বুধবারের সন্ধ্যা এবং বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় দুই পশলা বৃষ্টিতে স্বস্তি এবং অস্বস্তি ছড়াল শহরে। প্রথম দিনের বৃষ্টিতে ধুলোর দাপট কমায় সকলে স্বস্তি পেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিতেই সেই স্বস্তি উধাও হয়ে যায়। বেআব্রু হয়ে পড়ে শহরের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, সঙ্গে দোসর হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোডশেডিং, আলোকপাত করলেন নিতাই সাহা।

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সন্ধ্যা-রাতের বৃষ্টিতে ফের বেআব্রু শহর শিলিগুড়ির নিকাশি ব্যবস্থা। বৃষ্টি চলাকালীন কোনটা রাস্তা এবং কোনটা নিকাশিনালা, বোঝার উপায় ছিল না পথচলতি শহরবাসীর। নিকাশিনালা উপচে জল রাস্তা দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায়, পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। সাধারণ মানুষকে নতুন করে বিপদের মুখে ফেলেছে ব্যাহত বিদ্যুৎ পরিষেবা। হায়দরপাড়া, বাঘা যতীন কলোনি সহ একাধিক এলাকা বৃহস্পতিবার রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ছিল। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় এই অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটেছে বঙ্গোপসাগর থেকে। যার ফলেই এই বৃষ্টি। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে আরও কয়েকদিন।

হাসপাতাল মোড় হয়ে চিল্ড্রেন পার্কের দিকে মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন অলোক পাল। তখন নিকাশিনালা উপচে জলস্রোত রাস্তায়। বাইক চালাতে সমস্যা হওয়ায় তিনি দাঁড়ালেন একটু উঁচু জায়গায়। জল নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'এটাই আমাদের শহর। এই শহরে ফি বছরই বর্ষার মরশুমে জমা জলের সমস্যা দেখা যায়। তবে এবার বর্ষা শুরুর আগেই বর্ষা পরিস্থিতি ফিরে এল। সমস্যা সমাধানে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। পুরনিগমের উদাসীনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা।' শুধু তিনি নন, পুরনিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আরও অনেকেই। অনেকের বক্তব্য, নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার না হওয়ায় এমন পরিস্থিতি। যে কারণে এদিনের বৃষ্টির জমা জলে আমজনতার দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। একপ্রকার রাস্তায় জমে থাকা নোংরা জল পেরিয়ে সাধারণ মানুষকে চলাফেরা করতে হয়েছে। এক গাড়িচালক নিকাশিনালা বুঝতে না পারায় গাড়ির চাকা নামিয়ে দেন নিকাশিনালায়। ঘটনাটি ঘটেছে আইটিআই মোড় সংলগ্ন একটি রাস্তায়।

এদিন শহরের দেশবন্ধুপাড়া থেকে শুরু করে বাবুপাড়া, হাসপাতাল মোড় থেকে চিল্ড্রেন পার্ক যাওয়ার রাস্তা, বাঘা যতীন পার্কের পিছনের রাস্তা, শিলিগুড়ি কলেজ ও শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনের রাস্তা সহ সেবক রোডের একাংশ, হায়দরপাড়া বাজার, নয়াবাজার, হিলকার্ট রোড সংলগ্ন বেশকিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টির জেরে হিলকার্ট রোড এলাকার একটি হোটেলে জল ঢুকে যায়। সেবক রোডে একটি শপিং মলের নীচে থাকা বেশকিছু দোকানও জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে হিলকার্ট রোড এলাকার এক ব্যবসায়ী পল্টু মৌলিক বলেন, 'নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই হোটেলে জল ঢুকে গিয়েছে।' দেওয়াল ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটে ২ নম্বর ওয়ার্ডে।

মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'হঠাৎ করে বৃষ্টির জেরে কিছু জায়গায় জল জমেছিল। অনেক সময় নিকাশিনালায় প্লাস্টিক আটকে জল জমে যায়। এদিন আমি বাবুপাড়া সহ কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলাম। কিছু সময় বাদেই জল নেমে যায়। তবে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে।' এ নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'পুরনিগমকে বারবার বলা সত্ত্বেও শহরের নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার হচ্ছে না। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমতে শুরু করেছে। আমার ওয়ার্ডেও বেশকিছু জায়গায় এদিন জল জমেছে। এই পুরনিগম দিশাহীন। কোনও প্রকার নাগরিক পরিষেবাই দিতে পারছে না পুর কর্তৃপক্ষ।'

যেসব এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে

দেশবন্ধুপাড়া থেকে বাবুপাড়া যাওয়ার রাস্তা

হাসপাতাল মোড় থেকে চিলড্রেন পার্ক যাওয়ার রাস্তা

বাঘা যতীন পার্কের পেছনের রাস্তা

শিলিগুড়ি কলেজ ও গার্লস স্কুলের সামনের রাস্তা

আন্ডারপাসে জল জমে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : দীর্ঘদিন পরে বুধবার রাতের স্বস্তির বৃষ্টিতেও দুর্ভোগ!

বুধবার রাতের বৃষ্টির জেরে জাবরাভিটা এলাকার আন্ডারপাস চত্বর জলমগ্ন হয়ে যায়। যার জেরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হয়। কেউ কেউ জল পেরিয়ে আন্ডারপাস পারাপার করলেও, অনেকেই ঘুরপথে যাতায়াত করেন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, একপশলা বৃষ্টিতে যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে বর্ষাকালে কী হবে?

এই পরিস্থিতিতে সকলেই শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এনিয়ে সরব হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও। যদিও এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাস্তা ও আন্ডারপাসের সংস্কার করা হবে। কিন্তু কবে? তা অবশ্য কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে বলতে পারেনি।

এনজেপি স্টেশন থেকে ইস্টার্ন বাইপাসে যেতে, ভিআইপি রোড ধরে এই আন্ডারপাস পেরোতে হয়। এছাড়াও জাবরাভিটা, বাড়িভাসা, সাহুডাঙ্গি ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের শিলিগুড়ি আসতে হলে ওই পথে যাতায়াত করতে হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আন্ডারপাসের রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকার পর প্রায় এক বছর আগে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ সংস্কারের কাজ শুরু করেছিল।

বাড়িভাসার বাসিন্দা শত্রুঘ্ন সাহানি বললেন, 'এই পথে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলন করার পর এসজেডিএ রাস্তা সংস্কার করে। কিন্তু বছর গড়ানোর আগেই রাস্তার হাল বেহাল হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে আন্ডারপাসের অবস্থায় তথৈবচ।' জাবরাভিটা এলাকার বাসিন্দা প্রেমচন্দ গুপ্তর কথায়, 'রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' আন্ডারপাসে জল জমে থাকায় বিনয় মোড় হয়ে চলাচল করতে হচ্ছে বলে জানালেন টোটোচালক সুজন বিশ্বাস।

আন্ডারপাসের রাস্তার এমন অবস্থা নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়কের বক্তব্য, 'ওই রাস্তা ও আন্ডারপাস নিয়ে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ উদাসীন। সাধারণ মানুষকে তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে।' যদিও দ্রুত ওই রাস্তাও সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'আন্ডারপাসের নকশায় ভুল রয়েছে। নতুন করে নকশা তৈরি করে সংস্কারের কাজ করা হবে। সেইসঙ্গে ভিআইপি রোডের সংস্কারও করা হবে। তবে এবার রাস্তার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হবে।'

২ মহিলা কোথায়, ধন্দে তদন্তকারীরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : ঢাকনিকাটা থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এখনও দুজন নিখোঁজ মহিলার কোনও খোঁজ মিলল না। প্রায় দেড় মাস নিখোঁজ থাকার পর গত ৮ মার্চ ঢাকনিকাটার ভাড়াবাড়িতে এসে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জেবিয়ার কুজুর। পরের দিন অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে চারদিনের হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ। তবে তাঁর স্ত্রী পূজা কুজুর ও আরেক মহিলা লক্ষ্মী রায় কোথায় সে বিষয়ে তদন্তকারী আধিকারিকরা স্পষ্ট কোনও তথ্য পাননি বলে সূত্রের খবর। এদিকে, বৃহস্পতিবার পুলিশ হেপাজত শেষে অভিযুক্তকে ফের আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। যদিও প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেছেন, 'আমরা কিছু ফোন নম্বর পেয়েছি। সেই ফোন নম্বরের সূত্র ধরে আমরা তদন্তে এগিয়ে চলেছি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে জেবিয়ার দাবি করেছেন, তাঁর স্ত্রী ঝংকার মোড়ে রয়েছেন। সেজন্যই তিনি ভাড়াবাড়ি থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র সেখানে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও সেখানে গিয়ে দেখা যায় কেউ নেই। এমনকি দেড় মাস কোথায় ছিলেন? এই প্রশ্ন করা হলে জেবিয়ার দাবি করেন, ঝংকার মোড়েই নাকি তিনি ছিলেন। যদিও সেখানে থাকার কোনও তথ্য পুলিশের হাতে আসেনি।

এদিকে, অভিযুক্তকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশকিছু ফোন নম্বর পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ওই ফোন নম্বরগুলির মধ্যে এই ঘটনায় প্রথমে গ্রেপ্তার হওয়া পার্বতী সরকার যে বাড়িতে থাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেই বাড়ির একজনের নম্বরও রয়েছে বলে পুলিশের দাবি। ইতিমধ্যেই সমস্ত ফোন নম্বর ট্র্যাকিং শুরু করেছে পুলিশ।

তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, লক্ষ্মী ও পূজা যেখানেই থাক, তাতে হয় তাঁরা নিজেরা বারবার জায়গা পরিবর্তন করছেন, নয়তো তাঁদের এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে পুলিশের কাছে এখন বড় চ্যালেঞ্জ এই দুজনের অবস্থান ট্র্যাক করে তাঁদের উদ্ধার করা। হয়তো তাহলেই এই ঘটনার আসল রহস্য উন্মোচন হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আধিকারিকরা এবিষয়ে বিশদে কিছু বলতে না চাইলেও, সূত্র মারফত যে খবর মিলেছে সেই লক্ষ্যেই আপাতত এগোচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

বিশ্ব কিডনি দিবসে র‍্যালি শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

কিডনি সমস্যা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : কিডনির সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিশ্ব কিডনি দিবসে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করল এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে সচেতনতামূলক র‍্যালি করা হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীরা।

চিকিৎসকরা বলছেন, কিডনির সমস্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। দেশে প্রতি ১০০ জন মানুষের মধ্যে ১০ জনের কিডনির সমস্যা ধরা পড়ছে। কিডনির সমস্যা খুব নিঃশব্দে শুরু হয়, ৯০-৯৫ শতাংশ কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত এই সমস্যার উপসর্গ বোঝা যায় না। নেফ্রোলজিস্ট বিজয় কিরণ বলছিলেন, ডায়াবিটিক-এর সমস্যা, হাইপারটেনসিভ-এর সমস্যা, তামাকজাত দ্রব্য সেবন করলে, বাড়িতে কারও কিডনির সমস্যা থাকলে তাঁদের একবার স্ক্রিনিং করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ কিডনির সমস্যা খুব নিঃশব্দে দানা বাঁধে। প্রথমদিকেই সমস্যা ধরা পড়লে এবং চিকিৎসা শুরু করলে অনেক সময় ডায়ালিসিস করার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই আমাদের আজকের এই কর্মসূচি।

অপরাধী ধরতে ডেটা ব্যাংক বানাচ্ছে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : শহরে অপরাধীদের সন্ধান পেতে ডেটা ব্যাংক তৈরি করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। ডেটা ব্যাংকে থাকবে কোথায় কোন রাস্তা রয়েছে, সেই রাস্তায় কোনও মার্কেট কমপ্লেক্স কিংবা প্রতিষ্ঠান রয়েছে কি না, কোথায় কোথায় গ্যারাজ রয়েছে, রাস্তায় কোথায় সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, তার পুঙ্খানপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বিষয়টা স্বীকারও করছেন মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারা। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'অপরাধমূলক ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ট্রাফিকের বিষয়টাকেও মাথায় রেখে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' গোটা প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গেও মিশে যেতে চাইছেন পুলিশকর্মীরা। ডনবসকো মোড়ের বাসিন্দা প্রিয়াংকা শর্মার পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকায় ভাড়ায় একটি গ্যারাজ রয়েছে। সম্প্রতি একটি অপরিচিত নম্বর থেকে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পরিচয় দিয়ে তাঁকে ফোন করা হয়। তাঁর কাছে গ্যারাজের তথ্য জানতে চাওয়া হয়। প্রিয়াংকার কথায়, 'এভাবে পুলিশ ফোন করবে, ভাবতেই অবাক লেগেছে।' একই ধরনের বক্তব্য খালপাড়ার এক আবাসনের অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মনোজ আগরওয়ালের। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছেও ফোন এসেছিল। এটা সত্যিই একটা খুব ভালো উদ্যোগ।' পুলিশকর্তাদের কথায়, বিভিন্ন সময় কোনও এলাকায় চুরি কিংবা অপরাধমূলক কোনও ঘটনা ঘটলে অনেক সময় সিসিটিভি-র প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে কার বাড়িতে সিসিটিভি রয়েছে, সেটা খুঁজতে হয়। যদিও ডেটা ব্যাংকের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করতে চাইছে পুলিশ। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথায়, 'সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের যত পারস্পরিক সম্পর্ক হবে, ততই শহরের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হবে।'

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা : উসকানিমূলক ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগে এক তরুণের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করল সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই তরুণের অ্যাকাউন্ট থেকে ধর্মীয় উসকানিমূলক পোস্ট করা হচ্ছিল বলে সাইবার ক্রাইম থানার সূত্রে জানা গিয়েছে।

চানাপট্টি মোড়ে গর্ত সারাই

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : বৃহস্পতিবার চানাপট্টি মোড়ে অবস্থিত একটি বিপজ্জনক গর্ত ঢালাই করে বুজিয়ে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলম খান কাজ পরিদর্শন করতে আসেন। গৌতম বলেন, 'এখানে একটা সমস্যা ছিল। সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। ছয় নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তা আমরা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলব।'

পুলিশের বিরুদ্ধে সরব আইনজীবী

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সেবক রোডে একটি দুর্ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন আইনজীবী অনুপ সরকার ও আইনজীবী মণীশ বারি। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বারি বলেন, 'রাতের সেবক রোড মৃত্যুর রাস্তা হয়ে গিয়েছে। রাত নয়টার পর ওই রাস্তায় কেউ যেতে ভয় পায়।' শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য বললেন, 'দুই পক্ষ অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত করে রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হবে। যে মিথ্যে অভিযোগ করেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।'

তাঁর অভিযোগ, পুলিশ এখন এজাহারের যথার্থ যাচাই না করেই নির্দোষ ব্যক্তিকেও মামলার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিনি গত রবিবারের দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন। গত রবিবার সেবক রোডে একটি গাড়ি একটি স্কুটিতে ধাক্কা মারলে তরুণ অঙ্কিত চৌধুরী আহত হন। তিনি গাড়িচালক কেতন গোয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। কেতন গ্রেপ্তার হন। পরে জামিন পেয়ে অঙ্কিতের বিরুদ্ধে ঝামেলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ করেন। আইনজীবীর অভিযোগ, 'সেই অভিযোগ পর্যালোচনা না করেই পুলিশ নানা ধারা জুড়ে দেয়। গাড়ি ব্রেক করার পর আমার মক্কেল গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে। এরপর স্থানীয়রা আমার মক্কেলকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অথচ অভিযোগে বলা হল, আমার মক্কেল পনেরো-কুড়িজনকে নিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করেছে। ভেতরে থাকা ল্যাপটপ চুরি করেছে। অভিযোগপত্র পেয়ে আইও তদন্ত করে কি জানতে পারেননি যে অঙ্কিত হাসপাতালে ছিল? অনুপ বলেন, 'তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে আমরা প্রয়োজনে উচ্চ আদালতেও যাব।'

প্রচণ্ড রোদেও তাজমহল দেখতে ভিড়। বৃহস্পতিবার আগ্রায়।

মোদির বাসভবনে ম্যারাথন বৈঠক

স্বচ্ছতাই মাপকাঠি, দিলীপ-অগ্নিমিত্রা প্রার্থী

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার অপেক্ষায় বাংলা। আর তার ঠিক আগেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে দিল্লির দরবারে বঙ্গ-বিজেপির ম্যারাথন তৎপরতা এখন তুঙ্গে। জেপি নাড্ডার বাসভবন থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সদর দপ্তর— বুধবার থেকে দফায় দফায় বৈঠকে বসছে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ সদ্য রাজ্য ঘুরে গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইঙ্গিত দিয়েছেন ১৫-১৬ মার্চের মধ্যেই ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হতে পারে। তাই দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই বাংলার ২৯৪টি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী, স্লোগান এবং প্রচার কৌশল চূড়ান্ত করতে কার্যত 'ডু অর ডাই' মেজাজে ঝাঁপিয়েছে দিল্লি।

সূত্রের খবর, বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার বাসভবনে প্রায় সাত ঘণ্টার দীর্ঘ কোর কমিটির বৈঠকে বাংলার শতাধিক আসন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরেও সেখানে ফের প্রায় ১৫০টি আসন নিয়ে আলোচনা চলে। এরপর সন্ধ্যায় খোদ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির মেগা-বৈঠকে বাংলা ও কেরলের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ার জল্পনা তুঙ্গে। জোড়া বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, জেপি নাড্ডা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, নীতিন নবীন, সুনীল বনসলের মতো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্যের তরফে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্য ও শুভেন্দু অধিকারীরা। প্রার্থী বাছাই নিয়ে এই মেগা-বৈঠকেই খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, 'প্রার্থী জিতবেন কি না, তা পরে দেখা যাবে। আগে দেখতে হবে এলাকায় তাঁর নাম বা ভাবমূর্তি কতটা ভালো। এলাকায় দুর্নাম রয়েছে, এমন কাউকেই আমরা টিকিট দেব না।'

দলের অন্দরের খবর, মোদির এই কড়া বার্তার পরই প্রার্থী নির্বাচনে তারকা-প্রীতির গ্ল্যামার-সর্বস্ব পুরোনো ছক থেকে বেরিয়ে আদ্যোপান্ত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির দক্ষ সংগঠক, পুরনো এবং তরুণ মুখদেরই অগ্রাধিকার দিচ্ছে দল। কয়েকটি হেভিওয়েট আসনের ব্লু-প্রিন্টও সামনে আসতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, খড়্গপুর সদরে বর্তমান তারকা-বিধায়ক হিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে ফেরানো হচ্ছে পোড়খাওয়া নেতা দিলীপ ঘোষকে। পাশাপাশি, আসানসোল থেকে অগ্নিমিত্রা পল এবং দক্ষিণ কাঁথি কেন্দ্রে দিব্যেন্দু অধিকারীর নামও কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে শীর্ষ নেতৃত্ব। আগামী শনিবার, ১৪ মার্চ কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে প্রধানমন্ত্রী মোদির মেগা-সমাবেশ দিয়েই শেষ হতে চলেছে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মোদির এই সভার পরই যেকোনো দিন রাজ্যে বাজতে পারে ভোটের বাঁশি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কড়া হুঁশিয়ারি, 'কে প্রার্থী হলেন তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, আমাদের একটাই লক্ষ্য— ওপরে পদ্ম আর নীচে নরেন্দ্র মোদি। ছাব্বিশের ভোটই হবে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিসর্জনের নির্বাচন।'

আদায় ১৯ হাজার কোটি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : মিনিমাম ব্যালেন্স না রাখলে গ্রাহকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে ব্যাংকগুলি। ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ব্যাংকগুলি প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করেছে।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বিগত তিনটি অর্থবর্ষে মিনিমাম ব্যালেন্স সংক্রান্ত জরিমানা বাবদ বেসরকারি ব্যাংকগুলি ১১ হাজার কোটি টাকা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ৮০৯৩ কোটি টাকা আদায় করেছে। জরিমানা আদায়ে শীর্ষে রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাংক।

তারেকের বার্তা

ঢাকা, ১২ মার্চ : বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের পথচলা শুরু হল বৃহস্পতিবার। সংসদের প্রথম অধিবেশনকে দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'দেশে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।' জাতীয় সংসদের নতুন স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন হাফিজউদ্দিন আহমদ এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কায়সার কামাল।

জ্ঞানেশ অপসারণে সই ১৯৩ সাংসদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিতর্কের আবহেই এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ দাবি করে সংসদে তাঁকে অপসারণের নোটিশ জমা দিচ্ছে বিরোধীরা। সূত্রের খবর, মোট ১৯৩ জন বিরোধী সাংসদ তাঁর অপসারণের দাবিতে নোটিসে সই করেছেন। এর মধ্যে ১৩০ জন লোকসভার এবং ৬৩ জন রাজ্যসভার সাংসদ। সংসদের বিধি অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রস্তাব আনতে লোকসভায় অন্তত ১০০ জন এবং রাজ্যসভায় ৫০ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন হয়। সেই নির্ধারিত সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি সাংসদের সমর্থন ইতিমধ্যেই জোগাড় করেছে বিরোধী শিবির।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সংসদের অন্তত একটি কক্ষে এই নোটিস জমা দেওয়া হবে। তবে সেটি লোকসভা না রাজ্যসভা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

নোটিশে ইন্ডিয়া জোটভুক্ত প্রায় সব দলের সাংসদেরাই সই করেছেন বলে সূত্রের দাবি। এমনকি বর্তমানে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটের অংশ না হলেও আম আদমি পার্টির সাংসদরাও এতে সমর্থন জানিয়েছেন। সংসদীয় ইতিহাসে এই প্রথমবার কোনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণের দাবি জানিয়ে এ ধরনের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।

- শুক্রবার সংসদে যে কোনও কক্ষে নোটিশ জমা দেওয়া হতে পারে
- ১৯৩ জন বিরোধী সাংসদ জ্ঞানেশ অপসারণের দাবিতে ওই নোটিশ সই করেছেন
- লোকসভায় অন্তত ১০০ জন এবং রাজ্যসভায় ৫০ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন

বিরোধীদের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সাতটি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে দায়িত্ব পালনে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, নির্বাচনী জালিয়াতির তদন্তে ইচ্ছাকৃত বাধা সৃষ্টি এবং বিপুল সংখ্যক ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতো অভিযোগও রয়েছে।

মার্কিন জাহাজে হামলা, মৃত্যু ভারতীয়র

হরমুজ বন্ধই, যুদ্ধংদেহি মোজতবা

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১২ মার্চ : আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিধ্বংসী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও তেহরান তার অনমনীয় এবং আক্রমণাত্মক মেজাজ বজায় রেখেছে। একদিকে হরমুজ প্রণালীতে কঠোর সামরিক অবস্থান, অন্যদিকে শান্তি ফেরাতে তিনটি সুনির্দিষ্ট কূটনৈতিক শর্ত পেশ করে ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তার সদিচ্ছা দেখিয়েছে।

আমেরিকা ও ইজরায়েলের সাঁড়াশি আক্রমণের ১৩তম দিনে মধ্যপ্রাচ্য আরও তেতে উঠেছে। বৃহস্পতিবার প্রথম প্রকাশ্য বার্তায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের নবনিযুক্ত শীর্ষনেতা মোজতবা খামেনেই। তিনি সাফ জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, অন্যথায় সেগুলিতে সরাসরি হামলা চালানো হবে। 'হরমুজ প্রণালী' নিয়েও তাঁর অবস্থান অত্যন্ত কড়া। কৌশলগত জলপথটিকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে সেটিকে বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছেন মোজতবা। পাশাপাশি মিনাব শহরের বালিকা বিদ্যালয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ১৬৮ জনের মৃত্যুর ঘটনা যে তাঁরা ভুলছেন না, সেটাও স্পষ্ট তাঁর কথায়। তিনি চরম প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমরা ইরানিদের রক্তের বদলা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।'

এখানেই না থেমে, তেহরানের তরফে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২০০ ডলারে পৌঁছোতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, ইরানের নৌ ও বিমান শক্তি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেদেশের আকাশ পুরোপুরি কবজা করে ফেলেছে মার্কিন বিমানবাহিনী। বস্তুত ইরানে নাকি আক্রমণ করার মতো তেমন কোনও কাঠামোই আর অবশিষ্ট নেই। ফলে যুদ্ধ আর বেশিদিন চলবে না বলে ইঙ্গিত তাঁর।

কিন্তু ট্রাম্পের দাবিকে 'ফাঁকা আওয়াজ' বলে উড়িয়ে দিয়েছে তেহরান। তারা জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখনও ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর হাতেই রয়েছে। তাদের নির্দেশ অমান্য করে জাহাজ তো দূরের কথা, সেখানে একটি মাছি পর্যন্ত গলার উপায় নেই। এ পর্যন্ত মার্কিন মালিকানাধীন 'সেফসি বিষ্ণু' সহ অন্তত ১৪টি বাণিজ্যিক জাহাজ ইরানি হামলার মুখোমুখি হয়েছে। ইরাকের জলসীমায় ঢুকে 'আত্মঘাতী নৌকা' দিয়ে হামলা চালানো হয় সেফসি বিষ্ণুতে। তাতে মৃত্যু হয় এক ভারতীয় নাবিকের। তবে তাঁর নাম-পরিচয় বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। ট্যাংকারে থাকা ১৪ জন ভারতীয় সহ বাকি ২৭ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।।

- ইরানের বৈধ অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
- যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ
- ভবিষ্যতে আর কোনও আগ্রাসন হবে না এমন মজবুত ও নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি

আমরা ইরানিদের রক্তের বদলা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।
মোজতবা খামেনেই

ইরানের আগ্রাসী মেজাজ দেখে জল্পনা ছড়িয়েছে, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালটা হামলা চালাতে তেহরান নাকি চিনের উপগ্রহব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে। দুই রাষ্ট্রে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাতে চিনের 'বেইদু' উপগ্রহব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছে ইরান। এদিকে যুদ্ধোন্মাদনা পূর্ণমাত্রায় বহাল থাকায় তেলের দাম আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কায় কাঁপুনি ধরে গিয়েছে গোটা বিশ্বের।

তবে এতকিছুর পরেও শান্তির রাস্তা খুলতে কিছু প্রস্তাব এসেছে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের তরফে। রাশিয়া ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি জানিয়েছেন, 'ইরান যুদ্ধ চায় না, তবে তার সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনও আপস করবে না।'

সংঘাত বন্ধে তেহরান তিনটি শর্ত দিয়েছে। প্রথমত, ইরানের বৈধ অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। এবং তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে আর কোনও আগ্রাসন হবে না এমন মজবুত ও নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক স্তরে উপসাগরীয় সংকটের প্রতিক্রিয়া তীব্র। বিশ্ববাজারে তেলের জোগান স্বাভাবিক রাখতে 'ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি' (আইইএ) তাদের কৌশলগত মজুত থেকে ৪০ কোটি ব্যারেল তেল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্বিমুখী নীতি নিয়েছে ভারত। একদিকে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে, কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে হরমুজ প্রণালীর তালা খোলার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে এস জয়শংকরের কথাবার্তার পর তেলবাহী জাহাজ 'শেনলং'-কে নিরাপদে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে তেহরান। পাশাপাশি অশোধিত তেল নিয়ে আরও একটি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে বুধবার মুম্বই বন্দরে পৌঁছেছে। টানা তেরো দিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতে ২,০০০-এর বেশি মানুষের প্রাণহানি এবং বিশ্বজোড়া জ্বালানি সংকটের মুখে ইরানের 'দৃঢ়তা ও সদিচ্ছা' যুদ্ধের মেঘ ওড়াতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার।

পেশোয়ারে মার্কিন তালা

ওয়াশিংটন, ১২ মার্চ : স্থায়ীভাবে বন্ধ হচ্ছে পাকিস্তানের পেশোয়ারের মার্কিন কনসুলেট। ট্রাম্প জমানায় বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক পরিকাঠামো পুনর্গঠন এবং ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবেই এই কড়া সিদ্ধান্ত। এর ফলে বছরে অন্তত সাড়ে ৭ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে আমেরিকার। ইরানে মার্কিন হামলার জেরে বিক্ষোভে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা এই অফিসের ১৮ জন মার্কিন ও ৮৯ জন স্থানীয় কর্মীকে করাচি, লাহোর ও ইসলামাবাদে সরানো হচ্ছে।

দেশে ফিরলেন ভারতীয়রা!

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : ইরান-কেন্দ্রিক যুদ্ধের জেরে মধ্যপ্রাচ্যে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরাতে মরিয়া সাউথ ব্লক। বুধবার থেকে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো এবং বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটের মাধ্যমে জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। এদিন লেবাননের বেইরুট থেকে ১৭৭ জন এবং কাতার থেকে ৫০০-র বেশি ভারতীয়কে নিরাপদে নয়াদিল্লি ও মুম্বইয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আটকে পড়াদের জন্য বৃহস্পতিবার আরও দুটি বিশেষ উড়ানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কারখানায় দগ্ধ ২৬

লখনউ, ১২ মার্চ : উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় একটি ইলেক্ট্রিক মিটার তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২৬ জন শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার সময় কারখানায় প্রায় ২৪০ জন কর্মী ছিলেন। খবর পেয়ে দমকলের ৩০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাচ ভেঙে আটকে পড়া কর্মীদের উদ্ধার করে। ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি প্রাণ বাঁচাতে উঁচু থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে অনেকেই মারাত্মক জখম হয়েছেন। আগুন লাগার কারণ এখনও অজানা।

রাডার এড়িয়ে নিঃশব্দে ট্যাঙ্কার এল মুম্বইয়ে

মুম্বই, ১২ মার্চ : হরমুজ প্রণালীর উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে বুধবার মুম্বই বন্দরে এসে নোঙর করল বিশালাকার তৈলবাহী ট্যাংকার শেনলং সুয়েজম্যাক্স। সৌদি আরবের রাস তানুকা বন্দর থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল নিয়ে আসা এই জাহাজটিকে ঘিরে এখন রীতিমতো চর্চা চলছে। কারণ, মাঝসমুদ্রে যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অতি-ঝুঁকিপূর্ণ হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার সময় জাহাজটি দীর্ঘক্ষণ রাডারের বাইরে ছিল। একে নৌ-বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হচ্ছে 'ডার্ক মোড'।

লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী তেলের ট্যাংকারটির ক্যাপ্টেন একজন ভারতীয় বলে জানা গিয়েছে। ইরানের তরফে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই জাহাজটি হরমুজ প্রণালী পার হয়। মেরিটাইম ট্র্যাকিং ডেটা জানাচ্ছে, ৮ মার্চ শেষবার হরমুজ প্রণালীতে জাহাজটির সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। এরপরই শুরু হয় 'গো ডার্ক'। এর অর্থ ধীরগতিতে জাহাজটি নিঃশব্দে এগোবে। যার অবস্থান, গতিপথ এবং গতি সম্পর্কে তথ্য অন্যান্য জাহাজ ও পর্যবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছোবে না।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, অবৈধ কাজকর্ম করতে ট্র্যাকিং সিস্টেম

'গো ডার্ক মোডে' সাফল্য

থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য অনেক সময়ই জাহাজ 'ডার্ক শিপ' মোডে চলে যায়। কিন্তু লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী এই জাহাজের ছিল মরণবাঁচন সমস্যা। চুপিসারে যাত্রার জন্য 'গো ডার্ক' মোডে চলে যায় জাহাজটি। যখন কোনও জাহাজ নিরাপত্তার খাতিরে বা বিপদের আশঙ্কায় স্বেচ্ছায় এই এআইএস সিস্টেম বন্ধ করে দেয়, তখন তাকে বলা হয় 'ডার্ক মোড'-এ চলে যাওয়া। এতে স্যাটেলাইট বা ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্মগুলো জাহাজটির অবস্থান আর খুঁজে পায় না। অর্থাৎ, জাহাজটি সমুদ্রের বুকে অনেকটা 'অদৃশ্য' হয়ে যায়। বর্তমানে ইরান ও ইজরায়েল-আমেরিকা সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত উত্তপ্ত। বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই সরু জলপথ দিয়েই যাতায়াত করে। গত দুই সপ্তাহে এই এলাকায় অন্তত ১৬টি জাহাজে হামলা হয়েছে। শুধুমাত্র ভারত নয়, চিন ও জাপানের দিকে যাওয়া আরও অন্তত ছয়টি বিশালাকার জাহাজ গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে 'ডার্ক মোড'-এ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সমুদ্রপথে এই অদৃশ্য হওয়ার খেলা আর কতদিন চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা।

রূপকথার রাজ্য... মুম্বইয়ে বৃহস্পতিবার।

নিশানায় ভারত সহ ১৬ দেশ

ফের শুল্ক হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ মার্চ : শুল্ক নিয়ে ফের চোখ রাঙানি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পর নিজের গোঁ বজায় রাখতে নতুন পথে হাঁটছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন উৎপাদকদের স্বার্থরক্ষায় এবার ভারত, চিন সহ বিশ্বের ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের বিরুদ্ধে নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে ওয়াশিংটন। ১৯৪৪ সালের 'সেকশন ৩০১' আইনের আওতায় এই তদন্তের মূল লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা বা 'এক্সেস ক্যাপাসিটি' খতিয়ে দেখা।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার জানিয়েছেন, ভারত ও চিন ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলি। ওয়াশিংটনের অভিযোগ, নিশানায় থাকা দেশগুলির বিশেষ শিল্পনীতি ও ভরতুকির কারণে বিশ্ববাজারে পণ্যের জোগান চাহিদার তুলনায় বেশি হয়ে যাচ্ছে, যা সরাসরি ক্ষতি করছে মার্কিন শিল্প ও কর্মসংস্থানের।

পাশাপাশি গায়ের জোরে শ্রম বা 'ফোর্সড লেবার' ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও পৃথক একটি তদন্ত শুরু হয়েছে যা প্রায় ৬০টি দেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে এই তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে নতুন করে আমদানি শুল্ক চাপানোর পরিকল্পনা রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের। এর জেরে বিশ্ব বাণিজ্যে ফের বড় ধরনের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

'জলজ্যান্ত ছেলের মৃত্যু দেখার কষ্ট সীমাহীন'

গাজিয়াবাদ, ১২ মার্চ : দীর্ঘ ১৩ বছরের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে গাজিয়াবাদের তরুণ হরিশ রানার নিষ্কৃতি মৃত্যুর অনুমতি দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। ২০১৩ সালে রাখিবন্ধনের দিন হস্টেলের পাঁচতলা থেকে পড়ে গিয়ে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেধাবী ছাত্র স্থায়ীভাবে অচেতন (পিভিএস) হয়ে যান। এরপর থেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী হরিশকে কৃত্রিম উপায়ে পাইপের মাধ্যমে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল।

হরিশের বাবা অশোক রানা অশ্রুসজল চোখে জানিয়েছেন, চোখের সামনে প্রতি মুহূর্তে ছেলেকে কষ্ট পেতে দেখা এবং তিলে তিলে শেষ হতে দেখার যন্ত্রণা অসহনীয়। তাঁর কথায়, 'জলজ্যান্ত ছেলের মৃত্যু দেখার কষ্ট সীমাহীন, কিন্তু মৃত্যুই এখন একমাত্র ওকে এই দীর্ঘ ভোগান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে।' চিকিৎসার বিপুল খরচ বহন করতে গিয়ে কার্যত ঘটিবাটি বেচতে হয়েছে পরিবারকে।

বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ মানবিকতার খাতিরে এই রায় দেয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, দিল্লি এইমসে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সসম্মানে হরিশের লাইফ সাপোর্ট ধাপে ধাপে সরিয়ে নেওয়া হবে। হরিশের বাবা আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এবার প্রকৃতির কোলেই তাকে সঁপে দিলাম। সেখানেই সে ভালো থাকবে।'

ভেজাল দুধের বলি ১৩

হায়দরাবাদ, ১২ মার্চ : অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার লালচেরুভুর, স্বরূপনগরে ভেজাল দুধ খেয়ে মৃত্যু হল ১৩ জনের। ১১ জনের অবস্থা গুরুতর। পরিস্থিতির মোকাবিলায় জরুরি স্বাস্থ্যশিবির খুলেছে অন্ধ্রের স্বাস্থ্য দপ্তর। সংশ্লিষ্ট দু'জায়গাতেই চিকিৎসক ও নার্সদের পাঠানো হয়েছে।

ডাক্তারি পরীক্ষায় অসুস্থ ছ'জনের রক্তে ইউরিয়া লেভেল মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়া ধরা পড়েছে। বেড়েছে ক্রিয়েটিনিন। ফরেন্সিক রিপোর্ট বলছে দুধে পাওয়া গিয়েছে ইথিলিন গ্লাইকল নামে এক বিষাক্ত রাসায়নিক।

একটি সূত্র জানিয়েছে, গ্রামবাসীদের দুধ নিয়ে প্রথম সন্দেহ হয় গত ২২ ফেব্রুয়ারি। সেদিন কয়েকজন প্রবীণকে পেটব্যথা ও বমির কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুধ খাওয়ার পরেই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এখানকার মানুষ বরলক্ষ্মী ডেয়ারি ফার্ম থেকে দুধ নেন।

মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.২১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : দেশে ফের বাড়ল খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতে এই হার বেড়ে হয়েছে ৩.২১ শতাংশ। জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ২.৭৪ শতাংশ। পরিসংখ্যান মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি গ্রামীণ এলাকায় মূল্যবৃদ্ধির হার বেড়ে হয়েছে ৩.৩৭ শতাংশ। জানুয়ারিতে এই হার ছিল ২.৭৩ শতাংশ। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে ফেব্রুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.০২ শতাংশ হয়েছে। যা জানুয়ারিতে ছিল ২.৭৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রিজার্ভ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ৪ শতাংশ হলেও লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ে আশঙ্কার কারণ রয়েছে। ইরান যুদ্ধের কারণে আগামীদিনে মূল্যবৃদ্ধি আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা।

মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ায় এদিন শেষলগ্নে ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারও। দিনের শেষে সেনসেক্স ৮২৯.২৯ পয়েন্ট নেমে ৭৬০৩৪.৪২ পয়েন্টে এবং নিফটি ২২৭.৭০ পয়েন্ট নেমে ২৩৬৩৯.১৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এদিন যেসব সংস্থার শেয়ারদরে উল্লেখযোগ্য পতন হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, আইসার মোটর, মারুতি সুজুকি, বাজাজ ফিন্যান্স, আল্ট্রাটেক সিমেন্ট ইত্যাদি।

কাতর আর্তি

ভোপাল, ১২ মার্চ : চড়া রোদে মাটিতে পড়ে ধনে আর সর্ষের বস্তা। কাঁদতে কাঁদতে কৃষকের আর্তি, 'দয়া করে আমার ফসলটা কিনুন। টাকা না পেলে কাল মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে।' মেয়ের বিয়ে দিতে বাবার এই করুণ আর্তির দৃশ্যটি ধরা পড়েছে মধ্যপ্রদেশের গুণা জেলার এক মান্ডিতে।

ফসল বিক্রি করতে মান্ডিতে গিয়েছিলেন কৃষক গিরিরাজ যাদব। অভিযোগ, কুইন্টাল প্রতি তাঁর ধনের দাম ওঠে ৫৭০০ টাকা। কিন্তু মান্ডির ইনস্পেকটর রাজকুমার শর্মা রসিদে ৩০০ টাকা দাম কমিয়ে লেখেন। গিরিরাজ প্রতিবাদ করতেই তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেন ইন্সপেকটর।

বিভেদ ভুলে মরুশহরে সম্প্রীতির সুর

মিঠি, ১২ মার্চ : রমজান মাসে ধর্মীয় সম্প্রীতির মিঠে বোল শোনা যাচ্ছে সিন্ধু প্রদেশের মিঠিতে। পাকিস্তান বলতেই চোখের সামনে যে ধর্মীয় কড়াকড়ির ছবি ভেসে ওঠে, থরপারকার মরুভূমির শহরটি যেন সেই বৃত্তের বাইরে। সেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়েও অনেক বড় ব্যাপার মানবতা। তাই রমজানের উপবাসে ও ইফতারে অনায়াসে শামিল হয়েছেন হিন্দু ভাইরাও।

৪৮ বছর বয়সি সমাজকর্মী প্রতাপ শিবানী এবার কেবল শখের বশে নয়, বরং সম্প্রীতির টানে গোটা মাসই রোজা রাখছেন। তিনি একা নন, স্থানীয় রাজনীতিবিদ সুশীল মালানিও গর্বের সঙ্গে শামিল হয়েছেন এই সংযমী প্রার্থনায়। প্রতাপের কথায়, 'ধর্ম পরে, আগে মানুষ।'

মজার ব্যাপার, পাকিস্তানের ৯৬ শতাংশ মানুষ মুসলিম হলেও মিঠির ৬০ হাজার বাসিন্দার অধিকাংশই হিন্দু। কিন্তু সেখানে বিভেদের বদলে সম্প্রীতির সুর। শহরের সুফি মাজারে ইফতারের ফল আর শরবত নিয়ে প্রতিদিন সানন্দে হাজির হন হিন্দু পরিবারের সদস্যরা। এমনকি খাবারের পসরা সাজিয়ে বসা রমেশ কুমারও দিনভর তাঁর চাকাওয়ালা গাড়িটি ঢেকে রাখেন মুসলিম বন্ধুদের রোজার সম্মানে।

শহরটিতে গোরুগুলিও বেশ আয়েশ করে ঘুরে বেড়ায়, আর মন্দির-মসজিদ-মাজারগুলি গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সমাজমাধ্যমে অষ্টপ্রহর 'ধর্ম গেল' শোরগোল চললেও থর মরুভূমির এই প্রত্যন্ত কোণে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মেশে আজানের সুর।

ভালভের্দের ঝড়ে বিধ্বস্ত ম্যান সিটি

চেলসিকে পঞ্চবাণ পিএসজি-র

মাদ্রিদ, ১২ মার্চ : রিয়াল মাদ্রিদের তৃতীয় গোলটি হওয়ার পরেই গ্যালারিতে থাকা ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে লাফ দিয়ে উঠলেন। একরাশ বিস্ময় নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আরেক রিয়াল তারকা জুডে বেলিংহ্যাম। অন্যদিকে চোখে-মুখে একরাশ হতাশা গ্রাস করেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকে।

এমবাপে, বেলিংহ্যামদের চোটে রিয়াল এখন কার্যত মিনি হাসপাতাল। সবেধন নীলমণি ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকেও অনেকটাই নিষ্প্রভ লেগেছে। কিন্তু তারপরেও বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ম্যান সিটির বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয় রিয়াল মাদ্রিদের। সৌজন্যে দলের অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দে। মাদ্রিদ সমর্থকদের আদরের 'এল ফ্যালকন'।

ম্যাচের ২০ মিনিটেই প্রথম গোল রিয়ালের। গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়ার লম্বা পাস ধরে ম্যান সিটি গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মাকে কাটিয়ে ফাঁকা গোলে ফিনিশ ভালভের্দের। ২৭ মিনিটে ভিনিসিয়াসের পাস থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান মাদ্রিদ অধিনায়ক। এখানেই শেষ নয়, ৪২ মিনিটে আরও একবার ভালভের্দে ম্যাজিক। ব্রাহিম দিয়াজের পাস রিসিভ না করে ডান পায়ের আলতো টোকায় ম্যান সিটি ডিফেন্ডার মার্ক গুহিকে কাটিয়ে জোরালো শটে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন রিয়াল অধিনায়ক। যে গোল দেখে গ্যালারিতে থাকা কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের মুখে চওড়া হাসি। দশ বছর আগে রিয়ালের কোচ থাকার সময় তাঁর হাত ধরেই স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে পা রেখেছিলেন ভালভের্দে।

দ্বিতীয়ার্ধে ভিনিসিয়াস পেনাল্টি নষ্ট না করলে ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত রিয়াল। যদিও প্রথম লেগ ৩-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়েই রেখেছে আলভারো আরবেলোয়ার দল।

এদিকে রিয়ালের দুরন্ত জয়ের মাঝেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে চেলসিকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। লুইস এনরিকের দলের হয়ে কভিচা কাভারাস্কেইয়া জোড়া গোল করেন। এছাড়াও স্কোরশিটে নাম তুলেছেন ওসমানে ডেম্বেলে, ভিতিনহা ও ব্র্যাডলি বার্কোলা। চেলসির হয়ে গোল করেন মালো গুস্তো ও এনজো ফার্নান্ডেজ। এই চেলসির কাছেই বিশ্ব ক্লাব কাপ ফাইনালে হারতে হয়েছিল পিএসজি-কে। প্রথম লেগের ম্যাচে তারই প্রতিশোধ নিলেন ডেম্বেলেরা।

অন্যদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের রূপকথার দৌড় অব্যাহত রেখেছে নরওয়ের বোডো/গ্লিমট। তারা প্রথম লেগের ম্যাচে স্পোর্টিং লিসবনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। অপর ম্যাচে বেয়ার লেভারকুসেনের কাছে ১-১ গোলে আটকে গিয়েছে আর্সেনাল।

হ্যাটট্রিক করে ফেডেরিকো ভালভের্দে।

রিয়াল মাদ্রিদের তৃতীয় গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

রিয়াল মাদ্রিদ ৩-০ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

প্যারিস সাঁ জাঁ ৫-২ চেলসি

বোডো/গ্লিমট ৩-০ স্পোর্টিং লিসবন

বেয়ার লেভারকুসেন ১-১ আর্সেনাল

বুমরাহই ক্রিকেটের মেসি-রোনাল্ডো দাবি ভনের

লন্ডন, ১২ মার্চ : ভারত-বিরোধিতার জন্য ক্রিকেট মহলে তাঁর যথেষ্ট 'সুনাম' রয়েছে। সুযোগ পেলেই টিম ইন্ডিয়াকে তুলোধোনা করতে ছাড়েন না। কিন্তু সেই মাইকেল ভনই এবার জসপ্রীত বুমরাহর বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো মাথা নত করলেন! শুধু প্রশংসাই নয়, সদ্য টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় পেসারকে লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো সর্বকালের সেরাদের সঙ্গে একই আসনে বসালেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। তাঁর দাবি, বুমরাহ যদি ইংল্যান্ড দলে থাকতেন, তবে থ্রি-লায়ন্সরাই এবারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হত।

ফাইনালে মাত্র ১৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন একাই চুরমার করে দিয়েছেন বুমরাহ। পুরো বিশ্বকাপজুড়েই বিপক্ষ ব্যাটারদের কাছে তিনি ছিলেন এক সাক্ষাৎ আতঙ্ক । পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বকাপজুড়ে ওভারপিছু মাত্র ৫.৬৬ রান দিয়ে মোট ৪০টি উইকেট পকেটে পুরেছেন ভারতের এই এক নম্বর পেস-অস্ত্র। বুমরাহর এই বিধ্বংসী ফর্ম দেখেই মোহিত ভন। একটি পডকাস্টে তিনি বলেছেন, 'বুমরাহই গোটা টুর্নামেন্টে আসল ব্যবধানটা গড়ে দিয়েছে। ইংল্যান্ডের একাদশে জসপ্রীত থাকলে ওরাই নিঃসন্দেহে বিশ্বজয়ী হত।' ভনের কথার সূত্র ধরেই ইংল্যান্ডের আরেক প্রাক্তন ক্রিকেটার মার্ক বুচার একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'শুধু ইংল্যান্ড নয়, যে দলে বুমরাহ খেলবে, টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন হবে তারাই!'

বুচারের এই মন্তব্যের সঙ্গে একশো শতাংশ সহমত পোষণ করে ভন যোগ করেন, 'বুমরাহ হল ফুটবলের মেসি বা রোনাল্ডোর মতো। ও একেবারে ওদেরই সমগোত্রীয় একজন অ্যাথলিট, যে কোনও মুহূর্তে একাই ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। ১৯৮৫ সাল থেকে আমি ক্রিকেটের অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্র। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে আমি বুমরাহর থেকে নিখুঁত এবং ভয়ংকর বোলার দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে কার্যত একাই ছিটকে দিয়েছিলেন বুমরাহ। তবে তাঁকে 'সর্বকালের সেরা' তকমা দিতে গিয়ে কিছুটা আপত্তি তুলেছেন প্রাক্তন ইংলিশ ওপেনার অ্যালাস্টেয়ার কুক। তাঁর যুক্তি, 'তিনটে ফর্ম্যাট মিলিয়ে বুমরাহ নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তের সেরা। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে ও কি একাই ১৫ রানে ৮ উইকেট নেওয়ার মতো কোনও ম্যাচ উইনিং স্পেল করেছে? তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে।' কুকের এই মন্তব্যের পালটা দিয়ে ভন অবশ্য বুমরাহর পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সফরে আমি বুমরাহকে দেখেছি। ওখানকার পাটা পিচেও ও যেভাবে বল মুভ করায় এবং স্পেল তৈরি করে তফাত গড়ে দেয়, তা অবিশ্বাস্য।'

এদিকে, টি২০ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর এবার ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পাখির চোখ আগামী বছরের ওডিআই বিশ্বকাপ। ২০২৩ সালের ফাইনালে হারের ক্ষত ভোলানোর জন্য হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের আসল ব্রহ্মাস্ত্র হতে চলেছেন এই বুমরাহই। তবে তাঁর চোট-আঘাতের ইতিহাস মাথায় রেখে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ওপর কড়া নজর রাখছে বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেছেন, 'আইসিসি টুর্নামেন্টে বুমরাহর ফিটনেস আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওকে নিয়ে কোনওভাবেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। লাল বলের ক্রিকেট অগ্রাধিকার পেলেও, সামনের বছর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ রয়েছে। তাই এখন থেকেই ওকে সাবধানে ব্যবহার করে সেই মেগা টুর্নামেন্টের জন্য ফিট রাখতে হবে।'

দ্য হান্ড্রেড-এ রিচা, স্মৃতি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ মার্চ : ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড'-এ ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলবেন রিচা ঘোষ। ৫০ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৬২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁকে নিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন এই দল। ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়েন্টসে রিচা সঙ্গী হিসাবে পাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানাকে। রিচা, স্মৃতি ডব্লিউপিএলেও একইসঙ্গে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন।

ত্রুটি শুধরোতে বাবর

লাহোর, ১২ মার্চ : দীর্ঘদিনের ব্যাটিং অফ ফর্ম কাটাতে এবার কড়া পদক্ষেপ বাবর আজমের। আসন্ন পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) আগে নিজের ব্যাটিংয়ের ভুলগুলো শুধরে নিতেই পাকিস্তানের ন্যাশনাল টি২০ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরে দাঁড়ালেন এই তারকা ব্যাটার। সাম্প্রতিক অতীতে বড় রান না পাওয়ায় প্রাক্তনদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তাই ঘরোয়া লিগে ম্যাচ খেলার বদলে নেটে নিজের ভুলত্রুটি শুধরে পুরোনো ছন্দে ফেরাই এখন পাক তারকার মূল লক্ষ্য।

দুর্নীতিতে নির্বাসন

ব্রিজটাউন, ১২ মার্চ : বার্বাডোজ টি১০ লিগে (বিআইএম১০) দুর্নীতির অভিযোগে কড়া শাস্তির মুখে পড়লেন জেভন সিয়ার্লস-সহ তিন ক্রিকেটার। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খেলা সিয়ার্লস ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন রাঠোড় এবং গ্রিফিথ। আইসিসি-র দুর্নীতি দমন শাখার রিপোর্টের ভিত্তিতে এই তিনজনকে ক্রিকেট সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ থেকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের রমরমা বাজারে ফের ফিক্সিংয়ের ভূত মাথাচাড়া দেওয়ায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন ক্রিকেট মহল।

রেগে আগুন অক্ষর, ক্ষমা চেয়েছিলেন স্কাই

মুম্বই, ১২ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশ থেকে অক্ষর প্যাটেলকে বাদ দেওয়াটা চরম ভুল ছিল। আর সেই কঠিন সিদ্ধান্তের পর মেজাজও হারিয়েছিলেন তারকা অলরাউন্ডার। এবার টুর্নামেন্টের মাঝপথের সেই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েই মুখ খুললেন খোদ বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। অকপটে স্বীকার করে নিলেন, নিজের ইগো সরিয়ে রেখে সতীর্থের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি।

চোটের কারণে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে খেলেননি অক্ষর। কিন্তু প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সুপার এইটের মেগা লড়াইয়ে তাঁকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর সিদ্ধান্তটি ছিল সম্পূর্ণ ট্যাকটিকাল। তবে টিম ম্যানেজমেন্টের সেই ফাটকা মারাত্মকভাবে বুমেরাং হয়ে যায়। টুর্নামেন্টের একমাত্র ম্যাচটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে গোহারা হারে স্কাই-ব্রিগেড। প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়ার খবরে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছিলেন অক্ষর। আর ম্যাচ হারার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে সতীর্থের কাছে ছুটে যান সূর্যকুমার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্কাই অকপটে বলেছেন, 'অক্ষর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। আর ওর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ও একজন চূড়ান্ত অভিজ্ঞ প্লেয়ার, আইপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেয়। ওর অভিমান হওয়াটাই ন্যায্য।'

বিশ্বজয়ী অধিনায়ক আরও যোগ করেন, 'আমি সরাসরি ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম। বলেছিলাম- 'আমি ভুল করেছি, আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু দলের বৃহত্তর স্বার্থেই এই কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছিল।' এটা খুব কঠিন একটা কথোপকথন ছিল। তবে ও চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব দেখিয়েছে এবং পরের দিনই আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে গোটা বিষয়টি মিটিয়ে নিই।'

চোট উদ্বেগ বাড়ছে লাল-হলুদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : শনিবারের ইস্টবেঙ্গল-কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ দুই দলের কোচের কাছেই অগ্নিপরীক্ষা।

এবার আইএসএলে এখনও পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি কেরালা। কোচ ডেভিড কাটালাকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচেও পয়েন্ট না পেলে তাঁকে বরখাস্ত করা হতে পারে। ফলে এই ম্যাচে পয়েন্ট পেতে সবটা উজাড় করে দেবে কেরালা। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গল শুরুটা ভালো করলেও এই মুহূর্তে লিগ টেবিলে পাঁচ নম্বরে। পরপর দুটো ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট চাপ বাড়িয়েছে লাল-হলুদ শিবিরে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চোট উদ্বেগ।

কেরালা ম্যাচ জিততে না পারলে ইস্টবেঙ্গলে অস্কার ব্রুজোঁর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। ফলে কেরালার মতো ইস্টবেঙ্গলও মরিয়া হয়ে ঝাঁপাবে তিন পয়েন্টের জন্য। তবে এই পরিস্থিতিতে ব্রুজোঁর সবচেয়ে বড় চিন্তা চোট-আঘাত সমস্যা। কেভিন সিবিল্লের মাঠে ফিরতে কমপক্ষে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ। তাও এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। এদিকে কেরালা ম্যাচে অনিশ্চিত অ্যান্টন সোজবার্গও। বৃহস্পতিবারও সাইডলাইনে কেভিনের সঙ্গেই স্ট্রেংথ অনুশীলন করতে দেখা গেল তাঁকে। সূত্রের খবর পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় অ্যান্টনকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না অস্কার।

এদিকে শনিবারের ম্যাচে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে পারেন ব্রুজোঁ। দুই প্রান্তে শুরু করতে পারেন বিপিন সিং ও পিভি বিষ্ণু। রক্ষণভাগ অবশ্য অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

বেশি বল খেলুক চাইছেন পূজারা

আইনি বাধা কাটল মাহির

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : আসন্ন আইপিএলে মহেন্দ্র সিং ধোনির খেলা নিয়ে আর কোনও আইনি বাধা রইল না। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা স্বার্থ-সংঘাতের অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) এথিক্স অফিসার তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণ মিশ্র।

একটি স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ধোনির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছিল। কিন্তু রায়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এমএস আরকা স্পোর্টস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে ধোনি কোনওভাবেই ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করেননি। তাছাড়া ধোনির সঙ্গে ওই অ্যাকাডেমির চুক্তি হয়েছিল ২০১৭ সালে, আর আইপিএলে স্বার্থ-সংঘাতের নিয়মটি অন্তর্ভুক্ত হয় ২০১৮ সালে। বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দায়ের হওয়া এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ব্যক্তিগত ক্ষোভ মেটাতেই এটি করা হয়েছিল।

বোর্ডের এই ক্লিনচিটের ফলে আইপিএলের আগে ধোনি-ভক্তরা যেমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, তেমনই প্রাক্তন সতীর্থ চেতেশ্বর পূজারা চাইছেন, ৪৪ বছর বয়সী মাহি আসন্ন আইপিএলে আরও বেশি সময় ক্রিজে কাটান। পূজারার সাফ কথা, '৮ বা ৯ নম্বরে ধোনির ব্যাটিং করতে নামার মানে হয় না! ও একার হাতে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। চেন্নাই সুপার কিংসের আর কোনও ব্যাটারের সেই ক্ষমতা নেই। ভাবুন তো, ৫-১০টার বদলে মাহিভাই যদি ২৫-৩০টি বল খেলার সুযোগ পায়, তাহলে বোলারদের কী অবস্থা হতে পারে?'

প্রস্তুতির ফাঁকে ব্যাটের পরিচর্যায় মহেন্দ্র সিং ধোনি।

সিএসকে-র ড্রেসিংরুমের পরিবেশেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পূজারা। তিনি বলেন, 'চেন্নাই সুপার কিংসে আমি খেলেছি। ওদের সাজঘরের পরিবেশ দুর্দান্ত, অনেকটা পরিবারের মতো। দল একজন প্লেয়ারের থেকে ঠিক কী চাইছে, সেটা খুব সহজেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি সবসময় প্লেয়ারদের পাশে থাকে। সিএসকে এখন পালাবদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই ওরা তারুণ্যে বাড়তি জোর দিচ্ছে।'

পতাকার অবমাননায় হার্দিক

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : বিশ্বজয়ের বাঁধনহারা উৎসবের মাঝেই আইনি ফাঁদে পড়লেন ভারতের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর মেগা সেলিব্রেশনের সময় জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া কিছু ছবি ও ভিডিওর ভিত্তিতে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিশ্বজয়ের আনন্দ-উন্মাদনার মাঝেই হার্দিকের বিরুদ্ধে ওঠা এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এবং আইনি পদক্ষেপ ঘিরে ক্রিকেট মহলে এখন তুমুল আলোড়ন।

চিন্নাস্বামীর ভাগ্যপরীক্ষা

বেঙ্গালুরু, ১২ মার্চ : আসন্ন আইপিএলের আগে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। আগামী ১৩ মার্চ স্টেডিয়ামের সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য কর্ণাটক সরকারের তরফ থেকে এক বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে। মাঠের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে দর্শকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা- সবটাই খুঁটিয়ে দেখবে এই কমিটি। তাদের চূড়ান্ত সবুজ সংকেত মিললেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠে আইপিএলের মেগা ম্যাচগুলো আয়োজনে আর কোনও বাধা থাকবে না।

ভারতকে জেতাল উত্তরের প্রীতিকা

কলকাতা, ১২ মার্চ : মায়ানমারের বিরুদ্ধে প্রথম ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-০ গোলে জয় পেল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দল। জোড়া গোল উত্তরবঙ্গের প্রীতিকা বর্মনের। আগামী শনিবার ভারতীয় দল দ্বিতীয় ফ্রেন্ডলি ম্যাচটি খেলবে। আসন্ন অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছে ভারতীয়রা।

মেসিদের ড্র

ন্যাশভিল, ১২ মার্চ : কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের রাউন্ড অফ ১৬-এর প্রথম লেগে ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে আটকে গেল ইন্টার মায়ামি। অ্যাওয়ে ম্যাচে নিষ্প্রভ ফুটবল খেলে গোলশূন্য ড্র করল টাটা মার্টিনোর দল। পুরো নব্বই মিনিট মাঠে থাকলেও এদিন ন্যাশভিলের কড়া ডিফেন্সের সামনে ম্যাজিক দেখাতে ব্যর্থ হন লিওনেল মেসি। পুরো ম্যাচ জুড়ে দুই দল মিলিয়ে মাত্র পাঁচটি শট টার্গেটে রাখতে পেরেছে। অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় হাতছাড়া হলেও, আগামী সপ্তাহে নিজেদের ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া মেসি এবং তাঁর দল।

আপুইয়ার সঙ্গে বোঝাপড়াতেই খেলা খুলেছে অনিরুদ্ধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রথম চার ম্যাচে সাত গোল করে দলকে যদি জয় এনে দেওয়ার জন্য জেমি ম্যাকলারেনকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের শেষ নেই সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। তেমনি এই চার ম্যাচেই খেলা তৈরির প্রধান কারিগর হিসেবে মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা-আপুইয়া জুটির অবদানের কথা স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই কারোরই।

আন্তোনিও লোপেজ হাবাস কী হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সময়ে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি অনিরুদ্ধ। চেন্নাইয়িন এফসি থেকে আসা প্রতিভাবান মিডিও কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন। খুঁজলে এর একাধিক কারণ হয়তো পাওয়া যাবে। তবে মূল কারণ নিশ্চিতভাবেই নিজের পজিশনে খেলতে না পারা। হাবাস বা মোলিনা সময়ও দিয়েছেন কম। কিন্তু আপুইয়াকে পাশে নিয়ে এবার অনিরুদ্ধ যেন নিজস্ব মেজাজে। সারা মাঠ জুড়ে খেলছেন, গোলের বল বাড়াচ্ছেন, প্রয়োজনে গোল লক্ষ্য করে দূরপাল্লার শট নিচ্ছেন। ফলে পরপর চার ম্যাচেই তাঁকে কেন ম্যাচের সেরা বাছাই করা হল না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এমনকি সমর্থকরাও। তিনি অবশ্য এই প্রসঙ্গ উঠলে বিতর্ক এড়িয়ে বলে গেলেন, 'আসলে যে কোচ যেমন চান, আমি তেমনই খেলি। কোচ ঠিক করে দেন, কোন পজিশনে কোন ফুটবলার কীভাবে খেলবে। তবে মূলত আমাদের সবারই লক্ষ্য থাকে, দলের প্রয়োজনের দিকে। সেভাবেই খেলছি।' তাঁর সঙ্গে আপুইয়ার বোঝাপড়া নিয়ে অনিরুদ্ধর মন্তব্য, 'আমাদের দুইজনের খেলার ধরনে মিল আছে। আর আপুইয়া অসাধারণ ফুটবলার। তাই আমার চেষ্টা থাকে শুধু ওকে সাহায্য করে যাওয়া। আসলে দলের খেলায় ভারসাম্য রাখাটা খুব জরুরি। অ্যাটাক এবং ডিফেন্সের মধ্যে তালমিল থাকতে হবে। আর নিজেদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকায় এটা আমরা পারছি ঠিকঠাক। নিজেদের কাজটা জানি কী করতে হবে। তাই আমাদের পারফরমেন্স বাড়তি নজর কাড়ছে।'

ইতিমধ্যেই পরপর চার ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে মোহনবাগান। ছোট লিগে এটা যেমন সুবিধা। তেমনি আবার ভুল হলে দ্বিতীয় সুযোগ আর আসবে না সেটা শুধরে নেওয়ার। তাই কোনওভাবেই হালকা মেজাজ দেখাতে নারাজ অনিরুদ্ধরা। কারণ বেঙ্গালুরু এফসি-র সমর্থকরাও মাঠে প্রচুর সংখ্যায় ভিড় করেন দলকে সমর্থন করতে। ম্যাচ প্রসঙ্গে থাপার বক্তব্য, 'আমরা যদি পরিকল্পনামাফিক চলতে পারি তাহলে আশা করছি সাফল্য পেতে অসুবিধা হবে না। গত বছরের কথা মাথায় রাখতে চাই না। বরং আমাদের নিজেদের কাজে মনঃসংযোগ করতে হবে।' তবে সুনীল ছেত্রীকে নিয়ে তিনি আলাদা করে ভাবতে রাজি নন। বরং বেঙ্গালুরুর গোটা দলই এখন ফোকাসে।

বাগানের গোলকিপিং কোচ গেলেন হন্ডুরাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : গোলকিপিং কোচ ছিনতাই। এমনটাই হল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ক্ষেত্রে। গত দুই বছর ধরে বিশাল কেইথদের কোচিং করাচ্ছেন ফ্রান্সিসকো মার্টিনেজ নিয়ন। তিনি এসেছিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সঙ্গে। সুপার কাপের পর মোলিনাকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয় সের্জিও লোবেরাকে। কিন্তু থেকে যান ফ্রান্সিসকো। এরমধ্যে হন্ডুরাস জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন মোলিনা। এবার নিজের প্রাক্তন সহকর্মীকে হন্ডুরাস দলের জন্য ডেকে নিলেন তিনি।

ফলে মোহনবাগান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রান্সিসকো। এদিন অনুশীলনে এলেও মাঠে নামেননি। সাজঘরের বারান্দায় তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। শুক্রবার রাতের বিমানে কলকাতা ছাড়ার কথা তাঁর। ফ্রান্সিসকোর জায়গায় মোহনবাগানের নতুন গোলকিপিং কোচ হলেন অভ্র মণ্ডল। তিনি জুনিয়ার দলের গোলকিপারদের দায়িত্বে ছিলেন। এদিন থেকেই তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। হন্ডুরাস বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্লে-অফ খেলবে। ফলে বিশ্বকাপে কোচিং করানোর হাতছানি ফ্রান্সিসকোর সামনে।

ফ্রান্সিসকো মার্টিনেজ নিয়ন

জয় ভারতের ডিএনএ-তে

শাহিনদের তোপ লতিফের

ইসলামাবাদ, ১২ মার্চ : একদিকে ভারতের ঐতিহাসিক বিশ্বজয়, অন্যদিকে বাংলাদেশের কাছে লজ্জার হার! দুই পড়শি দেশের ক্রিকেটের এই আকাশ-পাতাল তফাত কিছুতেই হজম করতে পারছে না পাকিস্তানের ক্রিকেট মহল। শাহিন শা আফ্রিদিদের তুলোধোনা করতে গিয়ে এবার অভিনব তুলনা টানলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রশিদ লতিফ। তাঁর সাফ কথা, জয়ের মানসিকতাটা ভারতের ডিএনএ-তে রয়েছে, আর পাকিস্তানের ডিএনএ-তে রয়েছে শুধুই হার!

লতিফ বলেছেন, 'টসে হেরেও ভারত অবলীলায় আড়াইশো রান তুলছে, যা বিপক্ষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এটা কোনও ম্যাজিক বা রাতারাতি ঘটা ঘটনা নয়, গত এক দশকের পরিশ্রম আর নিখুঁত পরিকল্পনার ফল। ফাইনালে ওঠা এবং ট্রফি জেতাটা এখন ভারতের ডিএনএ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের ডিএনএ হল নকআউট থেকে ছিটকে যাওয়া!' তবে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর পাক ক্রিকেটারদের আর্থিক জরিমানা করার সিদ্ধান্তে বোর্ডের কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, নিজেদের সার্বিক ব্যর্থতা ঢাকতেই বোর্ড প্লেয়ারদের বলির পাঁঠা বানাচ্ছে।

বিশ্বকাপ ক্ষতের মাঝেই বাংলাদেশ সিরিজে পাক দলের মুখ থুবড়ে পড়া প্রাক্তনদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। প্রথম ম্যাচে মাত্র ১১৪ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর, ১৫ ওভারেই ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশ। এই হতশ্রী পারফরমেন্সের পর টিম ম্যানেজমেন্টকে একহাত নিয়েছেন বাসিত আলি এবং কামরান আকমল। বাসিত চরম ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশের পিচে পাওয়ার প্লে-র ১০ ওভারে অন্তত ৬০ রান তুলতেই হবে- এই অবাস্তব গেম প্ল্যান যে বানিয়েছে, তাকে সবার আগে শুট করা উচিত! ভারতীয় দলও ওখানে স্পিনের বিরুদ্ধে সমস্যায় পড়ে, আর এরা পিচ না বুঝেই কাগজের আঁকিবুঁকিতে দল চালাচ্ছে।'

বাসিতের সুরেই সুর মিলিয়েছেন কামরানও। আফ্রিদিদের পারফরমেন্সকে 'ক্লাব স্তর'-এর আখ্যা দিয়ে তাঁর তীব্র কটাক্ষ, 'ম্যাচটা দেখে মনে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক দলের (বাংলাদেশ) বিরুদ্ধে পাড়ার কোনও ক্লাবকে (পাকিস্তান) নামিয়ে দেওয়া হয়েছে! আমরা জঘন্য ক্রিকেট খেললাম, পর্যালোচনা করার মতো কোনও ভদ্র ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না।'

> **ম্যাচটা দেখে মনে হচ্ছিল আন্তর্জাতিক দলের (বাংলাদেশ) বিরুদ্ধে পাড়ার কোনও ক্লাবকে (পাকিস্তান) নামিয়ে দেওয়া হয়েছে! আমরা জঘন্য ক্রিকেট খেললাম, পর্যালোচনা করার মতো কোনও ভদ্র ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না।**
>
> -কামরান আকমল

লাইফটাইম দ্রাবিড়-মিতালিকে

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি। শেষ মুহূর্তে বাদ পড়েন। সতীর্থদের সাফল্য টিভির সামনে বসে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। সেই শুভমান গিলকেই বর্ষসেরা ক্রিকেটার বেছে নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ২০২৪-২০২৫ মরশুমের পারফরমেন্সের প্রেক্ষিতে বর্ষসেরা হিসেবে 'পলি উমরিগড়' ট্রফি পাচ্ছেন ভারতের টেস্ট ও ওডিআই দলের অধিনায়ক শুভমান।

বর্ষসেরা গিল

ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' রাহুল দ্রাবিড়কে। উজ্জ্বল ক্রিকেট কেরিয়ারে মণিমাণিক্যের অভাব নেই 'মি. ডিপেন্ডবল'-এর। অবসরের পর দীর্ঘদিন যুব দল, সিনিয়ার দলের হেডকোচের গুরুভার সামলেছেন। বোর্ডের বেঙ্গালুরুস্থিতি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বেও ছিলেন কয়েক বছর। স্বীকৃতিস্বরূপ, 'কর্নেল সিকে নাইডু' ট্রফি পাচ্ছেন দ্রাবিড়। অপরদিকে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে উজ্জ্বল অবদানের জন্য লাইফটাইম পুরস্কার পাচ্ছেন মিতালি রাজ।

পুরস্কারপ্রাপকরা

লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট (পুরুষ) : রাহুল দ্রাবিড়
লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট (মহিলা) : মিতালি রাজ
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার : শুভমান গিল
সেরা অলরাউন্ডার (ঘরোয়া ক্রিকেট) : আয়ুষ মাত্রে
সেরা ক্রিকেট সংস্থা : মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা

আবরারকে নিতেই ডাক বয়কট সানরাইজার্স

লন্ডন, ১২ মার্চ : একটি বিতর্ক শেষ, আরেকটি শুরু।

'দ্য হান্ড্রেড' লিগে পাকিস্তানের স্পিনার আবরার আহমেদের নাম নিলামে উঠতেই প্রথম বিড করে সানরাইজার্স লিডস। শেষপর্যন্ত দড়ি টানাটানিতে প্রায় ২.৩ কোটি টাকায় তাঁকে তুলে নেন নিলাম টেবিলে উপস্থিত থাকা কাব্য মারান-কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। আর তারপরই ভারতীয় সমর্থকরা সামাজিক মাধ্যমে আওয়াজ তুলে দিয়েছেন, বয়কট সানরাইজার্স। তাদের দাবি, আবরার ভারতকে বারবার অপমান করেছেন। আর তাঁকে দলে নিয়ে ভারতীয় সমর্থকদের আবেগে আঘাত করেছে কাব্য মারানের দল। একইভাবে এবারের আইপিএল নিলামে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছিল শাহরুখ খানের দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। জল গড়িয়েছিল বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

তবে আবরার দল পাওয়ায় ইংল্যান্ডের ক্রিকেটমহলে স্বস্তি ফিরেছে। শোনা যাচ্ছিল, আইপিএলের মতো পাক ক্রিকেটারদের জন্য দরজা বন্ধ হতে চলেছে হান্ড্রেড লিগেও। বিশেষ করে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালিত দলগুলি পাক ক্রিকেটারদের 'অঘোষিত' বয়কটের রাস্তায় হাঁটবে বলে মনে করা হচ্ছিল। বৃহস্পতিবারের নিলামে যদিও উলটো ছবিই দেখা গেল আবরারকে ঘিরে।

যুবরাজ সিংয়ের থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন ঋষভ পন্থ।

যুবরাজের ক্লাসে ঋষভ

মুম্বই, ১২ মার্চ : চোট-আঘাত, নিম্নমুখী ফর্মের সমস্যা মিটিয়ে আসন্ন আইপিএলে স্বমেজাজে ফিরতে যুবরাজ সিংয়ের শরণাপন্ন ঋষভ পন্থ। লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে মেগা লিগের নামার আগাম প্রস্তুতিতে মুম্বইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়া-তে যুবরাজের ক্লাসে উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। গত আইপিএল খুব সাদামাঠা গিয়েছে ঋষভের। যুবরাজ-ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, সাদা বলের কেরিয়ারে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর ঋষভ। তাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে যুবরাজের সাহায্য চেয়েছেন। চেন্নাইয়ে এলএসজি-র শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে যুবরাজের সঙ্গে তিন-চারদিনের ট্রেনিং সেশন করেছেন। শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাদের কোচিং করিয়েছেন যুবরাজ। পাঞ্জাব কিংসের দুই ওপেনার প্রভসিমরন সিং, প্রিয়াংশ আর্যের পর যুবির ছাত্রদের তালিকায় এবার ঋষভও।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - এর একজন

বাসিন্দা অরুন মন্ডল - কে 15.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56J 62990 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সারা জীবন ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নাম মনে রাখব কারণ ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আমার জীবন বদলে দিয়েছে। ডিয়ার লটারির টিকিটে বিশ্বাসী এবং এটি কিনবেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি ঘটবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ।

চ্যাম্পিয়ন ক্ষুদিরাম কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃকলেজ পুরুষদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়েছে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়কে। সেমিফাইনালে সুকান্ত ২২-১৯ পয়েন্টে ময়নাগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জিতেছে। ক্ষুদিরাম ৫৩-১৯ পয়েন্টে চূর্ণ করে ফালাকাটা কলেজকে। ফাইনালের সেরা ক্ষুদিরাম কলেজের সৌরভ বর্মন।

ডার্বির প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

কলকাতা, ১২ মার্চ : ছুটি কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচের পর চারদিন অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। আপাতত ডার্বির আগে দশদিন সময় হাতে পাচ্ছেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। তবে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি ডিফেন্ডার জোহেরলিয়ানা।

উত্তরের খেলা

সুপার সিক্সে জয়ী আরসিসিসি

জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে আরসিসিসি ৫৮ রানে হারিয়েছে এফইউসি-কে। প্রথমে আরসিসিসি ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আবির ঘোষ রেখে এসেছেন ৭৫ রান। শাশ্বত দে ২৩ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে এফইউসি ৩০ ওভারে ১১৯ রানে সব উইকেট হারায়। অজয় বাগচী ৪৬ রান করেন। রোহিত রায় বসুনিয়া ২২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে বৃহস্পতিবার খেলা ছিল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও তরুণ তীর্থের। কিন্তু বুধবার রাতে বৃষ্টিতে মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়ায় ম্যাচ হয়নি বলে ক্রীড়া পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে।